উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

২৩ আশ্বিন ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 10 October 2024 Thursday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 144 APD

অর্ধশতরান স্মৃতির, রেকর্ড শেফালির

এগারোর পাতায়

বাঘ শিকারে সিরিজ জয় টিম ইন্ডিয়ার

এগারোর পাতায়

আনন্দধারা বহিছে...

বৃষ্টি মাথায় ভিড় জমল মহাষষ্ঠীর সন্ধ্যায়

অভিজিৎ ঘোষ ও ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার ও ফালাকাটা, ৯ অক্টোবর : সকালে রোদ, দুপুরে বৃষ্টি, বিকেলে রোদ, রাতে আবার বৃষ্টি। আলিপুরদুয়ার ও ফালাকাটা শহরে ষষ্ঠীর দিনটা কাটল বৃষ্টির সঙ্গে লুকোচুরি খেলেই।

চতুর্থী থেকেই তো শুরু হয়ে গিয়েছিল ঠাকুর দেখার ভিড়। পঞ্চমীর সন্ধ্যা থেকেই ভিড়ের ছবিটা উৎসবের মেজাজ নিয়ে এসেছিল। সেদিন রাতের হালকা বৃষ্টি ভিড়ের উপর খুব একটা প্রভাব ফেলেনি। আর বুধবার দিনভর চলেছে রোদ-বৃষ্টির লুকোচুরি। বৃষ্টির জন্য দুপুরে শহরের বড়বাজার জলমগ্ন হয়। পল্লিমঙ্গল, উপলমুখর, যুব সংঘ কালীবাড়ি, স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের সামনে জল জমতে দেখা যায়। দুপুরে বৃষ্টি দেখে কোনও ঝুঁকি নিতে চাননি দুই শহরের বাসিন্দারা। বিকেল নাগাদই অনেকে বেরিয়ে পড়েন ঠাকুর দেখতে। এদিন সন্ধ্যায় শহরের সব বড় পুজোমণ্ডপই খুলে দেওয়া হয় দর্শনার্থীদের জন্য। আর বৃষ্টি এড়িয়ে আগেভাগে সেগুলো দেখতে বাইক, টোটো, ছোট গাড়ি নিয়ে ভিড় করেন উৎসাহীরা। তাতে তাল কাটে রাত ৮টা নাগাদ। প্রথমে দমকা হাওয়া। তাতে শহরের একটি পুজোর তোরণ ভেঙে পড়ে। তারপর ঘণ্টাখানেক জোরদার বৃষ্টিতে রাস্তার ভিড় হালকা হয়ে যায়। অত্যুৎসাহীদের অবশ্য দমানো যায়নি। বৃষ্টির মধ্যেই তাঁরা ছাতা মাথায় বেরিয়ে পড়েন ঠাকুর দেখতে। কয়েকটি প্যান্ডেলের সামনে ছাতা মাথায় লাইন পড়ে যায় দর্শনার্থীদের।

উপলমুখর ক্লাবে দেখা হল চিন্ময় বসুর সঙ্গে। বললেন, 'আকাশের যে অবস্থা আগামী কয়েকদিন কী হবে ঠিক নেই। তাই এদিন সন্ধ্যাতেই ঠাকুর দেখে নিয়েছি।' বিভিন্ন মণ্ডপে ঘুরে দেখা গেল, অনেকের হাতেই ছাতা রয়েছে, যাতে বৃষ্টি এলেও ঠাকুর দেখায় কোনও সমস্যা না হয়। বৃষ্টিতে যেহেতু ভিড়ের চাপ কম ছিল, তাই যান নিয়ন্ত্রণে পুলিশের কড়াকড়িও ছিল ঢিলেঢালা। শোভাগঞ্জ, কালজানি সেতু দিয়ে অনায়াসেই গাড়ি প্রবেশ করেছে জেলা সদরে। তবে জংশন লিচুতলা এবং ডিআরএম চৌপথি এলাকায় যান নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।

ফালাকাটাতেও হাতে ছাতা নিয়েই লোকজন বেরিয়েছেন রাস্তায়। সেখানে অবশ্য আলিপুরদুয়ারের মতো মুষলধারে বৃষ্টি হয়নি। এদিন সন্ধ্যা থেকেই শহরের দেশবন্ধুপাড়া, কলেজপাড়া, মুক্তিপাড়া, মাদারি রোডের পুজোমণ্ডপে দর্শনার্থীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। ভিড়ের জন্য বিভিন্ন মণ্ডপের সামনে যানজটও হয়। ফালাকাটা ট্রাফিক পুলিশ অবশ্য তৎপর ছিল। আর মণ্ডপগুলির সামনে যথেষ্ট পুলিশও মোতায়েন ছিল।

একাধিক মণ্ডপে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ফালাকাটার পুজোর সুনাম ইতিমধ্যেই জেলার গণ্ডি ছাড়িয়ে বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। এদিন বিকেলেই দেখা গেল প্রতিবেশী কোচবিহার জেলা তো বটেই, এমনকি কলকাতা থেকেও কয়েকজন এসেছেন পুজো দেখতে। সোদপুর থেকে ফালাকাটার পুজো দেখতে এসেছিলেন অনুপ দত্ত। তাঁর কথায়, 'ব্যবসায়িক কাজে কোচবিহারে এসেছিলাম। আগেই শুনেছিলাম ফালাকাটায় ভালো পুজো হয়। এখানকার পুজো দেখে মন ভরে গেল।' এদিন আলিপুরদুয়ার থেকে ফালাকাটায় পুজো দেখতে এসেছিলেন সজল পোদ্দার। তাঁর কথায়, 'আমাদের আলিপুরদুয়ার শহরেও এত বড় মণ্ডপ হয় না।'

এদিন আবার বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঘোষণা করা হয়। যেসব পুজো কমিটির নাম সেই তালিকায় রয়েছে, সেইসব মণ্ডপে ভিড়ও বেশি হয়েছে। দেশবন্ধুপাড়া দুর্গোৎসব কমিটির অন্যতম কর্তা অচিন্ত্য রায় বলেন, 'বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মানে জেলার সেরা মণ্ডপের শিরোপা আমরা পেয়েছি। সেই খবর ছড়িয়ে পড়তেই এদিন বেশি করে দর্শনার্থীরা মণ্ডপে ভিড় জমান।'

ছুটিতেও ছুটি নয়

দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে ১০, ১১, ১২ এবং ১৩ অক্টোবর উত্তরবঙ্গ সংবাদের পোর্টাল বাদে সব বিভাগে ছুটি থাকবে। আগামী ১১, ১২, ১৩ এবং ১৪ অক্টোবর পত্রিকার কোনও মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হবে না। তবে প্রিয় পাঠক বঞ্চিত হবেন না উত্তরবঙ্গ সহ দেশদুনিয়ার খবর থেকে। ছুটির দিনেও লাইভ পুজো পরিক্রমা, নিউজ বুলেটিন এবং টাটকা খবর পেতে নজর রাখুন উত্তরবঙ্গ সংবাদের নিউজ পোর্টাল এবং ফেসবুক পেজে।

www.uttarbangasambad.com,
www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

শুভেচ্ছা

উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, এজেন্ট, সংবাদপত্র বিক্রেতা, শুভানুধ্যায়ীদের জানাই শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

- প্রকাশক

দুপুর থেকেই বৃষ্টি নেমেছিল উত্তরবঙ্গের অনেক জায়গায়। আলিপুরদুয়ারে বৃষ্টি মাথায় করেই দেবীদর্শনে বেরিয়ে পড়েছেন সকলে। আলিপুরদুয়ারের লোহারপুল এলাকায় (ওপরে)। সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি ধরতেই কোচবিহারে উপচে পড়ল ভিড়। কোচবিহারের নেতাজি স্কোয়ারে (মধ্যে)। জলপাইগুড়িতেও একই ছবি মুহুরিপাড়া এলাকায় (নীচে)। ছবিগুলি তুলেছেন আয়ুষ্মান চক্রবর্তী, অপর্ণা গুহ রায় ও শুভঙ্কর চক্রবর্তী।

কংগ্রেসকে তোপ

হরিয়ানায় ভরাডুবি হতেই শরিকি তোপে পড়ল কংগ্রেস। ইন্ডিয়া জোটের শরিক দলগুলি হারের জন্য হাতের ঔদ্ধত্য এবং অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসকেই কাঠগড়ায় তুলেছে।

বিস্তারিত তিনের পাতায়

কলকাতায় নাড্ডা

বৃহস্পতিবার একদিনের সফরে রাজ্যে আসছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। এবার মূলত ২টি দুর্গাপুজোর অনুষ্ঠানে যোগ দিতেই নাড্ডার রাজ্য সফর।

বিস্তারিত তিনের পাতায়

নদীর বুকে জন্ম সরোজিনীর

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ৯ অক্টোবর : রাত তখন প্রায় ১টা। চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢেকে রয়েছে। শুধু ঝিঁঝির ডাক। হাতি, বাইসনের ভয়। এর মাঝে সেই রাতেই দয়ামারা নদীতে জন্ম হল সরোজিনীর। এ সরোজিনী অবশ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী না হলেও তার সংগ্রাম ছিল সুস্থভাবে মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার লড়াই। মা রনিয়া টোটো ও তাঁর কন্যাসন্তান সরোজিনী দুজনই সুস্থ রয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার চতুর্থীর রাতে।

টোটোপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক নেই এক বছর ধরে। ফলে ছোটখাটো রোগের রোগীদেরও ছুটতে হয় ২২ কিলোমিটার দূরে মাদারিহাটে। ওই রাতে প্রসবযন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন রনিয়া। রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ টোটোপাড়া থেকে ভাড়াগাড়িতে স্ত্রীকে নিয়ে মাদারিহাট গ্রামীণ হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন তাঁর স্বামী বরুণ টোটো। কিন্তু দুই কিলোমিটার যাওয়ার পরেই স্ত্রীর প্রসবযন্ত্রণা মারাত্মক আকার ধারণ করে। উপায় না দেখে নদীর মাঝেই গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেন বরুণ।

বরুণ জানান, কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। দয়ামারা নদীর ভেতর গাড়ি। ভয় হচ্ছিল কখন পাহাড়ি এই নদীতে জল চলে আসে। আর চারদিক ঘন জঙ্গল। আরও ভয় হচ্ছিল হাতি, বাইসনের। এরপর প্রকৃতি দেবতার ওপর ছেড়ে দিয়েছিলাম স্ত্রীকে। রাত ১টা ১৫ মিনিট নাগাদ গাড়ির ভেতরেই জন্ম হল আমার স্ত্রীর দ্বিতীয় সন্তানের। এরপর ভোরবেলায় মাদারিহাট গ্রামীণ হাসপাতালে মা ও সন্তানকে নিয়ে যাই।

তাঁর কথায়, টোটোপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একজনও চিকিৎসক নেই। প্রথমে টোটোপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্ত্রীকে নিয়ে যাই। কিন্তু নার্স ও ফার্মাসিস্ট বলেন, রোগীকে মাদারিহাট বা অন্য কোথাও নিয়ে যেতে হবে। কাজেই গাড়ি ভাড়া করে মাদারিহাট নিয়ে যাচ্ছিলাম। নদীতেই জন্ম হল সন্তানের। সংগ্রাম করেই ওর জন্ম হল। তাই নাম সরোজিনী রাখলাম।

টোটোপাড়ার আশাকর্মী আশা থাপা বলেন, 'গত এক বছরে টোটোপাড়ায় নয়জন সন্তানের জন্ম হয়েছে। আর মায়েদের সবাইকেই মাদারিহাট, বীরপাড়া ও আলিপুরদুয়ারে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন তাঁদের পরিজনরা। কারণ টোটোপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক গতবছর ১ সেপ্টেম্বর থেকে নেই।'

এই ব্যাপারে আলিপুরদুয়ারের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুমিত গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'জেলাজুড়েই চিকিৎসকের ঘাটতি চলছে। সেইজন্য রোটেশনের ভিত্তিতে টোটোপাড়ায় চিকিৎসক দেওয়ার চেষ্টা চলছে।' চিকিৎসকের সমস্যার ব্যাপারে টোটো কল্যাণ সমিতির সম্পাদক বকুল টোটো বলেন, 'আমরা চিকিৎসকের অভাবে খুব সমস্যায় আছি। একজন চিকিৎসক গত বছর ৩১ অগাস্ট ইস্তফা দিয়ে চলে গিয়েছেন। এরপর আর কেউ আসেননি। একজন ফার্মাসিস্ট ও তিনজন নার্স দিয়ে চলছে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র।'

সংঘাতের আবহে স্বাস্থ্য ভবনে বৈঠক

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : বোধনের দিনে বিসর্জনের আলোচনা। তিলোত্তমা হারিয়ে গিয়েছেন দু'মাস আগে। ন্যায়বিচারের পাশাপাশি হাসপাতালে সুরক্ষার দাবি উঠেছিল। যাতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকানো যায়। জুনিয়ার ডাক্তারদের সেই আন্দোলনে শামিল নাগরিক সমাজ। আন্দোলনকারীদের একাংশের অনশন চারদিন পার হওয়ার পর শেষপর্যন্ত আলোচনা হল ষষ্ঠীর রাতে। বৈঠকের ডাক আসে রাজ্যের তরফে। বাংলার মানুষ যখন মণ্ডপমুখী, জুনিয়ার ডাক্তার ও প্রশাসনের কর্তারা তখন স্বাস্থ্য ভবনে বৈঠকে।

বৈঠক ডেকেছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। কলকাতার ধর্মতলায় তো বটেই, রাজ্যের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে জুনিয়ার ডাক্তারদের অনশনে চাপ বাড়ছিল সরকারের ওপর। সেই চাপ বহুগুণ বেড়েছে একের পর এক মেডিকেল কলেজের সিনিয়ার ডাক্তারদের গণ ইস্তফায়। বুধবার পর্যন্ত আরজি করের ১০৬, কলকাতা মেডিকেলের ৭৫ ও ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের ৩৫ জন সিনিয়ার ডাক্তার ইস্তফা দিয়েছেন। গণ্ডি ছাড়িয়ে ইস্তফার ছোঁয়া লেগেছে বিভিন্ন জেলায়।

উত্তরবঙ্গ ও জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের পাশাপাশি মেদিনীপুর মেডিকেলের সিনিয়ার চিকিৎসকরা গণ ইস্তফায় শামিল হয়েছেন। এসএসকেএম এবং সাগর দত্ত মেডিকেলের সিনিয়ার ডাক্তাররা ২৪ ঘণ্টা সময় বেঁধে দিয়ে গণ ইস্তফার হুমকি দিয়েছেন। আন্দোলনকারীদের নেতা দেবাশিস হালদার বলেন, 'শুনছি, সিনিয়ার ডাক্তারদের ওপর প্রশাসনিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। যদি সত্যি তেমন কিছু হয়, তবে আমাদের আন্দোলন তীব্রতর হবে।'

সমস্যা সমাধানের আর্জি জানিয়ে কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিকের স্বাক্ষরিত চিঠি পৌঁছেছে নবান্নে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও পর্যন্ত অনশন ও গণ ইস্তফা নিয়ে কিছু বলেননি। কিন্তু শেষপর্যন্ত বৈঠক ডাকতে হল মুখ্যসচিবকে। ডাক পেয়ে জেনারেল বডি (জিবি) বৈঠক করে তাতে সাড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন আন্দোলনকারীরা। বৈঠকে ১০ দফা দাবিতে অনড় তাঁরা।

মহাষষ্ঠীতে দিনভর চিকিৎসকদের সঙ্গে সরকারের সংঘাতের আবহই চোখে পড়েছে। নির্যাতিতার প্রতীকী ছবি নিয়ে জুনিয়ার ডাক্তারদের 'অভয়া পরিক্রমা'র গাড়ি কলকাতায় চাঁদনি চকের সামনে পুলিশ আটকে দিলে ধর্মতলা এলাকাজুড়ে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি হয়। দু'পক্ষের ধস্তাধস্তিতে জখম হন হেয়ার স্ট্রিট থানার অতিরিক্ত ওসি শ্রাবন্তী ঘোষ। আন্দোলনকারীরা শেষপর্যন্ত গাড়ি ছাড়িয়ে নেন। পরে গাড়ি বাদ দিয়ে হেঁটে পরিক্রমায় নামেন তাঁরা।

পদযাত্রাতেও বাধা দেয় পুলিশ। 'অনুমতি' না থাকায় গাড়ি ও পদযাত্রা আটকানো হয়েছে বলে পুলিশের দাবি। জুনিয়ার চিকিৎসকদের অবশ্য বক্তব্য, অনুমতি ছিল। এই দীর্ঘক্ষণ যানজটে স্তব্ধ হয়ে যায় ধর্মতলা।

এরপর আটের পাতায়

দিনভর কর্মসূচি

- আরজি করে রক্তদান, মণ্ডপে মণ্ডপে 'অভয়া পরিক্রমা'
- বাধা দেওয়ায় পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি
- পুজো প্যান্ডেলে স্লোগান দেওয়ায় ৯ জন আটক
- প্রতিবাদে লালবাজারের পথে মিছিল
- সিনিয়ার ডাক্তারদের গণ ইস্তফা বিভিন্ন মেডিকেলে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শারদ সম্মান বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হবে ১১ অক্টোবর

উত্তরবঙ্গ সংবাদ শারদ সম্মান ১৪৩১

লক্ষ্য রাখুন উত্তরবঙ্গ সংবাদের ফেসবুক পেজে

www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

বুধবার কারখানার গেটে অবস্থান বিক্ষোভ ডিমডিমা বাগানের শ্রমিকদের।

মজুরি না পেয়ে কাজ বন্ধ বাগানে

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ৯ অক্টোবর : বোনাসের টাকা মিলেছে। কিন্তু মেলেনি মজুরির টাকা। এতে বীরপাড়া থানার ডিমডিমা চা বাগানের ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা মঙ্গলবার থেকে কর্মবিরতি শুরু করেছেন। বুধবারও ওই চা বাগানে কাজ হয়নি। বাগানে মোতায়েন ছিল পুলিশ। সকাল থেকেই কারখানার গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন শ্রমিকরা। উত্তেজনার মাত্রা আঁচ করে ম্যানেজার শ্যামল চক্রবর্তী এদিন অফিসে যাননি। তাঁর বাংলোর সামনে কড়া পুলিশি নজরদারি ছিল। বিকেলে হতাশ হয়ে ফিরে যান শ্রমিকরা। বৃহস্পতিবার আন্দোলনের তেজ বাড়িয়ে হাইওয়ে অবরোধ করতে পারেন শ্রমিকরা। এই ব্যাপারে মন্তব্য করতে চাননি বাগানের ম্যানেজার।

ডিমডিমার শ্রমিক মিনা কর্মকার বলেন, 'আমাদের মাত্র ৯ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়া হয়েছে। তার ওপর মজুরির টাকা দেওয়া হচ্ছে না। বোনাসের টাকায় পুজোর কেনাকাটা করব, না সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনব? কোনও মাসেই আমরা সময়মতো মজুরির টাকা পাচ্ছি না।' আরেক শ্রমিক কুমারেন গিদি বলছেন, 'সব জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। বোনাস হিসেবে টাকা পেয়েছি নামমাত্রই। তাতে পুজোর কেনাকাটা পুরোপুরি করতে পারিনি। এদিকে মজুরির টাকাও পাচ্ছি না। মজুরি দিতে প্রতিমাসে গড়িমসি করে মালিকপক্ষ। আমরা এর একটা বিহিত চাই।'

এদিন সকাল ১০টা নাগাদ ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ে অবরোধের প্রস্তুতি নেন শ্রমিকরা। খবর পেয়ে তৎপর হয় পুলিশ। ডিমডিমায় যান বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস। শ্রমিকদের অনুরোধ করে হাইওয়ে অবরোধ করা থেকে বিরত করেন তিনি। মহাসপ্তমীর দিন হাফবেলা কাজ করার পর বাগানে পুজোর ছুটি হত। কিন্তু মজুরি সংক্রান্ত সমস্যায় মঙ্গলবার থেকে বাগানে কাজকর্ম বন্ধ। বাগানের বিদ্যুৎকর্মী তথা পশ্চিমবঙ্গ চা মজদুর সমিতির সহ সভাপতি বীরেন্দ্র সিং বলেন,

এরপর আটের পাতায়

তাহাদের কথা

প্রতিবাদের অপরিচিত ধারার ভারে বিপন্ন শাসক

কল্লোল মজুমদার

৯ অগাস্টের একটা মৃত্যু। কারও কাছে তিলোত্তমা, কেউ বলেন অভয়া। ঘটনা যাই হয়ে থাকুক না কেন, এই মৃত্যুটা অনেক প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। এই একটি মৃত্যু চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে প্রশাসনের গলদ। দেখিয়ে দিয়েছে, রাজনৈতিক দলগুলি সবসময় শেষ কথা বলে না। দেখিয়ে দিয়েছে, গণ আন্দোলন প্লান করে দিতে পারে হেরিটেজ খ্যাত উৎসবের আনন্দকেও।

তিলোত্তমার বিচারের দাবিতে আন্দোলনটি কিছু নতুন নতুন শব্দের জন্ম দিয়েছে। থ্রেট কালচার, থ্রেট সিন্ডিকেট, স্বাস্থ্য সিন্ডিকেট, উত্তরবঙ্গ লবি ইত্যাদি ইত্যাদি। দুর্নীতি, ধর্ষণ কিংবা হত্যার মতো বিষয়গুলোর সঙ্গে মানুষের পরিচিতি থাকলেও লড়াইয়ের পরিসরে নতুন করে এইসব শব্দ ভিন্নমাত্রার পরিচিতি পেয়েছে।

আরজি কর মেডিকেলে তরুণী চিকিৎসকের নৃশংস হত্যার প্রতিবাদজনিত আন্দোলন অনেক দিক থেকে আলাদা। এই আন্দোলন এবং তাতে উঠে আসা বিভিন্ন স্লোগান গতানুগতিক রাজনৈতিক কর্মসূচির থেকে অনেক অভিনব এবং সৃজনশীল। ফলে তা সহজে ছড়িয়ে পড়ছে, মানুষকে আকর্ষণ করছে। পূর্বপরিকল্পিত পথে নয়,

এরপর আটের পাতায়

উৎসব থেকে কাজের রসদ খোঁজেন ওঁরা

অনিমেষ দত্ত

পুজোর গন্ধে ম-ম করছে গোটা বাংলা। সেই সুবাস ছড়িয়ে পড়েছে পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্সের চা বাগানগুলিতেও। তবে চা শ্রমিকদের মন খারাপ। এবার বোনাস কম মিলেছে।

দার্জিলিং যাওয়ার পথে সোনাদার কাছে রিংটং চা বাগান। সেখানে পাঁচ বছর ধরে কাজ করছেন রুবিনা রাই। কিছুদিন আগে তিনি ২০ শতাংশ বোনাসের দাবি জানাতে শিলিগুড়ি এসেছিলেন। বলেছিলেন, 'বাঙালিদের যেদিন দশমী, ওই সময়টায় আমাদের দশই।' কী হয় তখন? রুবিনার আবেগী উত্তর, 'চাল আর রং দিয়ে টিকা বানাই আমরা। ওটা আমাদের কাছে আশীর্বাদের মতো। পরিবারের ছোট-বড় সবার কপালে ওই টিকা পরানো হয়।'

নাগরাকাটার কাঁঠালধুরা চা বাগানের স্থায়ী শ্রমিক তেজকলী ওরাওঁ। স্বামী মারা গিয়েছেন। ১৮ বছর ধরে বাগানে কাজ করে একা হাতে সংসার সামলাচ্ছেন। পুজোয় গতবছর ১৯ শতাংশ বোনাস পেয়েছিলেন। এবছর ১৬ শতাংশ। তাই কিছুটা মন খারাপ। বোনাসের টাকা দিয়ে কী করবেন? তেজকলী বললেন, 'ছেলের অ্যাডমিশনের জন্যে ওই টাকা থেকে কিছুটা সরিয়ে রাখব। নতুন জামাকাপড় কিনব ছেলের জন্য।' আর নিজের জন্য? 'হ্যাঁ, কম দামি কিছু একটা কিনে নেব।'

মালবাজারের রাঙ্গামাটি বাগান ডুয়ার্সের বড় চা বাগিচাগুলির একটি। সেখানে দেখা গেল একদিকে মণ্ডপ তৈরির কাজ শেষ। অন্যদিকে, পাতা তোলার পর ওজনের জন্যে শ্রমিকদের জটলা। সকলেই মহিলা। তাঁদেরই একজন গৌরী পান্না বিঘা (অস্থায়ী) শ্রমিক। পুজোয় যা যা কিনবেন বলে ভেবে রেখেছিলেন, ১৬ শতাংশ বোনাসে তার সবটা কেনা সম্ভব হচ্ছে না এবার। 'আমাদের তো ছয়-সাত মাস কাজ। তাই বোনাস অনেক কম। মাত্র ২০০০ টাকায় উৎসব পালন করা যায় বলুন?' প্রশ্ন গৌরীর। তবে স্থায়ী শ্রমিকরা ঘরের ছোটদের জন্যে নতুন জামাকাপড় কিনবেন।

পাহাড়ের শ্রমিকরাও বোনাসের টাকা দিয়ে নতুন জামাকাপড় কেনেন। পাশাপাশি ঘরের সমস্ত কিছু যেন নতুন হয়, সেদিকটা খেয়াল রাখেন মূলত মহিলারাই। পাঙ্খাবাড়ির লংভিউ চা বাগানের শ্রমিক সংগীতা ছেত্রী বলছিলেন, 'পর্দা, টেবিল ক্লথ, বিছানার চাদর থেকে শুরু করে সমস্ত জিনিস বোনাসের টাকা দিয়ে কিনি। দশইতে পরিবারের লোকেরা আসেন। ছোটদের টিকা পরিয়ে হাতে ২০০-৫০০ টাকা আশীর্বাদস্বরূপ দেওয়া হয়। সঙ্গে ভালো খাওয়াদাওয়া।' তারপর হাসতে হাসতে, 'একটু মাংস, পানীয়ও চলে।'

উৎসবে মেতেছে পাহাড়ও।

দশইতে গান-বাজনার পাশাপাশি ঘরদোর আলো দিয়ে সাজাতে ভালোবাসেন মার্গারেট হোপ চা বাগানের শ্রমিক প্রভা তামাং। তিনি বলেন, 'গতবছর যা বোনাস পেয়েছিলাম তা দিয়ে দশই কাটিয়েছি।' কিন্তু এবছর? 'বাজেটে কিছু কাটছাঁট করতে হবে।'

কাটছাঁট হবে ডুয়ার্সেও। চালসায় মেটেলি বাগানের শ্রমিক মায়া মারান্ডি খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। তাই পুজোয় দিনগুলো ঠাকুর দেখতে যাওয়ার খুব একটা চল নেই তাঁর পরিবারে। বোনাসের বেশিরভাগটাই সঞ্চয় করেন ডিসেম্বরের জন্যে। মেটেলি বাজার থেকে সেসময় জামাকাপড় কেনেন।

এরপর আটের পাতায়

মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে অষ্টমীতে অঞ্জলি তিনবার

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৯ অক্টোবর : ভক্তদের সুবিধার জন্য এবার আর দু'বার নয়, তিনবার অঞ্জলি দেওয়া যাবে। কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী দেবীবাড়ি এবং মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে অষ্টমীতে তিনবার অঞ্জলি দিতে পারবেন ভক্তরা। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিবার তারা ভক্তদের জন্য দু'বার করে অঞ্জলির ব্যবস্থা করে। এবার তিনবার করার চিন্তাভাবনা চলছে। প্রয়োজনে সেটা আরও বাড়ানো হতে পারে। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সচিব কৃষ্ণগোপাল ধারা বলেন, 'আমরা পুলিশের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছি। এদিন পুলিশ সুপার সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা মন্দির পরিদর্শন করে গিয়েছেন। সেদিন মন্দিরে পর্যাপ্ত পুলিশের ব্যবস্থা থাকবে।'

বারোয়ারি প্রায় সমস্ত ক্লাবের পুজোতে এবার অষ্টমীর অঞ্জলি পড়েছে একেবারে কাকভোরে। ফলে ক্লাবগুলিতে অঞ্জলি দেওয়া নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন বাসিন্দাদের একটা বড় অংশ। এই অবস্থায় দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড নিয়ন্ত্রিত কোচবিহারের দেবীবাড়ি ও মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে অষ্টমীর অঞ্জলি শুরু হবে সকাল ৯টা ১০ মিনিট থেকে। ১২টা ৭ মিনিট পর্যন্ত অঞ্জলি দেওয়া যাবে। যে কারণে বাসিন্দাদের অনেকে এবার স্থানীয় ক্লাব ছেড়ে মদনমোহন ঠাকুরবাড়ি এবং দেবীবাড়িতে অঞ্জলি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই বিষয়ে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে ইতিমধ্যে অনেকে খোঁজখবরও নিয়েছেন।

কিন্তু বারোয়ারি পুজোর অঞ্জলি কাকভোরে হলেও দেবীবাড়ি এবং মদনমোহনবাড়ির অঞ্জলি কী করে এত দেরিতে হচ্ছে? দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের রাজপুরোহিত হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কথায়, 'আমাদের পুজো হয় বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে। কিন্তু ক্লাবগুলির পুজো হয় সাধারণত প্যারীমোহন বাগচীর মতে। সেই কারণেই অঞ্জলির সময়ের এত পার্থক্য।' তবে শুধু দেবীবাড়ি, মদনমোহনবাড়িই নয়, রামকৃষ্ণ মঠের পুজোও বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে হচ্ছে বলে মঠ সূত্রে জানা গিয়েছে। মঠে অষ্টমীর অঞ্জলি শুরু হবে সকাল ১০টা থেকে এবং দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে। সবটা জানিয়ে মঠের বাইরে তারা ফ্লেক্সও লাগিয়ে দিয়েছে।

কোচবিহারের বাসিন্দা রুমা সেনগুপ্ত বলেন, 'ক্লাবে অঞ্জলি ভোরের দিকে হবে, শুনতে পেয়ে মন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিলাম, এবার আর আমার পক্ষে অঞ্জলি দেওয়া হবে না। কিন্তু মদনমোহন মন্দিরের অঞ্জলির সময় দেখে স্বস্তি পেয়েছি। তাই ঠিক করেছি, এবার মদনমোহন মন্দিরে অঞ্জলি দেব।'

কোচবিহার মদনমোহন ঠাকুরবাড়ির প্রতিমা। ছবি : ভাস্কর সেহানবিশ

অঞ্জলি সূচি

- দেবীবাড়ি ও মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে অষ্টমীর অঞ্জলি সকাল ৯টা ১০ মিনিট থেকে ১২টা ৭ মিনিট পর্যন্ত
- রামকৃষ্ণ মঠে অষ্টমীর অঞ্জলি শুরু হবে সকাল ১০টা থেকে এবং দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে
- দুই জায়গাতেই বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে পুজো হওয়ায় অন্যান্য ক্লাবের থেকে সময়ের এত পার্থক্য

ভাটপাড়ার পুজোয় শামিল বনছায়া

সমীর দাস

কালচিনি, ৯ অক্টোবর : এক বছর আগেও পাশের চা বাগান চিনচুলা বাগানের দুর্গাপুজোতে শামিল হতেন গাঙ্গুটিয়া বনবস্তির বাসিন্দারা। তবে এখন তাঁরা পুনর্বাসিত হয়ে চলে এসেছেন চিনচুলা চা বাগান থেকে অনেকটা দূরে ভাটপাড়া চা বাগান সংলগ্ন বনছায়া বস্তিতে। এখনও ভাটপাড়া বাগানের শ্রমিক ও বাসিন্দাদের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি বনছায়াবস্তির বাসিন্দাদের। এবছর নতুন ওই বস্তিতে পুজো হচ্ছে না। তবে ভাটপাড়া বাগানের পুজোয় শামিল হতে চান বনছায়ার বাসিন্দারা।

নতুন প্রতিবেশীদের মধ্যে এবছর মেলবন্ধন হবে বলে মনে করছেন ভাটপাড়া চা বাগানের পুজোর আয়োজকরা। নতুন এলাকায় দুর্গাপুজোয় শামিল হতে মুখিয়ে রয়েছেন বনছায়ার বাসিন্দারাও। বনছায়াবস্তির বাসিন্দা মণি লামার সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, তাঁদের পুরোনো গ্রাম গাঙ্গুটিয়া বনবস্তিতে দুর্গাপুজোর আয়োজন হত না। বনবস্তি ছেড়ে আসা পর্যন্ত সেখানে ঘটা করে একমাত্র সরস্বতীপুজো হত। তবে গ্রাম থেকে খুব কাছে কালচিনি ব্লকের চিনচুলা চা বাগান ছিল। কচিকাঁচা থেকে শুরু করে সব বয়সের মানুষ সেই বাগানের পুজোয় শামিল হতেন। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে রাজ্য সরকারের তরফে তাঁদের বনছায়া বস্তিতে পুনর্বাসন দেওয়া হয়। নতুন বস্তিতে এখনও অনেকে বাড়ি বানাচ্ছেন। অনেকে থিতু হতে পারেননি। সেজন্য পুজোর আয়োজনও করা যায়নি। আবার চিনচুলা বাগানে গিয়ে অনেকের পক্ষেই পুজোয় শামিল হওয়া সম্ভব নয়। তাই এখন থেকে ভাটপাড়া চা বাগানের পুজোয় তাঁরা শামিল হবেন।

এদিকে, নতুন প্রতিবেশীদের পুজোয় স্বাগত জানাতে প্রস্তুত ভাটপাড়া চা বাগানের পুজো উদ্যোক্তারা। ভাটপাড়া চা বাগানের দুটি ডিভিশন মিলে মোট ৬টি পুজো হয়। ভাটপাড়া বি ডিভিশনে হয় ৪টি পুজো। আচ্ছাপাড়া ডিভিশনে হয় আরও দুটি পুজো। বাসা লাইন, নিউ লাইন, খাপড়া লাইন, ট্যাংকি লাইন, চৌপথি লাইনে পুজোর আয়োজন চলছে। এরমধ্যে সবচেয়ে পুরোনো পুজো ট্যাংকি লাইনের স্থায়ী শিব মন্দিরের দুর্গাপুজো।

ওই পুজোর উদ্যোক্তা সন্তোষ গুরুংয়ের কথায়, 'শ্রমিকদের দেওয়া চাঁদায় প্রতিটি পুজোর আয়োজন হচ্ছে। তাঁরা নিজেদের ইচ্ছেমতো মতো যা চাঁদা দেন তাতেই পুজোর আয়োজন করা হয়। এবছর বনছায়াবস্তির বাসিন্দারা পুজোয় শামিল হবেন। তাঁদের আমরা স্বাগত জানাব।'

নতুন ওই বস্তিতে পুনর্বাসিত হয়েছেন কুমারগ্রাম ব্লকের ভুটিয়া বনবস্তির বেশ কিছু বাসিন্দা। তাঁদের মধ্যে সুরজমন লামা বলেন, 'নতুন বস্তিতে এলেও পুজোর আনন্দে ভাটা পড়বে না। ভাটপাড়া চা বাগানের পুজোয় পরিবার নিয়ে আমরা শামিল হব।'

সবমিলিয়ে দুর্গাপুজোর মাধ্যমে একে অপরের মধ্যে অটুট সম্পর্ক গড়ে উঠবে বলেই আশা করছেন ভাটপাড়া ও বনছায়া বস্তির বাসিন্দারা।

বিক্রয়

কোচবিহার বিমানবন্দর সংলগ্ন বারুইপাড়ায় 44 কাঠা জমি একলপ্তে বিক্রি হবে। যোগাযোগ : 9564634200.

CINEMA সিনেমা

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৫০৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৫৪০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭১৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৮৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৮৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

সংশোধনী নং. ৬

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৭২/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখঃ ১০-০৭-২০২৪-এর অধীনে প্রকাশিত ই-টেন্ডার নং. ২৩-এপি-II-২০২৪-এর মধ্যে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে পড়ুনঃ টেন্ডার বন্ধ হবেঃ- ০৮-১০-২০২৪-এর ১৩.০০ ঘণ্টার পরিবর্তে ২৫-১০-২০২৪-এর ১৩.০০ ঘণ্টা, টেন্ডার খুলবেঃ- ০৮-১০-২০২৪-এর পরিবর্তে ২৫-১০-২০২৪। টেন্ডারের অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলি একই থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

তিনসুকিয়া ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : টিএসকে/ইলেক্ট/১৬৫, তারিখ : ০৮-১০-২০২৪, নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। ক্রম. নং.: ০১; টেন্ডার নং: এলডি-টি-১৪-টিএসকে-৮৮০, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : সিগন্যালিং সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতা এবং উন্নতির জন্য আরআরআই থেকে ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং পর্যন্ত ডিব্রুগড় স্টেশনের উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত বিদ্যুতের কাজ। টেন্ডার মূল্য : ১৮,৫৫,৯৪২/- টাকা; বায়না মূল্য : ৩৭,১০০/- টাকা; ক্রম. নং.: ০২; টেন্ডার নং: এলডি-টি-১৪-টিএসকে-৮৮১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : তিনসুকিয়া ডিভিশন:- ডিব্রুগড় টাউন এবং নিউ তিনসুকিয়ার রেলওয়ে হাসপাতালের উন্নতির জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্য : ১০,২৩,৩৬৪/- টাকা; বায়না মূল্য : ২০,৫০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খোলা ৩০-১০-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ৩০-১০-২০২৪ তারিখে ১৩:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ইলেক্ট), তিনসুকিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিভিন্ন নির্মাতার ও ক্ষমতার সিএলএস প্যানেলের মেরামতি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ইএল/২৯/১৪_২০২৪/কে/৮০৮, তারিখঃ ০৭-১০-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে টেন্ডার নং.: ১৪_২০২৪, কাজের নাম : কাটিহার ডিভিশনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নির্মাতার ও ক্ষমতার সিএলএস প্যানেলের মেরামতি। টেন্ডার মূল্যঃ ৮,৪০,৭৮৮.০০ টাকা; বায়নার অর্থঃ ১৬,৯০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ৩০-১০-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ৩০-১০-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ৩০-১০-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচডি./কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আগরতলা-আনন্দ বিহার (টি)-আগরতলা তেজস রাজধানী এক্সপ্রেস সাহেবগঞ্জ স্টেশনে পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে থামবে

যাত্রীদের সুবিধার জন্য, ২০৫০১/২০৫০২ আগরতলা-আনন্দ বিহার (টি)-আগরতলা তেজস রাজধানী এক্সপ্রেস মালদা ডিভিশনের সাহেবগঞ্জ স্টেশনে পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে থামবে। সাহেবগঞ্জের সময়সূচী নিম্নরূপ :

ট্রেন নম্বর ও নাম	সাহেবগঞ্জের সময়সূচী		সাহেবগঞ্জে স্টপেজ যে দিন থেকে কার্যকর
	পৌঁছবে	ছাড়বে	
২০৫০১ আগরতলা-আনন্দ বিহার (টি) তেজস রাজধানী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪.১০.২০২৪ থেকে কার্যকর)	১৭.০১ ঘঃ	১৭.০৩ ঘঃ	১৫.১০.২০২৪
২০৫০২ আনন্দ বিহার (টি)-আগরতলা তেজস রাজধানী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৯.১০.২০২৪ থেকে কার্যকর)	১৩.৫৬ ঘঃ	১৩.৫৮ ঘঃ	১০.১০.২০২৪

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

সেনাদল সম্পর্কীয় বেঙ্গডুবি মিল স্টেশনের একটি দোকান বণ্টনের জন্য আমন্ত্রণ প্রস্তাবের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত করা হয়েছে।

১. বেঙ্গডুবি মিল স্টেশনের বিভিন্ন প্রকার দোকান বণ্টনের উদ্দেশ্যে তিন বছরের এবং কর্মক্ষমতার উপর নির্ভর করে ২ বছরের অতিরিক্ত সময়ের হিসেবে ইজারা দেওয়ার জন্য প্রাক্তন কর্মচারী/যুদ্ধে প্রয়াত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী/প্রাক্তন কর্মচারীদের বিধবা স্ত্রীদের আহ্বান করা হয়েছে নামমুদ্রাঙ্কিত আবেদনপত্র/প্রস্তাবপত্রের দ্বারা। দোকানগুলি বণ্টন করা হবে সবচেয়ে বেশি দরদাতাদের কাছে। শুধুমাত্র যুদ্ধে মৃত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী/কর্মরত অবস্থায় নিরাপত্তায় কর্মরত মৃত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী/বিকলাঙ্গ সৈন্য/প্রাক্তন কর্মচারী এবং তাদের স্ত্রী/প্রাক্তন কর্মচারীদের বিধবা স্ত্রী এই দোকানগুলি বণ্টনের যোগ্য আবেদনকারী হিসাবে নির্বাচিত হবে।

২. সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ নথিপত্র এবং নিলাম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২১শে অক্টোবর ২০২৪।

৩. নিম্নে উল্লেখিত দোকানগুলির বিশদ বিবরণ :-

ক. বাড়িতে ব্যবহৃত কার্যসাধনোপযোগী বস্তুর এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের দোকান।
খ. মিষ্টির দোকান গ. দর্জির দোকান ঘ. মুদিখানার দোকান
ঙ. হস্তশিল্পের দোকান চ. বৈদ্যুতিক দোকান ছ. বইপত্র এবং স্টেশনারির দোকান
জ. সৈন্যদের জন্য সাধারণ সামগ্রীর দোকান ঝ. মহিলাদের জন্য দর্জির দোকান
ঞ. ফাস্টফুডের দোকান (০২ x দোকান)
ট. ছবি তোলার সঙ্গে মোবাইল এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের দোকান ঠ. সেলুন

৪. আবেদনকারীদের যোগ্যতার শর্তাবলি এবং সহায়তাকারী নথিপত্র, অগ্রিম অর্থমূল্য এবং অন্যান্য ছাড় দেওয়া অর্থমূল্যের বর্ণনা, ভাড়া এবং এর স্বজাতীয় চার্জের সমস্ত বিশদ তথ্য বেঙ্গডুবি স্টেশন সেলে যে কোনও কার্যরত দিনে ০৮৩০ থেকে ১৪০০ ঘটিকার মধ্যে গ্রহণ করা যাবে ১৯শে অক্টোবর ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত। আরও স্পষ্টতার জন্য মোবাইল নং-৭৫০১১৮৫৮১০তে যোগাযোগ করুন।

আজ টিভিতে

প্রেমের কাহিনী দুপুর ১টায় কালার্স বাংলা সিনেমায়

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রান্নাঘর, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন

আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ মা দুগ্গার বাহন কথা, দুপুর ১.০০ মর্জিনা আবদুল্লা, বিকেল ৩.৫৫ পরিণাম, সন্ধ্যা ৬.৫৫ পুত্রবধূ, রাত ৯.১০ গানে গানে পুজো, রাত ১১.৩০ সুবর্ণলতা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ টোটাল দাদাগিরি, দুপুর ১.০০ প্রেমের কাহিনী, বিকেল ৪.০০ নায়ক – দ্য রিয়েল হিরো, সন্ধ্যা ৭.০০ মহাগুরু, রাত ১০.০০ প্রেম আমার

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ মহাপীঠ তারাপীঠ, দুপুর ১.৩০ দেবী, বিকেল ৫.০০ মন মানে না, রাত ৮.০০ অনুসন্ধান, রাত ১১.০৫ টাইগার

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সেজ বউ

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সুখের আশা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ প্রেম প্রীতি ভালোবাসা

অনুসন্ধান রাত ৮টায় জলসা মুভিজে

জিরো দুপুর ২.৫৪ মিনিটে অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডিতে

কহো না প্যায়ার হ্যায় বিকেল ৪.১৮ মিনিটে অ্যান্ড পিকচার্স এইচডিতে

দেবদাস বিকেল ৩.০৮ মিনিটে জি ক্লাসিকে

ঢোল বাজিয়ে উৎসবে আয়

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৯ অক্টোবর : অল্প বয়সে পোলিওতে আক্রান্ত হন। সেকারণে খুঁইয়েছিলেন চলার ক্ষমতা। কখনও লটারির ব্যবসা, কখনও আবার ট্রাইসাইকেলে জিনিসপত্র নিয়ে বিক্রি করে কোনওমতে দিনগুজরান। এরপর এলাকার খুদেদের নিয়ে একটি দল গড়েন। পুজোর কয়েকটা দিন এই দল নিয়ে চলে আসেন শহর শিলিগুড়িতে। ভিড়ে ঠাসা শহরে দলের সঙ্গে হইহই করে ঢোলক বাজিয়ে পুজোর কয়েকটা দিন সামান্য আয় হয় কারু মুর্মুর।

কিশনগঞ্জ জেলার খোলাবস্তির বাসিন্দা কারুর সঙ্গে গত তিন বছর ধরে একটা অন্যরকম সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছে শহর শিলিগুড়ির। পুজোয় দলবল নিয়ে শহরে এসে গানবাজনা করে হাতে যতটুকু পান, তা নিয়ে ফের খোলাবস্তিতে ফেরেন। বুধবার ষষ্ঠীর দিন হিলকার্ট রোড ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলেন কারু। সঙ্গে দলের তরুণতুর্কি সূর্য বাসকি, গৌতম মুর্মু, রাজ হেমব্রমরা। বাজনার প্রতি ভালোবাসাটা কীভাবে গড়ে উঠল? কারু বললেন, 'ছোটবেলা থেকেই ঢোলকের প্রতি আমার বিশাল টান। আমার গ্রামে বাজনার চর্চা হয়। সেখানেই আমার ঢোলক শেখা। তা বাজিয়েই জীবনের নতুন স্বাদ পাই।'

কারুর কথায়, 'কোনওমতে সংসার চালাই। তার মধ্যে দিয়েই যতটা পারা যায়, আমাদের চলতে হয়।' তবে ঢোলকের প্রতি তাঁর যে নেশা, তা অন্যমাত্রায়। বলছিলেন, 'নেশার চোটেই বছর তিনেক হল গ্রামের ছেলেদের নিয়ে একটা টিম তৈরি করেছি। তাদের নিয়ে শিলিগুড়িতে চলে আসি। পুজোয় এখান থেকে যা আয় হবে, তা দিয়েই গ্রামে আনন্দ করব।' প্রতিবছর চতুর্থীতে শহরে আসেন কারু এবং তাঁর দল। তারপর দশমীর আগে ফিরে যান। কারুর সঙ্গে তিন বছর ধরে শিলিগুড়িতে আসছে সূর্য, গৌতম। তারা একসুরে জানাল, শিলিগুড়িতে যা আয় হয়, গ্রামে ফিরে আনন্দ করার জন্য তা যথেষ্ট। কারু বললেন, 'শিলিগুড়ির মানুষও আমাদের সঙ্গে বাজনার তালে তালে একটুআধটু আনন্দ করে নেন।'

এদিন হিলকার্ট রোডে কারুর দলের বাজনা উপভোগ করছিলেন অনীক দাস। তিনি বললেন, 'আসলে দুর্গাপুজোয় শহরে বিভিন্ন সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটে। এটাই তো পুজোর বিশেষত্ব।' পুজোর কটাদিন কারুর দলের ঠিকানা তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস।

বুনোদের জন্য ভয়ে ভয়ে বনদুর্গার পুজো

বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চলের ভেতর বনদুর্গার মন্দির। -সংবাদচিত্র

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৯ অক্টোবর : পৌষের মাঘীপূর্ণিমায় বনদুর্গার বাৎসরিক পুজো হয় ঠিকই, কিন্তু দুর্গাপুজোর ষষ্ঠীর সকালে হাতির ভয়ে ফাড়াবাড়ির গহিন জঙ্গলের ভেতর বনদুর্গার মন্দিরে সাহস করে ধূপ ও প্রদীপ জ্বালিয়ে আসা হল না ট্যাপড়ামণি বর্মনের। অন্যদিকে, ফাড়াবাড়ির বনকর্মীদের থেকে আগাম হাতির খবর নিয়ে বাইকে চেপে বনদুর্গার মন্দিরে গিয়ে ধূপ জ্বালিয়ে এলেন সুকমল সাহা ও বৃন্দাবন রায়।

শুধু বাৎসরিক পুজোর সময় নয়, প্রতি মাসে এমনকি দুর্গাপুজোর এই চারদিন বনদুর্গার মন্দিরে পুজো দেওয়ার জন্য বনকর্মীদের নজরদারির পাশাপাশি নিরাপত্তা রাখা প্রয়োজন বলে শ্রীশ্রী বনদুর্গা পুজো কমিটির সম্পাদক রাজু সাহা জানিয়েছেন।

যদিও বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের এডিএফও রাজীব লামা বলেন, 'বাৎসরিক পুজোয় বন দপ্তর ভক্তদের নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখে থাকে। কিন্তু দুর্গাপুজোর সময় আগে থেকে জানিয়ে রাখলে আমরা অবশ্যই সহযোগিতা করব। ওপরমহলে জানানো হয়েছে।'

গত কয়েকদিন ধরেই বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চলে হাতির পাল ঘোরাফেরা করছে। সোমবার একটি হাতিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। হাতির আতঙ্ক থাকলেও ঝুঁকি নিয়েই ষষ্ঠী থেকে ডাবগ্রাম রেঞ্জের ফাড়াবাড়ি ফরেস্ট বিটের জঙ্গলে দেবী চৌধুরানি ও ভবানী পাঠকের আখড়ায় বনদুর্গার মন্দিরে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন অনেকেই। তবে স্থানীয় সুরেশ মণ্ডল ও জানকী রায় জানিয়েছেন, তাঁরা বনকর্মীদের সাহায্য নিয়েই মন্দিরে ধূপধুনো দিতে যাবেন।

এ ব্যাপারে ডাবগ্রাম ফরেস্ট রেঞ্জের সদ্য বদলি হওয়া রেঞ্জ অফিসার শ্যামাপ্রসাদ চাকলাদারের কথায়, 'বনদুর্গার মন্দিরকে ট্যুরিজম সার্কিট করতে আমি নিজে হেরিটেজ কমিশনের কাছে লিখিত সুপারিশ করেছিলাম। তাছাড়া নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পৌষের বাৎসরিক পুজোর বাইরেও অন্য সময় বনকর্মীদের জানালে আমরা মানুষের পাশে থাকি।'

তবে স্থানীয় বাসিন্দা মলিন রায় বললেন, 'ষষ্ঠীর দিন বনকর্মীরা খবর দেন হাতির পাল নেই। সেই ভরসায় মন্দিরে গিয়েছি। কিন্তু ভক্তদের সঙ্গে বনকর্মীদের থাকা উচিত বলে মনে হয়।'

উত্তরবঙ্গের বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চলে বনদুর্গার পুজো হবে না তা কী করে হয়! গহীন জঙ্গলের ভেতর দেবী চৌধুরানি ও ভবানী পাঠকের সুরক্ষিত গোপন আস্তানায় আজও দেবী চৌধুরানিকে বনদুর্গা রূপেই পুজো করা হয়। জনশ্রুতি আছে, বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চলে বাঘ-হাতির উপদ্রব থেকে রক্ষা পেতেই দেবী দুর্গাকে বনদুর্গা রূপে পুজো করেন স্থানীয় মানুষ। এই দেবী দুর্গা হলেন ইংরেজ শাসকদের অত্যাচার থেকে রক্ষাকারী দেবী চৌধুরানি।

জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের গজলডোবা ব্যারেজের রাস্তা দিয়ে শিমলাডাঙ্গির সেতু ধরে যেতে হবে একেবারে নির্জন, নিঝুম বনদুর্গার পুজোস্থলে। তাছাড়া আমবাড়ি-ফালাকাটা হয়ে চেউলিবাড়ি হাট ছুঁয়েও গজলডোবা ব্যারেজের রাস্তা ধরে শিমুলগুড়ি সেতু হয়ে যাওয়া যেতে পারে। পাঁচ কিমি গহন জঙ্গল পড়বে ডাবগ্রাম রেঞ্জের ফাড়াবাড়ি ফরেস্ট বিটের অধীনে। দু'ধারে জঙ্গলের মাঝে সরু কাঁচা রাস্তা ধরে বাইকে যেতে হয়। একটু অসতর্ক হলেই রাস্তার দু'পাশের গাছের ডালের খোঁচা খেতে হবে। তবে এলাকাটি প্রধানত বুনো হাতির চলাচলের মুক্তাঞ্চল হিসেবেও পরিচিত।

সরকারি জমির রেকর্ডে যেখানে বনদুর্গার পুজোস্থল রয়েছে সেটির নাম 'দিল্লিভটা চাঁদের খাল'। প্রাবন্ধিক উমেশ শর্মা জানিয়েছেন, বৈকুণ্ঠপুর রাজ স্টেটের নথিতে এই জায়গাটি দেবী চৌধুরানির আখড়া হিসেবেই পরিচিত। কিন্তু ভবানী পাঠক ছিলেন দিল্লি লাগোয়া উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। সেই কারণে জায়গাটি ভিনরাজ্যের নামের সঙ্গে স্মরণাতীত কাল থেকে পরিচিত হয়ে আসছে।

প্রাবন্ধিক উমেশ শর্মার ধারণা, বনদুর্গা দশভুজা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু শিবের মূর্তির নেপথ্যে ভবানী পাঠককেই বোঝায়। বনদুর্গা আসলে দেবী চৌধুরানি হতে পারেন। অন্যদিকে, জঙ্গলের এই এলাকায় অনেক আগেই যে পুজো হত, ভক্তদের বন্যপ্রাণীর উপদ্রব থেকে বাঁচাতে বনকর্মীরাই ছিলেন এবং এখনও আছেন রক্ষাকর্তা হিসেবে। তাই বনদুর্গার সঙ্গে বনকর্মীর পুজোও করা হয়।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আজ চেনা পরিচিত কোনো ব্যক্তির দ্বারা প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। কাউকে বিশ্বাস করতে যাবেন না। বৃষ : বিভিন্ন কারণে সাংসারিক অশান্তি হতে পারে। চাকুরিক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা। স্ত্রীকে অহেতুক ভুল বুঝবেন। মিথুন : অন্যের ভুল ধরতে গিয়ে বিপত্তিতে পড়বেন। ভ্রমণের সিদ্ধান্ত সফল। নতুন জমি ক্রয়ে সুযোগ আসবে। কর্কট : বিদ্যুৎ থেকে সাবধান থাকুন। কোনো পুরোনো বন্ধুকে আজ খুঁজে পেয়ে আনন্দ। ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে। সিংহ : মানসিক দৃঢ়তা আজ আপনাকে জয়ী করবে। চিকিৎসকদের বিদেশে যাওয়ার ইচ্ছাপূরণ হবে। কন্যা : বিনিয়োগ করতে হলে সতর্ক থাকবেন। নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা সফল হবে। স্বাস্থ্যভাব শুভ। তুলা : বহুদিনের কোনো স্বপ্ন আজ সফল হবে। কাজে উদ্যম বৃদ্ধি পাবে। মায়ের রোগমুক্তি। বৃশ্চিক : সংসারে আনন্দানুষ্ঠান। সন্তানের মেধার বিকাশ লক্ষ করে খুশি। কর্মক্ষেত্রে জটিলতার সম্মুখীন। ধনু : ঋণ নিতে হতে পারে। দাম্পত্যে সমস্যা তৈরি হবে। পাওনা আদায় হবে। মকর : সামান্য আর্থিক সমস্যা আসতে পারে। চাকুরিতে উন্নতির সংবাদ পাবেন। বাকসংযমের অভাবে সমস্যা। কুম্ভ : পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের নিষ্পত্তি হতে পারে। পেটের ব্যথায় দুর্ভোগ। মীন : সামান্য মতবিরোধ এড়িয়ে চলাই ঠিক হবে। কর্মক্ষেত্রের কারণে দূরস্থানে যেতে হতে পারে। স্বাস্থ্যভাব মধ্যম।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২৩ আশ্বিন ১৪৩১, ভাঃ ১৮ আশ্বিন, ১০ অক্টোবর ২০২৪, ২৩ আহিন, সংবৎ ৭ আশ্বিন সুদি, ৬ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৫, অঃ ৫।১৪। বৃহস্পতিবার, সপ্তমী দিবা ৭।২৫। পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ১।৫১। অতিগণ্ডযোগ রাত্রি ২।২। বণিজকরণ দিবা ৭।২৫ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ৭।৬ গতে ববকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, রাত্রি ১।৫১ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা। মৃতে-একপাদদোষ, দিবা ৭।২৫ গতে দোষ নাই, রাত্রি ১। ৫১ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- বায়ুকোণে, দিবা ৭।২৫ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ২।১৯ গতে ৫।১৪ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।২৫ গতে ১২।৫৭ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম দক্ষিণে বায়ুকোণে ও নৈর্ঋতে নিষেধ, দিবা ৭।২৫ গতে যাত্রা নাই, রাত্রি ৫।৫৪ গতে পুণঃ যাত্রা মধ্যম মাত্র দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৩।১২ গতে ঈশানে বায়ুকোণেও নিষেধ। শুভকর্ম- দীক্ষা, দিবা ৭।২৫ মধ্যে পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন জলাশয়ারম্ভ বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন কুমারীনাসিকাবেধ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ৭।২৫ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাদেবীর নবপত্রিকা প্রবেশ। দেবীর দোলায় আগমন। ফল- মড়ক। অমৃতযোগ- দিবা ৭।১৫ মধ্যে ও ১।১২ গতে ২। ৪১ মধ্যে এবং রাত্রি ৫। ৪৬ গতে ৯। ১২ মধ্যে ও ১১। ৪৬ গতে ৩। ১২ মধ্যে ও ৪। ৩ গতে ৫। ৩৫ মধ্যে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

নং. সিওএম/পে অ্যান্ড ইউজ/এমএলডিটি/এমআইএসসি./২০২৪, তারিখ : ০৮.১০.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিভিসন, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর - ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন - ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (নিলাম পরিচালনকারী আধিকারিক) কর্তৃক মালদা ডিভিসনে মালদা টাউন (এমএলডিটি), তিনপাহাড় (টিপিএইচ) এবং জামালপুর (জেএমপি) রেলওয়ে স্টেশনে সুলভ শৌচালয় পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এ ই-অকশন ক্যাটালগ-এ লট-এর প্রকাশ করা হয়েছে। (ক) অকশন ক্যাটালগ নং : পে ইউজ-২৪-১১; নিলাম শুরু : ১৬.১০.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিট; ক্র. নং. ১ লট নং : পিএনইউ-এমএলডিটি-টিপিএইচ-টিওআই-১৮-২২-২, স্টেশন : তিনপাহাড়; ক্র. নং. ২ লট নং : পিএনইউ-এমএলডিটি-এমএলডিটি- টিওআই-২৫-২২-২, স্টেশন : মালদা টাউন। (খ) অকশন ক্যাটালগ নং : পে ইউজ-জেএমপি-১০; নিলাম শুরু : ২৫.১০.২০২৪ তারিখ সকাল ১০টা; লট নং : পিএনইউ-এমএলডিটি-জেএমপি-টিওআই-১৩-২২-১; স্টেশন : জামালপুর। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদের আরও বিশদের জন্য আইআরইপিএস পোর্টালে ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-111/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

অপ্রত্যাশিত : রাহুল

কমিশনে নালিশ কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : হরিয়ানার হার হজম করতে নারাজ কংগ্রেস। বুধবার নির্বাচন কমিশনে গিয়ে কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধিদল জাঠভূমের একাধিক বুথের ইভিএম নিয়ে অভিযোগ দায়ের করে আসে। ওই প্রতিনিধিদলে ছিলেন কেসি বেণুগোপাল, জয়রাম রমেশ, ভূপিন্দর সিং হুডা প্রমুখ। তাঁদের অভিযোগ, একাধিক আসনে ভোট গণনা প্রক্রিয়ায় অসংগতির ঘটনা সামনে এসেছে।

এদিন সকালে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এক্স হ্যান্ডেলে রাহুল এদিন লেখেন, 'আমরা হরিয়ানার অপ্রত্যাশিত ফলাফলের বিশ্লেষণ করছি। একাধিক বিধানসভা কেন্দ্র থেকে যে সমস্ত অভিযোগ আসছে সেগুলি নির্বাচন কমিশনের কাছে তুলে ধরব।' মঙ্গলবার কংগ্রেস কমিশনে অভিযোগ জানালেও তা খারিজ করে দেয়। মল্লিকার্জুন খাড়গেকে কমিশন বুধবার একটি চিঠি দিয়েছে। তারা বলেছে, 'দেশের মহান গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যে এমন ধরনের কথা কখনও শোনা যায়নি।'

তবে জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভা ভোটে ইন্ডিয়া জোটের জয়কে সংবিধান এবং গণতান্ত্রিক স্বাভিমানের জয় বলে জানিয়েছেন রাহুল। এদিকে হরিয়ানায় হারের পর রাজ্য বিজেপির তরফে বিরোধী দলনেতার কাছে জিলিপি পাঠানো হয়েছে। কংগ্রেসের সদরদপ্তরে ওই জিলিপি পাঠানো হয়েছে।

রেপো রেট অপরিবর্তিত

মুম্বই, ৯ অক্টোবর : ফের অপরিবর্তিত রইল রেপো রেট। এই নিয়ে টানা ১০ বার। মানিটারি পলিসি কমিটির বৈঠক শেষে এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর শক্তিকান্ত দাস।

পরিবর্তন না হওয়ায় রেপো রেট ৬.৫ শতাংশই রইল। অন্যদিকে রিভার্স রেপো রেট অপরিবর্তিত রইল ৩.৩৫ শতাংশে। কোনও পরিবর্তন হয়নি স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফেসিলিটি (৬.২৫ শতাংশ) এবং মার্জিনাল স্ট্যান্ডিং ফেসিলিটিতে (৬.৭৫ শতাংশ)। এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়েছে, এই অর্থবর্ষে মুদ্রাস্ফীতি ৪.৫ শতাংশ থাকতে পারে। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে এই হার হতে পারে ৪.১ শতাংশ। চলতি অর্থবর্ষে জিডিপি বৃদ্ধির হার ৭.২ শতাংশ।

রসায়নে নোবেল তিন বিজ্ঞানীকে

স্টকহোম, ৯ অক্টোবর : চলতি বছর রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেলেন ডেভিড বেকার, ডেমিস হাসাবিস এবং জন জাম্পার। বেকার যুক্তরাষ্ট্র এবং হাসাবিস ও জাম্পার ব্রিটেনের নাগরিক। বুধবার সুইডেনের রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস ২০২৪ সালের নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করে জানিয়েছে, ডেভিড বেকারকে 'কম্পিউটেশনাল প্রোটিন ডিজাইন'-এর জন্য এবং ডেমিস হাসাবিস ও জন জাম্পারকে যৌথভাবে 'প্রোটিন স্ট্রাকচার প্রেডিকশন'-এর জন্য রসায়নে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। বেকার আমেরিকার সিয়াটলের ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনের অধ্যাপক। অন্যদিকে হাসাবিস এবং জাম্পার গুগলের ডিপমাইন্ড প্রকল্পে কাজ করছেন।

মহাষষ্ঠীতে ধর্মতলাজুড়ে ডাক্তারদের অভয়া পরিক্রমা। পা মেলালেন সাধারণ মানুষ। ছবি : আবির চৌধুরী

'ঔদ্ধত্যের মাশুল দিয়েছে কংগ্রেস'

হরিয়ানায় হারের পর বাড়ছে শরিকি তোপ

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : হরিয়ানায় ভরাডুবি হতেই শরিকি তোপে পড়ল কংগ্রেস। তৃণমূল, শিবসেনা (ইউবিটি), আপের মতো ইন্ডিয়া জোটের শরিক দলগুলি হারের জন্য হাতশিবিরের ঔদ্ধত্য এবং অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসকেই কাঠগড়ায় তুলেছে। যদিও জম্মু ও কাশ্মীরে কংগ্রেসের জোট শরিক ন্যাশনাল কনফারেন্স হরিয়ানায় হারের জন্য শুধুমাত্র কংগ্রেসকে কাঠগড়ায় তুলতে নারাজ। কেন এমন ফলাফল হল তার জন্য কংগ্রেসকে আত্মসমালোচনায় বসার পরামর্শ দিয়েছে সিপিএমও। এই অবস্থায় দিল্লিতে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে আপ। অন্যদিকে উত্তরপ্রদেশে আসন্ন ৬টি বিধানসভা উপনির্বাচনে একতরফাভাবে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে দিয়েছে সপা।

কংগ্রেসের উদ্ধত আচরণের সমালোচনা করেছে ইন্ডিয়া শরিক তৃণমূল। দলের রাজ্যসভার সাংসদ সাকেত গোখলে কংগ্রেসের নাম না করে এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'ঔদ্ধত্য, কোনওকিছুকে নিজেদের দখলীকৃত বলে ভাবা এবং আঞ্চলিক দলগুলিকে নীচু নজরে দেখা পতনের মূল কারণ। এর থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত।' এই ধরনের আচরণে নির্বাচনি বিপর্যয় আসে বলেও জানিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ।

অন্যদিকে কংগ্রেসকে বিঁধে উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা (ইউবিটি)-র মুখপত্র 'সামনা'র সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, 'হরিয়ানায় কোনও ইন্ডিয়া জোট হয়নি। কংগ্রেস নেতারা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে ভুগছিলেন। সপা কিংবা আপের সঙ্গে অনায়াসে জোট করা যেত। সেক্ষেত্রে ফলাফল অন্যরকম হতে পারত।' আপের সঙ্গে কংগ্রেসের জোটের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। কিন্তু ভূপিন্দর সিং হুডার আপত্তিতে শেষমেশ ওই জোটপ্রক্রিয়া ভেস্তে যায়। হুডার সঙ্গে কুমারী শৈলজার বিরোধের বিষয়টিও শিবসেনা সেইসঙ্গে গতবছর মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়ে কংগ্রেসের হারের বিষয়টিও টেনে আনা হয়েছে। শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউতের কটাক্ষ, 'বিজেপি একটি হারা ম্যাচ জিতে গিয়েছে। অন্যদিকে একটি সহজ লড়াই হেরে গিয়েছে কংগ্রেস।'

সামনেই মহারাষ্ট্রে ভোট। তার আগে মহারাষ্ট্রে কংগ্রেস-এনসিপি (এসপি)-কে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী ঘোষণার জন্য চাপ দিতে শুরু করেছেন উদ্ধব ঠাকরে। তিনি বলেন, 'আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, কংগ্রেসের মুখ কে সেটা অবিলম্বে ঘোষণা করা। এনসিপি (এসপি)-ও করতে পারে। এই ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে কথা বলা দরকার দুই দলের। যাঁর নামই ঘোষণা করা হবে আমি তাঁকে সমর্থন করব। কারণ আমার কাছে মহারাষ্ট্রের স্বার্থই সব।'

অন্যদিকে সিপিআইয়ের সাধারণ সম্পাদক ডি রাজা কংগ্রেসকে হরিয়ানার ভোটের ফলাফল নিয়ে আত্মবিশ্লেষণে বসার পরামর্শ দিয়েছেন।

বিক্ষোভ এড়ানো গেল না পুজোমণ্ডপে

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : আরজি করের বিক্ষোভের আঁচ যাতে পুজোমণ্ডপগুলিতে না পড়ে সেইজন্য পুজোর থিম থেকে ভাবনা, সবক্ষেত্রেই পুলিশকে নজর রাখতে কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এত সতর্কতা সত্ত্বেও পুজোমণ্ডপে বিক্ষোভ এড়ানো গেল না। মহাষষ্ঠীর সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলকাতার ম্যাডক্স স্কোয়ারের মণ্ডপে প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন একদল তরুণ-তরুণী। 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগানও দেন তাঁরা। তবে পুজো কমিটির কর্তারা তাঁদের বাধা দেননি। দক্ষিণ কলকাতার এই পুজোমণ্ডপের সামনে আড্ডা দেওয়ার চল দীর্ঘদিনের। স্কুল থেকে কলেজপড়ুয়া তরুণ প্রজন্ম এখানে আড্ডা দিতে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে। এদিনও দুপুর থেকেই ম্যাডক্স স্কোয়ারের মণ্ডপের সামনে বন্ধুদের নিয়ে আড্ডায় মেতেছিলেন অনেকেই। বিক্ষোভ শুরু হতেই তাঁদের কেউ কেউ ওই বিক্ষোভে শামিল হন।

তবে বিক্ষোভকারীদের বাধা না দেওয়ার পিছনে যুক্তি দেখিয়েছেন উদ্যোক্তারা। এক উদ্যোক্তা বলেন, 'এখানে বিক্ষোভকারীরা শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। আমরা তাঁদের কাছে অনুরোধ করেছি, বিকাল ৫টা নাগাদ ধর্মীয় কিছু সংস্কার ও পুজোর ব্যাপার আছে। তাই তার আগে যেন তাঁরা বিক্ষোভ সেরে নেন। তাঁরা আমাদের সেই আশ্বাস দিয়েছেন। তাই আমরা তাঁদের বাধা দিইনি। কারণ, আমরাও নির্যাতিতার বিচার চাই।' আন্দোলনকারীরা অবশ্য জানিয়েছেন, ম্যাডক্স স্কোয়ার থেকে এই বিক্ষোভ শুরু হলেও শহরের অন্যান্য পুজোমণ্ডপের সামনেও এই বিক্ষোভ দেখানোর পরিকল্পনা রয়েছে। জনমত আরও বেশি করে তৈরি করতে পুজোর চারদিনই এই কর্মসূচি চলবে। শুধু কলকাতা নয়, শহরতলিতেও এই বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এদিকে কলকাতা পুলিশের একাধিক কর্তা তাঁদের হোয়াটসঅ্যাপ ডিপি বদলে দিয়েছেন। কেউ কেউ নতুন স্ট্যাটাসও দিয়েছেন। পরিচিত অশোকস্তম্ভের নীচে লেখা সত্যমেব জয়তে। অর্থাৎ সত্যের জয় হবে।

নবরাত্রির ভিড়ে যেন অষ্টমীর সন্ধ্যা

বিশ্বজিৎ মান্না

আহমেদাবাদ, ৯ অক্টোবর : আহমেদাবাদে গত কয়েকমাস বসবাসের সুবাদে জ্যান্ত বাটা মাছের ঝোল ছাড়া আর যদি কোনও জিনিস মিস করে থাকি, সেটা হলো দুর্গাপুজো। মহালয়ার দিন থেকেই মনটা একটু খারাপ। ইন্টারনেটের সৌজন্যে সেদিন ভোরে উঠে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের ম্যাজিক্যাল ভয়েস শুনেছি ঠিকই। তবুও কেমন যেন মনে হচ্ছিল, শারদীয়ার সেই হুল্লোড়, লোকজন, আলো এখানে নেই। এরই মধ্যে শহরের একটি বেসরকারি স্কুলের নবরাত্রি উৎসবে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণপত্র হাতে পেলাম। আহমেদাবাদে বিভিন্ন হাউজিং সোসাইটিতে নিয়ম করে নয় দিন ধরে নবরাত্রি পালিত হয়। পাশাপাশি শহর ও শহর লাগোয়া প্লটে অন্তত হাজার দশেক মানুষ তখনই জড়ো হয়েছেন। অধিকাংশই এসেছেন ট্র্যাডিশনাল পোশাক পরে। একদম কচিকাঁচা থেকে শুরু করে প্রবীণ কিংবা বৃদ্ধ, সমস্ত বয়সের মানুষই ভীড় জমিয়েছেন সেখানে। ভিতরে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ছিল চোখে পড়ার মতো। রীতিমতো ওয়াকিটকি, একে-৪৭ নিয়ে নিরাপত্তারক্ষী এবং বাউন্সাররা নজরদারি চালাচ্ছিলেন। পার্টি প্লটের চারিদিকে নানা আলোর বাহার। রয়েছে নানা ধরনের ফুড স্টল। তবে সবই ভেজ। চিকেন রোল বা চিকেন চাউমিনের আশা বাদ দিয়ে বাকি সব খাবার মোটামুটি পাওয়া যাবে। তবে চারিদিকে এত লোকের সমাগম, এত আলো দেখে এটা নবরাত্রি উৎসব নাকি অষ্টমীর সন্ধ্যা, সেটা বোঝা মুশকিল।

কিছুক্ষণ পরেই স্টেজে একের পর এক শিল্পী উঠতে থাকেন। তাঁরা

বিভিন্ন পার্টি প্লটেও চলে নবরাত্রি উৎসব। স্কুলের আমন্ত্রণে এরকমই একটা পার্টি প্লটে যখন পৌঁছোলাম, তখন প্রায় বিকাল সাড়ে ৫টা। গ্রীষ্মপ্রধান ঋতুর রাজ্য গুজরাটে শরৎকাল বলে আলাদা করে বোঝা কিছু সম্ভব নয়। এখানে সূর্যাস্ত হতে মোটামুটি সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা বাজে। তাই পড়ন্ত বিকালেও রোদের তেজ বেশ তীব্র। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে ভিড় বাড়তে শুরু করল।

পার্টি প্লট বলতে হাইওয়ের পাশে বিশাল খালি জমি। চারিদিকে অজস্র গাছ। মাঠের মাঝখানে তৈরি করা হয়েছে বড় স্টেজ। বুকিং পাস দেখিয়ে ভিতরে ঢোকার পর যেটা দেখলাম, তাতে মহালয়ার দিন থেকে দুর্গাপুজা মিস করার আক্ষেপটা মোটামুটি কিছুটা কেটে গেল। পার্টি গুজরাটিতে নানা গান গাইতে শুরু করেন। এর মধ্যে পার্টি প্লটের গোটা মাঠে ভিড়টাও আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গিয়েছে। আর তাঁরা গানের ছন্দে ছন্দ মিলিয়ে গোল গোল করে নাচতে শুরু করে দিয়েছেন, যাকে বলা হয় গরবা! আট থেকে আশি, ছাত্র থেকে শিক্ষক, ধনী কিংবা গরিব, সব কিছুর ভেদাভেদ বোধহয় এই গরবাতে শেষ হয়ে যায়। প্রোগ্রাম চলেছে গভীর রাত পর্যন্ত। রাত সাড়ে দশটা নাগাদ পার্টি প্লট থেকে বেরিয়ে পার্কিং লটে গাড়ির বহর দেখে বোঝা গেল, অন্তত হাজার কুড়ি মানুষ এই নবরাত্রি উৎসবে শামিল হয়েছেন। এটা তো শুধু একটা পার্টি প্লট। গোটা শহরজুড়ে এরকম আরও পার্টি প্লটে তাহলে কত মানুষ জড়ো হয়েছেন!

নিখোঁজদের সাহায্যে 'বন্ধু কলকাতা'

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : কলকাতায় পুজোর ভিড়ে হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা কম নয়। মূলত শিশু, মহিলা ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা ভিড়ের মধ্যে অনেক সময়ই তাঁদের পরিজনদের খুঁজে পান না। তাঁদের দ্রুত খুঁজে বের করতে এবার বিশেষ ব্যবস্থা নিল কলকাতা পুলিশ। 'বন্ধু কলকাতা' নামে একটি বিশেষ প্রকল্প তারা নিয়েছে। নিখোঁজের সম্পর্কে তাঁর পরিবারের লোকজন বিকাল ৪টে থেকে ভোর ৪টে পর্যন্ত কলকাতা পুলিশের ফেসবুক পেজে সাহায্য চেয়ে পোস্ট করতে পারবেন। কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (হেডকোয়ার্টার্স) মীরাজ খালিদ জানিয়েছেন, এর জন্য একটি বিশেষ মোবাইল নম্বরও দেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজনে নিখোঁজ ব্যক্তির পরিবারের লোকজন সেখানে ফোন করে বিষয়টি জানাতে পারেন। নম্বরটি হল, ৯১৬৩৭৩৭৩৭৩। এছাড়া ১০০ ও ১০৯৮ নম্বরে ফোন করেও অভিযোগ জানানো যাবে।

কলকাতায় আজ নাড্ডা

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদি ভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাবে বঙ্গ বিজেপি। বৃহস্পতিবার একদিনের সফরে রাজ্যে আসছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। এবার মূলত ২টি দুর্গাপুজোর অনুষ্ঠানে যোগ দিতেই নাড্ডার রাজ্য সফর। নাড্ডার সঙ্গেই আসার কথা রাজ্যের কেন্দ্রীয় মুখ্য পর্যবেক্ষক সুনীল বনশালেরও।

বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদি ভাষার স্বীকৃতির কৃতিত্ব নিয়েও চর্চা হয়েছে বিস্তর। বিজেপির দাবি, দেরিতে হলেও বাংলা ও বাংলা ভাষাকে মর্যাদা দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। নাড্ডার সফরে বাংলা ভাষার স্বীকৃতির জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাবে বঙ্গ বিজেপি। বৃহস্পতিবার বিমানবন্দর থেকে প্রথমে বেলুড়মঠে, তারপর সন্তোষমিত্র স্কোয়ার হয়ে হোটেলে যাবেন নাড্ডা। সেখানে বাংলা ভাষাকে ধ্রপদি ভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্দেশ্যে একটি ধন্যবাদজ্ঞাপক চিঠি নাড্ডার হাতে তুলে দেবেন গেরুয়া অনুগামী বিশিষ্টরা।

অতিশীকে উচ্ছেদ

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : সরকারি বাসভবনে প্রবেশের মাত্র তিনদিনের মধ্যেই সেখান থেকে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতিশীকে বলপূর্বক উচ্ছেদ করার অভিযোগ উঠল উপরাজ্যপাল ভিকে সাক্সেনার বিরুদ্ধে। বুধবার আপের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, দেশের ইতিহাসে এই প্রথমবার বিজেপির মদতেই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে বলপূর্বক তাঁর সরকারি বাসভবন থেকে সরিয়ে দিয়েছেন উপরাজ্যপাল। তাঁর জিনিসপত্রও বাসভবনের বাইরে বের করে দেওয়া হয়েছে। যদিও বিজেপির তরফে পালটা অভিযোগ করা হয়েছে, ওই বাংলোটি এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ত দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি।

পুজোয় উপচে পড়া ভিড় বার-রেস্তোরাঁয়

রিমি শীল

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : পুজোর আমেজে ফিরেছে কলকাতা। তবে এবছর পুজোর আনন্দের থেকেও রসনাতৃপ্তির ঝোঁক যেন বেশি। পুজো শুরুর আগে থেকেই রেস্তোরাঁ এবং পানশালাগুলিতে উপচে পড়ছে ভিড়। ঘড়ির কাঁটায় রাত ২টো বাজলেও হুঁশ নেই আমজনতার। ফলে এবছর বাড়তি লাভের আশা রাখছেন রেস্তোরাঁ ও পানশালার মালিকরা। তাঁদের বক্তব্য, সপ্তাহের শেষে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। বোধনের আগেই যেন পুজোর আনন্দে মেতে উঠেছে মানুষ। এবছর তাই বিক্রি বাড়বে বলেই মনে করছেন তাঁরা। তাই আগে থেকেই খাবার তৈরির কাঁচামাল অনেকটাই বেশি করে এনে রাখা হয়েছে কলকাতার অধিকাংশ রেস্তোরাঁয়।

চলতি বছরের অগাস্ট থেকে আরজি করের ঘটনায় প্রতিবাদের ঢল নামে রাজপথে। ফলে এবছর ব্যবসা কেমন হবে সেই আশঙ্কাতেই ছিলেন রেস্তোরাঁ ও পানশালার মালিকরা। তবে পুজোর মরশুমে সেই দুশ্চিন্তা কেটেছে। সপ্তাহান্তে মানুষের ভিড়ে মুখে হাসি ফুটেছে কলকাতার রেস্তোরাঁ ও পানশালার মালিকদের। পানশালাগুলিতে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। যাতে কোনও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি না হয়। সোম ও মঙ্গলবারের মতো কাজের দিনেও তিলধারণের জায়গা ছিল না রেস্তোরাঁগুলিতে। রাত ২টো পর্যন্ত রেস্তোরাঁ খোলা রাখতে হয়েছে মালিকদের। শুধু রাত নয়, দিনেও বাড়ছে ভিড়। হোটেল ও রেস্টুরেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার সভাপতি সুদেশ পোদ্দার বলেন, 'শুক্রবার থেকেই ভিড় যথেষ্ট বেড়েছে। অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর ১৫ থেকে ২০ শতাংশ বিক্রি বেশি হবে আশা করছি। বুধবার ষষ্ঠীর সকাল থেকেই মানুষ ভিড় করছে রেস্তোরাঁয়। গত ৫ দিনে দুপুর ও রাতে খাবার ও সুরা পানের ভিড় বেড়েছে। আশা করছি, অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর ভিড় অনেকটাই বেশি হবে। তাই আগে থেকেই সমস্ত ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। এবছর আমরা নিরাপত্তারক্ষীও বাড়িয়েছি। পানশালাগুলিতে অন্তত তিনজন নিরাপত্তারক্ষী থাকে। কিন্তু এবছর পাঁচজন করে নিরাপত্তারক্ষী রাখছি।' মধ্য কলকাতার একটি বিখ্যাত পানশালার মালিক নীতিন কোঠারি বলেন, 'শনিবার থেকেই যথেষ্ট ভিড় রয়েছে। গত কয়েক মাসের চেয়ে অনেক বেশি। রাত ২টো পর্যন্ত বুধবার থেকে শনিবার আমাদের রেস্তোরাঁ খোলা রাখতে হয়েছে। পুজোর দিনগুলিতে আরও বেশি সময় ধরে খোলা রাখা হবে।' দক্ষিণ কলকাতার দুটি বিখ্যাত পানশালার অংশীদার শিলাদিত্য চৌধুরীর মন্তব্য, 'ভিড় দেখে ব্যবসা বাড়বে।' রেস্তোরাঁর মালিক অঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'শেষ কয়েকদিন ধরে ১৫ শতাংশ বিক্রি বেড়েছে। বুধবারের জন্য ২০ শতাংশ অগ্রিম বুকিং করে রাখা হয়েছে।'

সংকটে রতন টাটা

মুম্বই, ৯ অক্টোবর : টাটা শিল্প গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান এমেরিটাস রতন টাটাকে বুধবার গুরুতর অবস্থায় মুম্বইয়ের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অশীতিপর শিল্পপতিকে হাসপাতালের আইসিইউতে রাখা হয়েছে বলে খবর। তবে তাঁর শারীরিক অবস্থার বিস্তারিত তথ্য টাটা গোষ্ঠীর তরফে বুধবার রাত পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি। টাটার অসুস্থতার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর দ্রুত আরোগ্য কামনা করে বিবৃতি দিয়েছেন শিল্পপতির শুভানুধ্যায়ীরা। সোমবারেও টাটার গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার খবর রটেছিল।

মদ্যপান নিয়ে বচসা, পিটিয়ে খুন

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : পঞ্চমীর রাতে মদ খাওয়াকে কেন্দ্র করে বচসার জেরে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগ পোস্ট অফিস সংলগ্ন এলাকায়। নিহত ব্যক্তি দেবাশিস আশ (৩২) নিজেও তৃণমূলকর্মী। এই ঘটনায় পুলিশ আরামবাগ পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি হেমন্ত পালকে গ্রেপ্তার করেছে। মঙ্গলবার রাতে দেবাশিস আশের ভাগ্নে সায়নের সঙ্গে হেমন্ত পালের বচসা থেকেই সায়নকে মারধর করেন। খবর পেয়ে সায়নের মামা দেবাশিস এলে তাঁকেও লোহার রড দিয়ে পেটানো হয়। দেবাশিসকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় বাসিন্দারা আরামবাগ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির

₹১কোটির বিজয়ী হলেন

উত্তর ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির টিকিট নম্বর 93E 77942 এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এক কোটি টাকার এই বিশাল পরিমাণ পুরস্কারের অর্থ জেতার পর আমার জীবনের অবস্থা বদলে গিয়েছে। আমি আমার সমস্ত আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ডিয়ার লটারিকে এই রকম একটি চমৎকার স্কিম প্রদান করার জন্য যা সাধারণ মানুষকে কোটিপতিতে পরিণত করে। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা অনুপ কুমার হালদার - কে 29.07.2024 তারিখের ড্র তে

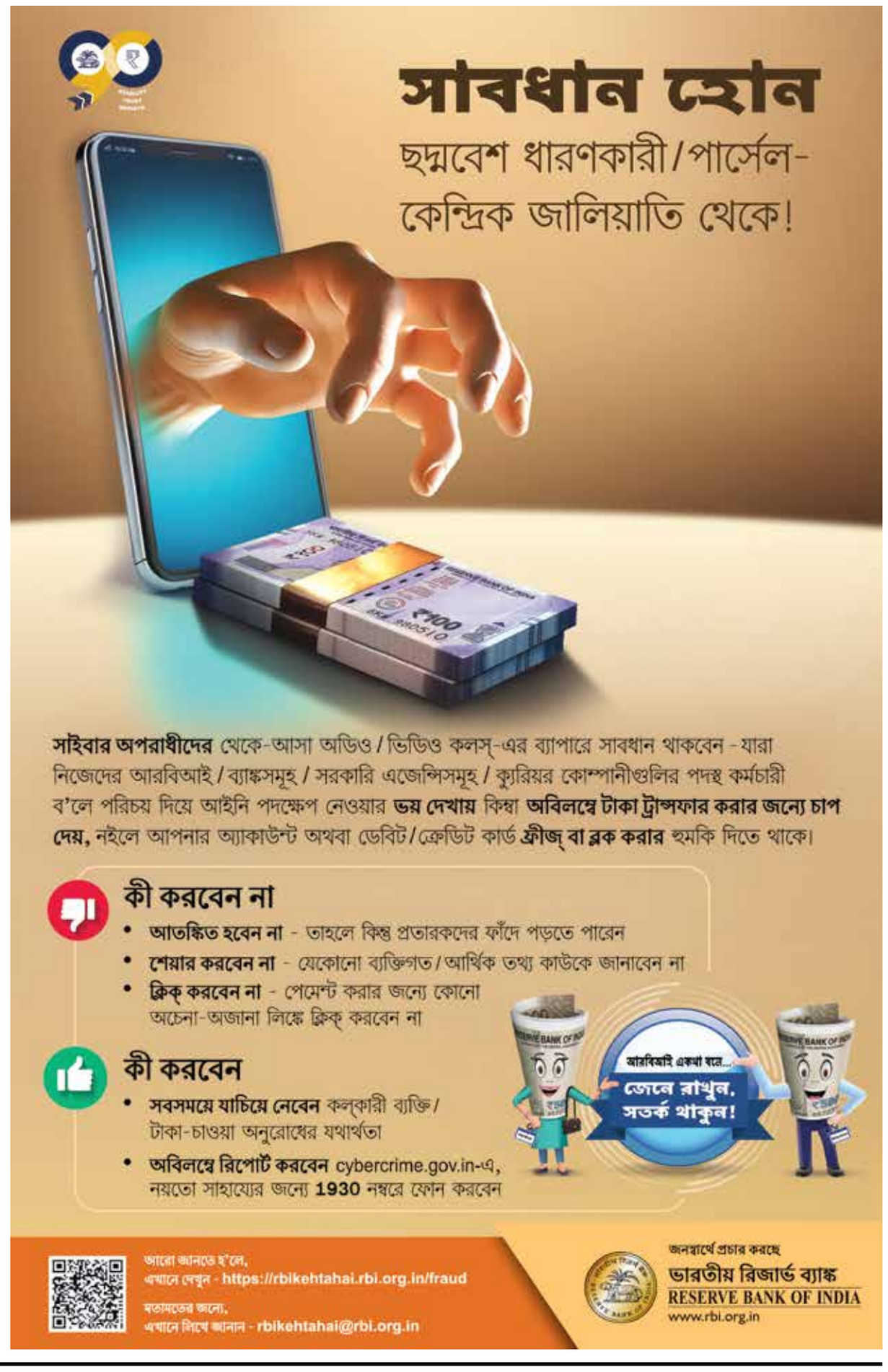

রোগী, বন্দিদের স্পেশাল মেনু

পুজো উপলক্ষ্যে আয়োজন হাসপাতাল, সংশোধনাগারে

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৯ অক্টোবর : বুধবার সকাল তখন প্রায় সাড়ে নয়টা বাজে। আলিপুরদুয়ারের বড়বাজারে ঠাসা ভিড়। কেউ দরকষাকষি করছেন ইলিশ মাছের, কেউ আবার মাটনের পিস নিয়ে 'নির্দেশ' দিচ্ছেন ব্যবসায়ীকে। শেখর সান্যাল, অনুরাগ চক্রবর্তী, রিনা দাসরা ভিড় জমিয়েছিলেন ইলিশ মাছের দর ঠিক করতে। তাঁদের বাজারের ব্যাগ দেখে খুব সহজেই আন্দাজ করা যাচ্ছিল যে বাড়িতে পুজো স্পেশাল আয়োজন হতে চলেছে। শুধু কি তাঁরাই মহাষষ্ঠীর পেটপুজোয় মেতে উঠবেন? তা নয়, এই তালিকায় কিন্তু রয়েছেন হাসপাতালের রোগী থেকে শুরু করে জেলের কয়েদিরাও।

দুর্গোৎসবের আমেজে গা ভাসিয়েছে আলিপুরদুয়ার। জেলা শহর এবং ফালাকাটা শহরে চতুর্থী থেকেই নজরকাড়া ভিড়। প্যান্ডেল হপিং, আড্ডা, খাওয়াদাওয়ার ছক যখন কষে ফেলেছেন সাধারণ মানুষ, সেখানে পরিবার থেকে উৎসবের দিনও দূরে থাকায় মন খারাপ রোগীদের। শারীরিক কষ্ট তো বটেই, উৎসবের মাঝে পরিবার-পরিজন থেকে দূর, হাসপাতালের বেডে কাটবে দিনগুলি। এই ভেবেই বিশেষ

খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করছে বিভিন্ন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে যেমন অষ্টমীতে ইন্ডোরের রোগীদের খাওয়ানো হবে নিরামিষ। নবমীতে পাতে পড়বে ফ্রায়েড রাইস-মাংস। হাসপাতাল সুপার শুভাশিস শী'র কথায়, 'অষ্টমীতে অনেক বাড়িতেই নিরামিষ খাওয়া হয়। হাসপাতালেও তাই সেদিন নিরামিষ থাকছে। নবমীতে ফ্রায়েড রাইস-মাংস থাকছে।' আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল সুপার ডাঃ পরিতোষ মণ্ডল বলেন, 'অষ্টমী ও নবমীতে স্পেশাল মেনু করা হবে বলে আলোচনা হচ্ছে। এখনও কী কী পদ থাকবে তা ঠিক হয়নি।'

সুপার জানাচ্ছেন, রোগীরা যেন কোনওভাবে নিজেদের একা না মনে করেন, কিংবা তাঁদের এমন যেন কখনও না মনে হয় তাঁরা পুজো থেকে দূরে। অষ্টমীতে আউটডোর পুরোপুরি বন্ধ থাকলেও ইমার্জেন্সি খোলা থাকছে। সেখানে চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকবে এবং 'অন কল'-এ কয়েকজন চিকিৎসক থাকবেন।

হাসপাতালে আয়োজনের কথা তো হল। কিন্তু আরেক শ্রেণিও কিন্তু এই পুজোয় পরিবার-পরিজন থেকে দূরে। আলিপুরদুয়ার জেলে থাকা কয়েদিদের জন্যও দুর্গাপুজোর কয়েকদিন বিশেষ মেনুর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বুধবার থেকে সেই মেনু অনুযায়ী রান্না শুরু হয়েছে। বর্তমানে আলিপুরদুয়ার জেলে ৩২৫ জন কয়েদি রয়েছে। সকলের জন্য বিশেষ আয়োজন থাকবে। জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট কৌশিক সরকার বলেন, 'সাধারণত জেলে সপ্তাহে একদিন মাছ, একদিন মাংস, একদিন ডিম খেতে দেওয়া হয়। তবে পুজোর মধ্যে দু'দিন মাছ, দু'দিন মাংস থাকবে। অষ্টমীতে নিরামিষ পদে থাকবে পোলাও ও নবরত্ন সবজি।'

উৎসব সবার

- পরিবার থেকে দূরে থাকলেও যাতে মন খারাপ না হয়, তার ব্যবস্থা নিয়েছে হাসপাতাল
- অষ্টমীতে নিরামিষ, বাকি দিনগুলিতে পুজো স্পেশাল মেনু থাকছে
- জেলের কয়েদিদের জন্য খাওয়াদাওয়ার বিশেষ আয়োজন থাকছে
- সবার উৎসব, কথাটা মাথায় রেখেই এই ব্যবস্থা

অষ্টমীর অঞ্জলির পর সন্ধিপুজোই চ্যালেঞ্জ দুর্গাবাড়ির

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৯ অক্টোবর : আলিপুরদুয়ার দুর্গাবাড়িতে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে পুজো অনুষ্ঠিত হয়। চলতি বছরে অষ্টমীর পুজোর পর সন্ধিপুজোর তিথি রয়েছে। অষ্টমীর অঞ্জলি শেষ হতে না হতেই সন্ধিপুজোর প্রস্তুতি শুরু করতে হবে। এদিকে, আলিপুরদুয়ার দুর্গাবাড়িতে অষ্টমীর অঞ্জলিতে ভক্তদের ঢল নামে। অঞ্জলির পর কয়েক ঘণ্টা মন্দির চত্বরে জনসমাগম থাকে। সেই ভিড় সামলে সন্ধিপুজোর আয়োজন করতে চ্যালেঞ্জের মুখেই পড়তে হবে আলিপুরদুয়ার দুর্গাবাড়ি

পুজো কমিটিকে। তবে তার মধ্যেও নিয়মনিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ থাকবে বলে দাবি উদ্যোক্তাদের। পুরোহিত সুদর্শন চক্রবর্তী বলেন, 'অষ্টমীর অঞ্জলি ও সন্ধিপুজোর অঞ্জলিতে ভক্তদের ভিড় থাকে। এবার দুটি পুজোর মধ্যে সময়ের ব্যবধান খুব কম রয়েছে।'

অষ্টমীর অঞ্জলি সকাল ১০টা থেকে সকাল ১১টা পর্যন্ত চলবে। তারপর ভোগ নিবেদন করা হবে। সন্ধিপুজো ১১টা ৪৩ মিনিট থেকে শুরু হবে। চলতি বছরে ভিড় সামাল দিতে অন্যান্য বছরের তুলনায় অতিরিক্ত স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হবে। এছাড়া প্রধান সড়ক থেকে যাতে মন্দিরের ভিতরের দৃশ্য দেখা যায় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশের গেট একটি হলেও বের হওয়ার জন্য দুটি আলাদা গেট খুলে দেওয়া হবে। প্রায় ১২৮ বছর ধরে দুর্গাবাড়ির পুজো অনাড়ম্বরে হলেও ঐতিহ্য ও নিয়মনিষ্ঠার জন্য সমান জনপ্রিয়। দুর্গাবাড়ির পুজো সওদাগরপট্টি বর্তমান বড়বাজার এলাকায় শুরু করা হয়েছিল। রত্নেশ্বর দাস, রমনীকান্ত মুখোপাধ্যায়, কিশোরীমোহন সাহা, প্যারীমোহন সাহা সহ অন্য বিশিষ্টজনরা প্রথম পুজোর উদ্যোগ নেন।

প্রতিবছর উলটো রথের দিন কাঠামোপুজোর রীতি রয়েছে। নাট মন্দিরেই প্রতিমা তৈরির পর পুজো হয়। বড় প্যান্ডেল তৈরি করা হয় না। একসময় অসম থেকে পুরোহিত সহ পুজোর বিভিন্ন সামগ্রী আনা হত। এখন দেবী দুর্গার জন্য বেনারসি শাড়ি বেনারস বা সুরাট থেকে আনা হয়ে থাকে। দুর্গাবাড়ির প্রতিমার জন্য দুটো বেনারসি শাড়ি প্রয়োজন পরে। ভোগের চাল, সোনামুখী মুগ ডাল রায়গঞ্জ থেকে আনা হয়ে থাকে। দেবীর মহাস্নানের জন্য গঙ্গা, সরস্বতী নদী ছাড়াও সমুদ্রের জল এবং রাজদ্বার মাটিগজদন্তের মাটি নির্দিষ্ট জায়গা থেকে আনা হয়। আলিপুরদুয়ার দুর্গাবাড়ি পুজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ পরিতোষ বিশ্বাস বলেন, 'দুর্গাবাড়িতে অষ্টমী ও সন্ধিপুজোর অঞ্জলি ছাড়াও সিঁদুর খেলার জনসমাগম অন্যমাত্রা পায়। সন্ধ্যা আরতি খুব সুন্দর হয়।'

নদীতে দেহ

বীরপাড়া, ৯ অক্টোবর : দু'দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন বীরপাড়ার সুভাষপল্লির চল্লিশোর্ধ্ব জীবন ঘোষ। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বীরপাড়া লাগোয়া বীরবিটি নদীর শুকনো খাত থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস জানান, ওই তরুণ মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। এর আগেও একাধিকবার বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়েছিলেন তিনি। মৃতদেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। মৃত্যুর কারণ জানতে বুধবার দেহটির ময়নাতদন্ত করানো হয়।

লক্ষাধিক টাকার গয়না চুরি

আলিপুরদুয়ার, ৯ অক্টোবর : ষষ্ঠীর সকালে এক সবজি ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে সোনার গয়না সহ কয়েক লক্ষ টাকার চুরি করে চম্পট দিল চোর। এমনটাই অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে চাপরেরপার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের শোভাগঞ্জে। অভিযোগ পেয়ে এদিন আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়।

বাড়ির কর্তা প্রসেনজিৎ দেবনাথ বলেন, 'কয়েক লক্ষ টাকার সামগ্রী চুরি হয়েছে। বাড়ির অন্য সদস্যরা ঘুমিয়ে ছিল। স্প্রে করে চুরি করা হয়ে থাকতে পারে। এর আগেও একাধিকবার বাড়িতে চুরির চেষ্টা হয়েছিল। কোথায় জিনিসপত্র রয়েছে তা চোর কীভাবে জানল বুঝতে পারছি না। পুলিশকে অভিযোগ জানানো হয়েছে।' আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'অভিযোগপত্র এখনও হাতে পাইনি। তবে চুরির বিষয়টি খোঁজখবর নিয়ে দেখা হচ্ছে।'

পরিবার সূত্রে খবর, বুধবার ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুতে কলপাড়ে যান প্রসেনজিৎ। সেই সুযোগে চোর ঘরে ঢুকতে পারে। এরপর তিনি দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে যান। কিছুক্ষণ পর বাড়ির অন্য সদস্যরা ঘুম থেকে উঠে দেখেন, আলমারির লকার খোলা, পাশের ঘরে গয়না ও টাকা রাখার বাক্স পড়ে রয়েছে। তাঁরা বাড়ির পিছনে দুই ধরনের পায়ের ছাপ দেখতে পান। যার একটি পায়ের ছাপ খুব ছোট। ফলে অল্প বয়সি কারও সহযোগিতায় চুরি করানো হয়েছে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ দানা বাঁধছে। সম্প্রতি মধ্যপাড়াতে একটি বাড়িতে রান্নাঘরের জানলা খুলে শোয়ার ঘরে ঢুকে পড়েছিল চোর। তবে মোবাইল ফোন ছাড়া বড় কিছু চুরি করতে পারেনি। শোভাগঞ্জে অবশ্য ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনে

সম্প্রীতির পুজো ভৈরবহাটে

প্রসাদ নেন কাজি, সাত্তাররা

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ৯ অক্টোবর : 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার', বললেন সাত্তার রহমান। ইদের মাঠে গিয়ে যেমন শুভেচ্ছা জানিয়ে আসেন হিন্দুরা, তেমনি দুর্গাপুজোয় দেখা যায় কাজি মিলন, সাত্তার রহমানদের। ফালাকাটার ভৈরবহাটের পুজোর ১৭তম বর্ষেও এর ব্যতিক্রম নয়। শুরুর দিকে এই পুজোর জন্য প্রথম একশো টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন মোক্তার আলি মিয়াঁ। অষ্টমীতে ভোগের খিচুড়িও এঁরা সকলে ভক্তিভরেই খাবেন।

স্থানীয় বাসিন্দা সাত্তার রহমানই বললেন, 'দুর্গাপুজোয় আমরা সবরকমভাবে সহযোগিতা করি। তেমনই ইদের অনুষ্ঠানেও হিন্দুদের সহযোগিতা মেলে।' ভৈরবহাটেই মুদিখানার দোকান কাজি মিলনের। তাঁর কথায়, 'আমরা পুজোর চাঁদা দিই। প্রসাদও খাই। অনুষ্ঠানও উপভোগ করি। এখানকার সব অনুষ্ঠানেই সম্প্রীতি বজায় থাকে।'

একটা সময় গ্রামীণ এই বাজারে পুজো হত না। তাই পুজোর সময় গোটা বাজার চত্বর থাকত নিস্তব্ধ। আর সেই নিস্তব্ধতা কাটাতেই স্থানীয়রা বাজারেই পুজো করার সিদ্ধান্ত নেন। ওই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে স্থানীয় মুসলিমদের তরফেও উৎসাহ দেওয়া হয়। প্রথমে প্যান্ডেল করে অস্থায়ীভাবে বাজার চত্বরে পুজো হত। এরপর দুর্গা মন্দিরের জন্য জমি দান করেছিলেন প্রয়াত তরণীকান্ত রায়। সেই জমিতেই তৈরি হয় পাকা মন্দির। এখন মন্দিরের সামনে প্যান্ডেলও করা হয়।

দশভুজার কাছে দশ প্রার্থনায় পুজো হবে ভৈরবহাটে। দেবীর কাছে শান্তি, সাহস, ভক্তি, ধৈর্য, প্রেম, সংযম, স্নেহ, অহিংসা, করুণা, সততা- এই দশ প্রার্থনাই করবেন এলাকার বাসিন্দারা। পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক মানস রায় বলেন, 'পুজোয় সবার সহযোগিতা মেলে। তবে এবার সবাই মিলে দেবীর কাছে দশ প্রার্থনাই করা হবে। দেবীর দশ হাতে শব্দগুলি বসিয়ে ফ্লেক্স তৈরি করে প্রচার করা হবে।'

আবার এবারের পুজোয় পরিবেশ ও সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মসূচিও রয়েছে। কমিটির সভাপতি প্রকাশ রায় বলেন, 'স্থানীয় দুঃস্থ বাসিন্দাদের বস্ত্র দেওয়া হবে। বৃক্ষরোপণ করা হবে। পাশেই জলদাপাড়া বনাঞ্চল। তাই বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষার বার্তাও প্রচার হবে।' এই পুজোর প্রথম উদ্যোক্তাদের মধ্যে স্কুল শিক্ষক পার্থ অধিকারীর বক্তব্য, 'এখানে সম্প্রীতির পুজো হয়। উৎসব-অনুষ্ঠানে এখানে ধর্মীয় ভেদাভেদ থাকে না। ইদের মাঠে আমরাও গিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করি। তাই দুর্গাপুজোতেও ওঁদের মানসিকভাবে সহযোগিতা মেলে।'

বারবিশা সুভাষপল্লি ইউনিটের দুর্গা প্রতিমা। বুধবার। ছবি : নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

মহিলাদের পুজোর উদ্বোধন

বীরপাড়া, ৯ অক্টোবর : বুধবার বীরপাড়ার শরৎ চ্যাটার্জি কলোনির মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর পুজোর উদ্বোধন করেন তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক সৌরভ চক্রবর্তী। পুজোর এবার ৮ বছর।

৮টি মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যারা মিলে পুজোর আয়োজন করেছেন। বাজেট ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা।

৩০ জন সদস্যা রয়েছেন কমিটিতে। এঁদের প্রত্যেকে ১ হাজার টাকা করে চাঁদা দিয়েছেন। এছাড়া রাজ্য সরকারের অনুদানও পাওয়া গিয়েছে।

স্মরণসভা

কালচিনি, ৯ অক্টোবর : কয়েকদিন আগে প্রয়াত হয়েছেন কালচিনি পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান তথা কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন শিক্ষা-কর্মাধ্যক্ষ প্রেম লামা। বুধবার সন্ধ্যায় তাঁর স্মৃতিতে স্মরণসভার আয়োজন করল কালচিনি-হ্যামিল্টনগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন। প্রেমের প্রতিকৃতিতে এদিন ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান সংগঠনের সভাপতি মোহন শর্মা, সম্পাদক অসীম মজুমদার প্রমুখ।

কুমারীপুজোর জন্য প্রস্তুত হচ্ছে সমাদৃতা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৯ অক্টোবর : অষ্টমীর দিন রীতিমতো পুজো হবে তার। দেখতে আসবেন প্রচুর ভক্ত। চাট্টিখানি কথা তো নয়। তাই এখন থেকেই রীতিমতো প্রস্তুতি নিচ্ছে সমাদৃতা। আলিপুরদুয়ার শহরের বাসিন্দা বছর দশেকের সমাদৃতা ভাদুড়িকে এবার দেবীজ্ঞানে পুজো করা হবে আলিপুরদুয়ার রামকৃষ্ণ আশ্রমে। অষ্টমীর দিন। তাই এখন বেলুড় মঠের ভিডিও দেখে প্রস্তুতি নিচ্ছে সারদা শিশুতীর্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া সমাদৃতা।

দেবীর সাজে কীভাবে বসে থাকতে হয়? পুজোর সাজপোশাক কেমন হয়? পুজোর আচার-আচরণ রপ্ত করতে বারবার সেই ভিডিও দেখছে সে। এমনকি বসে থাকা, উপোস থাকার অভ্যাসও রপ্ত করছে। সেই সঙ্গে নিয়ম করে নিরামিষও খাচ্ছে। প্রস্তুতি নিয়ে সমাদৃতা বলল, 'বেলুর মঠের কুমারীপুজোর একাধিক ভিডিও দেখেছি। নিয়মনিষ্ঠা মেনে চলছি।'

সমাদৃতা ভাদুড়ি

সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ সমাদৃতার বাবা ইন্দ্রনীল ভাদুড়ী ও মা সঙ্গিতা ভাদুড়ী সহ পরিবারের সকলের সঙ্গে কথা বলে চলতি বছরে তাকে কুমারীরূপে পুজো করার সিদ্ধান্ত নেয় আশ্রম কর্তৃপক্ষ। সমাদৃতার কুমারীপুজো নিয়ে আগ্রহ দেখে সকলেই খুশি। ছোটবেলা থেকেই বৈদিক মন্ত্র পাঠ বা পুজো অর্চনায় আগ্রহ রয়েছে তার। ইতিমধ্যেই তার জন্য কুমারীর পোশাক ও অলংকার নিয়ে আসা হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক কমলেশ সেন জানান, পুজোর আগেই কয়েকজন শিশু-কিশোরী ও পরিবারের সঙ্গে কথা বলে কুমারীপুজোর জন্য একজনকে বেছে নেওয়া হয়। তারপর বেলুড় মঠের নিয়ম মেনে আশ্রমে কুমারীপুজো অনুষ্ঠিত হয়। ওইদিন পুজোমণ্ডপে ভক্তদের ঢল নামে বলে তিনি জানিয়েছেন।

দেবী 'হওয়ার' বায়না পূরণ

রাজু সাহা

কামাখ্যাগুড়ি, ৯ অক্টোবর : কামাখ্যাগুড়ি ধানহাটি কালীবাড়ির দুর্গাপুজোর অন্যতম ঐতিহ্য কুমারীপুজো। প্রতিবছরই কুমারীপুজো ঘিরে ব্যাপক উদ্দীপনা দেখা যায় কামাখ্যাগুড়ি এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। এবারও কুমারীপুজো নিয়ে রীতিমতো প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন উদ্যোক্তারা। এবারে কুমারীরূপে পূজিত হচ্ছে বছর সাতের আহেলি হাজরা। দুর্গা সাজার জন্য আহেলি রীতিমতো উৎসাহিত। তার জন্য গত কয়েকদিন ধরেই সে পুরোহিতের দেওয়া সমস্ত রীতিনিয়ম মেনে চলছে। নিরামিষ খাচ্ছে। এছাড়াও যা যা বিধিনিষেধ দিয়েছে সবই সে মেনে চলছে।

আহেলির বাবা সম্পদ হাজরা বলেন, 'রামকৃষ্ণ আশ্রমে কুমারীপুজো দেখেই আহেলি কুমারী হওয়ার জন্য গত দু'বছর ধরে বায়না করছিল। ধানহাটির পুজোর পুরোহিত সেটা জানতে পেরে তার সঙ্গে কথা বলেন। তিনি আমাদের জানিয়েছেন, আহেলি কুমারী হওয়ার জন্য যোগ্য। এরপরেই তাকে এবার পুজোয় কুমারী নির্বাচন করার কথা আমাকে জানানো হয়। আমি সম্মতি দিয়েছি।'

ধানহাটি কালীবাড়িতে কুমারীপুজো হবে আহেলি হাজরার।

এদিকে মন্দিরের পুরোহিত চন্দন চক্রবর্তী জানান, বিগত তিন বছর ধরে এখানে কুমারীপুজো হচ্ছে।

এবছর ধানহাটি কালীবাড়ির দুর্গাপুজোর ৬৫তম বর্ষ। শুরুর দিকে এখানে একটি টিনের চালাঘরে পুজো হত। প্রথম পুরোহিত ছিলেন প্রয়াত যতীন্দ্রনাথ পণ্ডিত। পুজোর উদ্যোক্তাদের মধ্যে যাঁদের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে তাঁরা হলেন প্রয়াত খুশিমোহন সাহা, রামলাল সাহা, শম্ভুচান সাহা, পাঁচুগোপাল সাহা প্রমুখ। পরবর্তীতে রমেশচন্দ্র দেবনাথ, সুনীল চাকলাদার, বরুণ সাহারা পুজো পরিচালনার হাল ধরেন। এরপর ১৯৭৫ সাল থেকে একক উদ্যোগে ২০১১ সাল পর্যন্ত এখানে দুর্গাপুজো চালিয়ে যান শ্যামাপ্রসাদ সরকার। এক সময় এখানে পুজোর কয়েকদিন রামমঙ্গল গান, যাত্রাগান, বাউলগান সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হত। কালের স্রোতে এসব কবেই হারিয়ে গিয়েছে।

২০১২ সাল থেকে কালীবাড়ি দুর্গাপুজো নতুন উদ্যমে শুরু হয়। বর্তমান পুজো কমিটির অন্যতম সদস্য কালিদাস সাহা বলেন, 'অষ্টমী তিথিতে কুমারীপুজো ও নবমীতে কমপক্ষে হাজার পাঁচেক লোককে প্রসাদ বিলি করা হয়। দুঃস্থদের বস্ত্রদান ও সমাজসেবামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম করা হয়। বিভিন্ন সংগঠন থেকেও পুজোয় প্রতিমার জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। আমাদের প্রতিমা দিয়ে থাকেন আনন্দ সাহা। আয়োজনে চমক না থাকলেও নিয়মনিষ্ঠাই আমাদের পুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।'

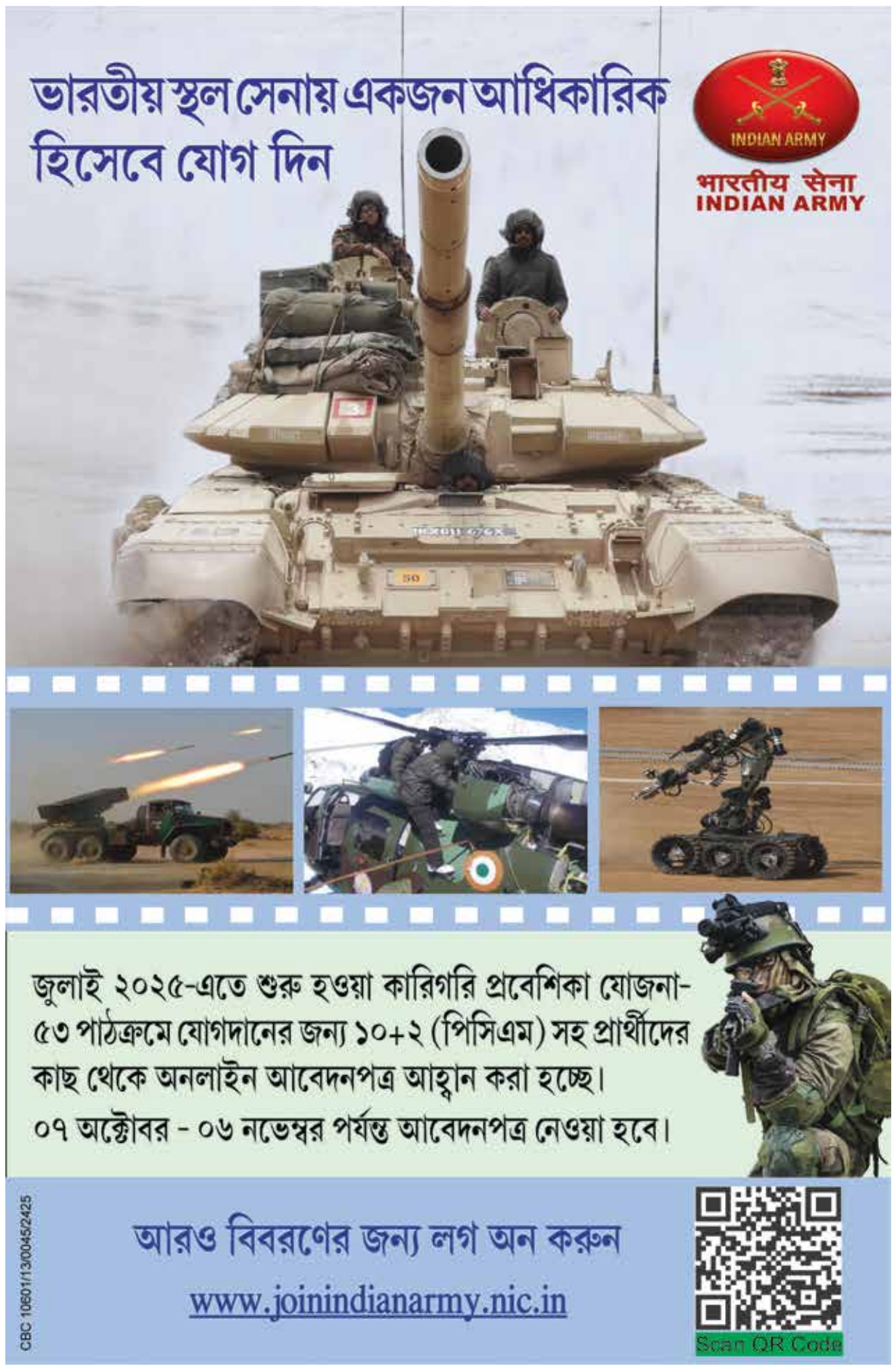

সকালের অঞ্জলি নিয়ে চিন্তা

রাতভর প্যান্ডেল হপিং

পুজোর কয়েকদিন অন্য জায়গায় গেলেও অষ্টমীর সকাল থেকে নিউটাউন দুর্গাবাড়িতেই থাকি। এবার তো অনেক সকালে না গেলে আর অঞ্জলি দেওয়াই হবে না। তাই রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমোতে হবে।

পার্থপ্রতিম বর্মন *তরুণ*

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৯ অক্টোবর : আলিপুরদুয়ার শহরের বাবুপাড়ার বাসিন্দা স্নিগ্ধা পাঠক, স্টেশনপাড়ার বাসিন্দা শ্রেয়া দে। দুজনই স্কুল জীবনের বান্ধবী। এবছর দুজনই কলেজে ভর্তি হয়েছেন। আলাদা কলেজ হওয়ায় দেখাসাক্ষাৎ কমে গিয়েছে আগের থেকে। কিন্তু প্রতিবছরের মতো এবারও দুর্গাপুজোয় সকলে মিলে হাটখোলা দুর্গাবাড়িতে অঞ্জলি দেবেন বলে ঠিক করেছেন। তবে সেই পরিকল্পনায় বাঁধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে অষ্টমীপুজোর তিথি। তিথি অনুযায়ী, ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে অষ্টমীপুজো শুরু হবে। শেষ করতে হবে সকাল দশটার মধ্যে। সকাল ১১টা ৪৩ থেকে সন্ধিপুজো। এই সময়টাই এখন অনেককে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। কারণ রাত জেগে প্যান্ডেল হপিংয়ের পর সকালে উঠে অঞ্জলি দেওয়া একটু মুশকিলের বিষয় বলেই মনে করছেন সকলে।

শ্রেয়ার কথায়, 'অন্য বছর সকাল দশটার পর মন্দিরে যেতাম অঞ্জলির জন্য। ধীরেসুস্থে রেডি হয়ে সকলে মিলে অঞ্জলি দিতে যেতাম। তবে এবার তো অনেক আগেই যেতে হবে। আগের রাতে ঘোরার প্ল্যান রয়েছে। সারারাত ঘুরে কীভাবে মণ্ডপে যাব, সেই চিন্তাই হচ্ছে।' শ্রেয়া জানালেন, সপ্তমীর রাতে পরিবারের সঙ্গে কোচবিহারে ঠাকুর দেখতে যাবেন। তাই অষ্টমীর সকাল নিয়ে চিন্তা।

আলিপুরদুয়ার শহরের অনেকেরই এই চিন্তা। বিশেষ করে নয়া প্রজন্মের। অঞ্জলির সময় এত এগিয়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েছে নয়া প্রজন্ম। ভাবাচ্ছে পুজো আয়োজকদেরও। হাটখোলা দুর্গাবাড়ি পুজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ পরিতোষ বিশ্বাসের কথায়, 'যাঁরা পুজোয় অংশ নেবেন, তাঁদের সকালে আসতে হবে। প্রতিবছর একটু দেরি করে আসলেও অঞ্জলি দেওয়া গিয়েছে। দুপুর পর্যন্ত অঞ্জলি চলেছে। তবে এবার সকাল এগারোটার পর আর অঞ্জলি হবে না।'

সব পুজো উদ্যোক্তাদেরই এক কথা। নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই পুজোর আয়োজন করতে গেলে সময় খেয়াল রেখেই চলতে হবে বলে জানাচ্ছেন সমস্ত কমিটির সদস্যরা। অষ্টমীর অঞ্জলি দিতে গেলে সপ্তমীর রাতে পুজোয় ঘোরার পরিকল্পনা কিছুটা কাটছাঁট করতে হবে বলেই জানাচ্ছেন শহরবাসী।

শান্তিনগরের তরুণ পার্থপ্রতিম বর্মনের কথায়, 'পুজোর কয়েকদিন অন্য জায়গায় গেলেও অষ্টমীর সকাল থেকে নিউটাউন দুর্গাবাড়িতেই থাকি। এবার তো অনেক সকালে না গেলে আর অঞ্জলি দেওয়াই হবে না। তাই রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমোতে হবে।'

সুভাষপল্লির আরেক তরুণ সুরঞ্জন মিত্রর মতে, 'আগে পুজো হওয়ায় একটু ভালোই হল। মন্দির থেকে অঞ্জলি দিয়ে অন্য কোথাও ঘুরতে যাওয়া যাবে। সারাদিন আটকে থাকার কোনও ব্যাপার নেই।'

লক্ষ্মী প্রতিমা বানাতে ব্যস্ত মহিলা শিল্পীরা। বুধবার।

পুরুষরা বিশ্রামে, ময়দানে মহিলারা

পল্লব ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৯ অক্টোবর : কুমোরটুলির সেই ব্যস্ততা আর নেই। মণ্ডপে মণ্ডপে চলে গিয়েছে প্রতিমা। শিল্পীদের এখন একটু জিরিয়ে নেওয়ার সময়। তবে এই বিশ্রামও বেশিদিনের নয়। কারণ দুর্গাপুজোর ঠিক পরপরই লক্ষ্মীপুজো, তারপর কালীপুজো। তাই ফের আসবে বায়না, কাজের চাপও বাড়বে। কিন্তু আপাতত কয়েকটা দিন পুরুষ শিল্পীরা বিশ্রামেই কাটাবেন। ময়দানে নামবেন মহিলা শিল্পীরা। এর মধ্যেই লক্ষ্মী প্রতিমা গড়ার কাজ শুরু করে দিয়েছেন মহিলারা।

কুমোরটুলিতে এখন আর দু'দিন আগের ব্যস্ততা নেই। নেই চারদিকে দুর্গা প্রতিমায় রং করার তোড়জোড়। গিয়ে দেখা গেল, সারি সারি লক্ষ্মী প্রতিমা বানাচ্ছেন মহিলা শিল্পীরা। ততক্ষণে একটু জিরিয়ে নিচ্ছেন পুরুষ শিল্পীরা। শহর সংলগ্ন নোনাই পালপাড়া থেকে শুরু করে হাটখোলা দুর্গাবাড়ি। সব জায়গাতেই গত দু'দিনের ছবি উধাও। দুর্গা প্রতিমা সব চলে গিয়েছে মণ্ডপে। লক্ষ্মী প্রতিমা গড়ার কাজ চললেও তা বেশিরভাগই মহিলাদের হাতে।

পালপাড়ায় কাজে ব্যস্ত ছিলেন মণিকা পাল। লক্ষ্মী প্রতিমায় মাটির প্রলেপ দিচ্ছিলেন তিনি। বললেন, 'গণেশ, বিশ্বকর্মা থেকে শুরু করে দুর্গা প্রতিমা তৈরির বেশিরভাগ কাজ করেন পুরুষরাই। টানা কয়েকদিন কাজ করায় পুরুষরা এখন ক্লান্ত। ওঁদেরও একটু বিশ্রাম প্রয়োজন। আর এদিকে সামনেই লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো। তাই আমরা একটু সাহায্য করার জন্য হাতে হাতে কাজ করছি। লক্ষ্মী প্রতিমা আমরাই বানাচ্ছি মূলত, যাতে পুরুষদের একটু ক্লান্তিটা দূর হয়।'

মৃৎশিল্পী তারাপদ পাল লক্ষ্মী প্রতিমা গড়তে ব্যস্ত ছিলেন। বললেন, 'বড় লক্ষ্মী প্রতিমার অর্ডার তেমন না এলেও রাস্তার ধারে অনেকে বিক্রি করেন। তাই প্রতিমা বানানো হচ্ছে। আবহাওয়ার কথা তো আর বলা যায় না, তাই আগাম কাজ করে রাখছি যাতে শেষমুহূর্তে কোনও সমস্যা না হয়।'

দুর্গাপুজোর আগের কয়েকটা দিনের ব্যস্ততার পর একেবারে নিস্তব্ধ কুমোরটুলি। ঠিক যেমন ছেলেমেয়ে বাড়ি থেকে দূরে চলে গেলে যা হয়, তেমনই মনে হচ্ছিল কুমোরটুলির বর্তমান চেহারা দেখে। লক্ষ্মী বা কালীর প্রতিমা গড়া হলেও দুর্গা প্রতিমা গড়ার ব্যস্ততাই অন্যরকম, বলছেন শিল্পীরা। সেই ব্যস্ততার জন্য আবার অপেক্ষা একটা বছরের।

মায়া টকিজে 'এক টুকরো রাজস্থান'

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ৯ অক্টোবর : প্রতিবছর থিমের টক্করে কেউ এগিয়ে কেউ আবার পিছিয়ে। একে অপরকে টেক্কা দিতে নিজেদের সেরাটা দিচ্ছে ক্লাবগুলো। এর মধ্যেই অন্যতম মায়া টকিজ হল্ট। এই বছর মায়া টকিজে এসে এক টুকরো রাজস্থান দেখতে পাবেন দর্শনার্থীরা।

প্রায় দু'মাস ধরে কাজ চলছিল মায়া টকিজ হল্টের পুজোমণ্ডপের। ৫২ বছরে পদার্পণ করল মায়া টকিজ হল্ট। বিশেষ আকর্ষণ 'এক টুকরো রাজস্থান'। টানা ১২ ঘণ্টা কাজ করেছিলেন টিকেন রায়, টুনি রবিদাস, সুবল বর্মনরা। তাঁরা কেউ করেছেন বাঁশের কাঠামোর কাজ, কেউ আবার মণ্ডপের ভেতরের জানলা, রাজস্থানের বিভিন্ন মডেল বানিয়েছেন। রাজস্থানের স্থানীয় নাচ এবং 'কালচার' তুলে ধরা হবে দর্শনার্থীদের সামনে।

মণ্ডপের উচ্চতা ৫৫ ফিট। সঙ্গে রয়েছে চোখ ধাঁধানো আলোকসজ্জাও। বাঁশ, প্লাইউড, কাপড়, ফাইবার সহ একাধিক জিনিস দিয়ে তৈরি হয়েছে মণ্ডপ। এর পাশাপাশি, থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিমা রয়েছে। প্রতিমার উচ্চতা ১১ ফিট। ভোগ বিতরণ হবে অষ্টমীতে। ক্লাবের সম্পাদক সুজন রায় বলেন, 'প্রতিবারের মতো এবারও আমাদের মণ্ডপে দর্শনার্থীদের ভিড় দেখা যাবে। মণ্ডপের মাধ্যমে রাজস্থানের স্থানীয় শিল্পকে তুলে ধরা হয়েছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা প্রতিবারের মতো এবারও রয়েছে। আমরা আশা করছি মণ্ডপসজ্জা দেখে দর্শনার্থীদের আনন্দ হবে।'

মিঠুন মিয়াঁর কথায়, 'সবাই মিলে আনন্দ উপভোগ করে পুজো কাটাই আমরা। খুব ভালো লাগে। আমরা প্রত্যেক বছর পুজোর আয়োজনে একসঙ্গে থাকি। এটাই আমাদের কাছে এক আনন্দের বিষয়। তাছাড়া পুজোর আনন্দ তো আছেই।'

সুভাষপল্লিতে 'মহাভারত'

পল্লব ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৯ অক্টোবর : এ যেন মহাভারতের যুদ্ধক্ষেত্র ও তার দৃশ্য। আলিপুরদুয়ার শহরের ঐতিহ্যবাহী সুভাষপল্লি কালচারাল ইউনিটে ঢুকলেই এবার এমনই মনে হবে দর্শনার্থীদের। ঢোকার মুখে থাকবে জমজমাট আলোকসজ্জা। মণ্ডপে প্রবেশের সময় প্রাচীন মহাভারতের পৌরাণিক পরিবেশ অনুভব করতে পারবেন দর্শনার্থীরা। এবারে সুভাষপল্লির পুজোর থিমই মহাভারত।

যুব সম্প্রদায় এখন রামায়ণ, মহাভারতের কথা প্রায় ভুলতে বসেছে। সেগুলো সকলের সামনে ফুটিয়ে তুলতেই এই আয়োজন করেছে সুভাষপল্লি কালচারাল ইউনিট।

ক্লাব সম্পাদক গোপাল সরকার জানান, এবার তাদের ৭৪তম পুজো। বাজেট ১৭ লক্ষ টাকা। থিম 'মহাভারত'। তার জন্য কাপড়ের ওপর মহাভারতের দৃশ্যগুলিকে অঙ্কনের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। ব্যবহার হয়েছে কাপড়, পোয়াল, কাঠ, রং। তবে প্লাস্টিকজাত সামগ্রী এবার ব্যবহার করা হচ্ছে না। মণ্ডপ তৈরি করেছেন নবদ্বীপের ডেকোরেটার অলোক রায়।

মণ্ডপ ছাড়াও রয়েছে আলোকসজ্জায় আটটি তোরণ। উচ্চতা প্রায় ২৫ ফুট। এই তোরণগুলির মধ্যে প্রথমে চৌপথির দিকে থাকা তোরণের আলোকসজ্জা হিসেবে থাকছে মহাভারতের যুদ্ধের শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুনের রথ। পরবর্তীতে মহাভারতের কাহিনীর বিভিন্ন দৃশ্য আলোকসজ্জার মাধ্যমে তুলে ধরা হচ্ছে।

রয়েছে চন্দননগরের আলোকসজ্জা, যার মধ্যে স্পটলাইট, পালকো, হ্যালোজেন লাইট রয়েছে। সাবেকিয়ানা প্রতিমার পাশাপাশি গ্রাম্য মহিলাদের ঘোমটা দেওয়া রূপকে প্রতিমার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। প্রতিমার উচ্চতা ১০ ফুট, চওড়ায় ১৫ ফুট। মূর্তি তৈরি করেছেন দিনহাটার মৃৎশিল্পী জগন্নাথ সরকার।

পুজোর দিনগুলিতে আগত দর্শনার্থীদের জন্য প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থাও রয়েছে। দর্শনার্থীদের জন্য এই আয়োজন আকর্ষণীয় হবে, আশাবাদী উদ্যোক্তারা।

সুভাষপল্লি কালচারাল ইউনিটের মণ্ডপসজ্জা।

বস্ত্র বিতরণ

ফালাকাটা ও আলিপুরদুয়ার, ৯ অক্টোবর : দুঃস্থ শিশুদের হাতে পুজোর নতুন বস্ত্র তুলে দিল ফালাকাটা প্রয়াস ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। বুধবার সংগঠনের সদস্যরা ফালাকাটার বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে ৫৫ জন শিশুর হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। এছাড়া, এদিন সংগঠনের পক্ষ থেকে শহরের বিভিন্ন স্থানে বৃক্ষরোপণও করা হয়। সংস্থার সভাপতি শুভজিৎ সাহা বলেন, 'অন্য বছরের মতো এবারও আমরা বস্ত্র বিতরণ ও সবুজায়নের লক্ষ্যে চারাগাছ রোপণ ও বিতরণ করছি।'

বুধবার বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালের উদ্যোগে সমাজপাড়াতে অনুষ্ঠিত হল বস্ত্রদান কর্মসূচি। এদিন বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালের উপস্থিতিতে প্রায় ১০০ জনের হাতে বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। অপরদিকে, এদিন 'মানবিক মুখ' নামক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে দক্ষিণ সলসলাবাড়ি ও শামুকতলা রোড এলাকায় প্রায় ৬০০ জন দুঃস্থ ব্যক্তির হাতে বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়।

নারীশক্তির কথা মণ্ডপে মণ্ডপে

ফালাকাটা, ৯ অক্টোবর : ফালাকাটা শহরে বিগ বাজেটের ও থিমের পুজোয় এখন ছড়াছড়ি। চোখধাঁধানো প্যান্ডেল, থিমের প্রতিমা, বাহারি আলোকসজ্জা দর্শকদের টানে। এর মধ্যেও বেশকিছু পাড়া রয়েছে যেখানে এখনও সাবেকিয়ানা আঁকড়ে ধরেই পুজোর আয়োজন করা হয়। ফালাকাটা শহরের যাদবপল্লি, মহাকালপাড়া, হাটখোলা, বাবুপাড়া, শীতলাবাড়ি, বারোয়ারি দুর্গাবাড়ি, গোপনগর, সুভাষপল্লি, রেলস্টেশন, সংঘশ্রী, রবীন্দ্রনগর, রামকৃষ্ণপল্লি সহ আরও অনেক পুজোই সাবেকিয়ানায় হয়।

গোপনগর দুর্গোৎসব কমিটির সম্পাদক অভিমন্যু গোপ বলেন, 'আরজি কর ঘটনার পরেই আমরা প্রতিমায় বিশেষত্ব আনার চেষ্টা করি। এর জন্য প্রতিমার এবার ১০ এর বদলে ৫১ হাত। সমাজের সব দুষ্কর্ম নিধনে এখন ১০ এর বদলে ৫১ হাত প্রয়োজন।' বাবুপাড়া দুর্গোৎসব কমিটির সম্পাদক সুশান্ত সূত্রধরের কথায়, 'এবার আমাদের পুজোর ২৫ বছর। পুজোর আগে মিটিং করে প্রতিমা, প্যান্ডেল, ঢাক, আলো বায়না করা সবই আমরা একসঙ্গে করি। আবার চাঁদা কাটতেও এক সঙ্গেই যাচ্ছি। ২৫ বছর ধরে এইভাবেই আমরা পুজোয় মেতে উঠি। থিম না থাকলেও পুজোয় আছে আন্তরিকতা।'

শিতলাবাড়ি দুর্গোৎসব কমিটির কর্তা সুভাষ সাহা বলেন, 'শিতলাবাড়ির দুর্গাপুজোর চাঁদার জন্য কাউকে জোর জবরদস্তি করা হয় না। শহরের মানুষ স্বেচ্ছায় চাঁদা দেন। তাছাড়া পুজোর দিনগুলি শহরের বিভিন্ন এলাকার মানুষ একসঙ্গে বসে পুজোর আনন্দ করি। নবমীর দিন প্রসাদ বিতরণকে কেন্দ্র করে পাড়ার সবাই মেতে ওঠে।'

ফালাকাটায় এবার মাঝারি বাজেটের পুজো করছে মুক্তিপাড়া, অরবিন্দপাড়া, সারাদানন্দপল্লি। তবে তারাও এবার আকর্ষণীয় থিম প্যান্ডেল তৈরি করেছে। এসব ছাড়াও যেসব কমিটি অপেক্ষাকৃত ছোট আকারে পুজো করে তারাও সরকারি অনুদান পায়। অষ্টমীর অঞ্জলি দেওয়া, নবমীতে ভোগের প্রসাদ খাওয়া সবাই এক সঙ্গেই করেন। পাশাপাশি রোজ সন্ধ্যা থেকে আয়োজিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ষষ্ঠী থেকেই পুজো কমিটিগুলি আনন্দে মেতে উঠেছে।

হ্যাজাকের আলোয় পুজো হত দুই বাড়িতে

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৯ অক্টোবর : তখনও বিদ্যুতের আলো পৌঁছায়নি ফালাকাটায়। চারদিকে শুধুই অন্ধকার। এর মধ্যেই ফালাকাটায় দুটি পরিবারে দুর্গাপুজো শুরু হয়েছিল। বিদ্যুৎ না থাকায় হ্যাজাক জ্বালিয়েই সন্ধ্যার পর থেকে পুজোর আনন্দ শুরু হয়। প্রায় ১০৪ বছর আগে শহরের অরবিন্দপাড়ায় প্রয়াত মানিক বসু নিজের পরিবারের মঙ্গলকামনায় পুজো শুরু করেন। তার কিছুটা দূরে দেশবন্ধুপাড়ায় আজ থেকে প্রায় ৬৫ বছর আগে পুজোর সূচনা করেছিলেন প্রয়াত খুশিমোহন সাহা।

ফালাকাটার অন্যতম পুরোনো এই দুটি পারিবারিক পুজোয় অবশ্য এলাকার বাসিন্দারাও শামিল হন। এবছর একেবারে নিয়মনীতি মেনেই পুজোর আয়োজন করা হয়েছে।

অরবিন্দপাড়ার প্রয়াত মানিক বোসের বর্তমান প্রজন্ম চুনিলাল বসু ও সুদীপ বসুই এখন সমস্ত দায়িত্বভার সামলান। তাঁদের কথায়, 'আমাদের পূর্বপুরুষ মানিক বসু পরিবারের মঙ্গলকামনায় দুর্গাপুজোর সূচনা করেন। তখন অবশ্য এলাকায় হাতেগোনা এক-দুটি পুজো হত। বিদ্যুৎ না থাকায় হ্যাজাক জ্বালিয়ে পুজো এবং নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত।'

দেশবন্ধুপাড়ার প্রয়াত খুশিমোহন সাহার ছেলে শিবশংকর সাহা বলেন, 'আমার বাবাই পরিবারের মঙ্গলকামনায় বাড়িতে দুর্গাপুজো শুরু করেন। বাবা বাড়ির প্রতিমার মুকুটের কাজও করতেন। আমরা বর্তমান প্রজন্ম এখন ওই পুজোকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।'

ফালাকাটায় বসু পরিবারের দুর্গা প্রতিমা। বুধবার। - সংবাদচিত্র

অরবিন্দপাড়ার প্রয়াত মানিক বসুর পারিবারিক দুর্গাপুজো হলেও ওই সময় ফালাকাটার প্রচুর মানুষ তাতে শামিল হতেন। হ্যাজাক জ্বালিয়েই গোটা এলাকা আলোকিত করা হত। হ্যাজাকের আলোয় রাত পর্যন্ত চলত নানা অনুষ্ঠান। এমনকি অষ্টমীর দিন এলাকার সকলে পেটপুরে প্রসাদ খেতেন। আগে বসুবাড়িতে টিনের চাল দেওয়া একটি মন্দির ছিল, সেখানেই হত পুজো। পরে অবশ্য পাকা মন্দির করা হয়। সেখানেই বর্তমানে পুজো হয়।

বসুবাড়ির এই পুজো দেখতে ওই সময় এলাকার জোতদার-জমিদারদের যেমন ভিড় হত তেমনই সাধারণ মানুষ প্রতিমা দেখে প্রসাদ নিতেন। বসুবাড়ির অনেকে মেয়েরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। তবুও বছরের এই চারটে দিন পরিবারের সঙ্গে হইহুল্লোড় করতে ফিরে আসেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে আত্মীয়রা এসে পুজোয় শামিল হন।

দেশবন্ধুপাড়ার প্রয়াত খুশিমোহন সাহার বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে একই কাঠামোয় প্রতিমা তৈরি করা হয়। এবারও ওই রীতিনীতি মেনেই সব করা হয়েছে। বাড়ির নাট মন্দিরে সোমবার প্রতিমা নিয়ে আসা হয়। পারিবারিক এই পুজোর ফালাকাটায় বেশ নামডাকও রয়েছে। অষ্টমীর দিন এখানেও পেটপুরে প্রসাদ খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফালাকাটায় বিগবাজেটের বহু পুজো হলেও নিয়মনীতিতে আজও বসু ও সাহাবাড়ির পুজো জনপ্রিয়।

বৃহস্পতিবার, ২৩ আশ্বিন ১৪৩১, ১০ অক্টোবর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৪৪ সংখ্যা

বাস্তবের নিরিখে

আরও একবার বিপুল ভোটে হরিয়ানা দখল করল বিজেপি। হরিয়ানায় এই প্রথম কোনও দলের ক্ষমতায় ফেরার হ্যাটট্রিক হল। এই কৃতিত্ব অর্জনে উচ্ছ্বসিত গেরুয়া শিবির। ভোটপর্বে আশাবাদী হলেও কংগ্রেসের যাত্রাভঙ্গ হয়েছে হরিয়ানায়। তবে জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলোপ পরবর্তী প্রথম বিধানসভা ভোটে ক্ষমতায় এল ন্যাশনাল কনফারেন্স-কংগ্রেস জোট। কাশ্মীর উপত্যকায় যথেষ্ট ভালো ফল করেছে ন্যাশনাল কনফারেন্স। কংগ্রেসের সাফল্য সেখানে আহামরি নয়।

বরং বিজেপি জম্মুতে প্রত্যাশিত ফল করেছে। তাদের আসন এবং প্রাপ্ত ভোট, দুটোই অনেক বেড়েছে। তবে উপত্যকা তাদের থেকে মুখ ঘুরিয়ে রাখায় প্রশ্নের মুখে বিজেপির কাশ্মীর নীতি। যদিও জম্মু ও কাশ্মীরে বিজেপির প্রধান বিরোধী দল হওয়ার কৃতিত্ব মামুলি ব্যাপার নয়। ধরাশায়ী মেহবুবা মুফতির পিডিপি এবং হরিয়ানায় প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী দুষ্যান্ত সিং চৌতালার জেজেপি।

নরেন্দ্র মোদি সাফল্যের যাবতীয় কৃতিত্ব বিকাশের রাজনীতিকে দিয়েছেন। লোকসভা ভোটে বিজেপির ৪০০ পারের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। শরিকদের সাহায্য নিয়ে সরকার গঠন করতে হয়েছিল মোদিকে। একদিকে শরিকি নির্ভরতা, অন্যদিকে সংসদে 'ইন্ডিয়া' জোটের শক্তিবৃদ্ধিতে বেকায়দায় পড়ে এনডিএ সরকার। হরিয়ানায় প্রত্যাবর্তন এবং জম্মুতে জয় সেই অস্বস্তি কাটিয়ে বিজেপিকে অনেকটা চাঙ্গা করে দিল।

মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড এবং দিল্লির বিধানসভা ভোটের আগে এই সাফল্য গেরুয়া শিবিরের পালে হাওয়া দিল। উলটো ছবি কংগ্রেসে। রাহুল গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়গেদের হরিয়ানা এবং জম্মু ও কাশ্মীর জয়ের আত্মবিশ্বাসে জোর ধাক্কা লেগেছে। গুচ্ছ গুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কংগ্রেস। দলের ঘুণ ধরা অবস্থা তাদের বিবেচনার মধ্যে ছিল না। প্রদেশ স্তরে দলে প্রবল গোষ্ঠীকোন্দল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকলেও ড্যামেজ কন্ট্রোলে বিশেষ মাথা ঘামায়নি কংগ্রেস।

হরিয়ানায় 'ইন্ডিয়া'র শরিক আপের সঙ্গে জোটের কথাবার্তা অনেকদূর এগোলেও রাজ্যের নেতাদের কথায় আলোচনা ভেস্তে দেওয়া হয়। আপ প্রায় ২ শতাংশ ভোট পেয়েছে। বিজেপি এবং কংগ্রেসের মধ্যে ভোটপ্রাপ্তির ফারাক সামান্যই। আপের ২ শতাংশ কংগ্রেসের সঙ্গে থাকলে লজ্জাজনক হারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকত।

কংগ্রেস হরিয়ানায় ইভিএমে কারচুপির অভিযোগ তুলেছে। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে। ইভিএমে কারচুপির অভিযোগ অতীতে বহুবার উঠলেও প্রমাণ হয়নি কখনও। বরং কংগ্রেসের তরফে জম্মু ও কাশ্মীরের জয়কে সংবিধানের জয় এবং হরিয়ানার হারকে অপ্রত্যাশিত বলার মধ্যে দ্বিচারিতা স্পষ্ট। অথচ হরিয়ানায় দলের রণকৌশলের ভুলটা নিয়ে উচ্চবাচ্য নেই কংগ্রেসে।

বিজেপির মতো রেজিমেন্টেড আরএসএসের সমর্থনপুষ্ট দলকে নির্বাচনে হারাতে যতটা ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াইয়ে নামা উচিত, হরিয়ানায় কংগ্রেসে তেমন দেখা যায়নি। জম্মু ও কাশ্মীরে পিছিয়ে পড়ার পিছনে কংগ্রেসের সাংগঠনিক দুর্বলতা অন্যতম কারণ। গতবছর কর্ণাটক বিধানসভা ভোটে কংগ্রেস নেতারা যেভাবে একজোট হতে পেরেছিলেন, হরিয়ানায় তা হয়নি। তার প্রধান কারণ, জাঠভূমের নেতাদের বাস্তববোধের অভাব।

গোষ্ঠীকোন্দল বিজেপিতেও রয়েছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে কংগ্রেসের থেকে অনেক বেশি। কিন্তু বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব সেই কোন্দল ঠেকাতে যতটা কঠোর হতে পারে, কংগ্রেস ততটা হতে পারে না।

সবথেকে বড় কথা বিজেপি লোকসভা ভোটের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। কংগ্রেস মুখে আত্মসমালোচনা এবং সংশোধনের কথা বললেও এআইসিসি থেকে ব্লক নেতৃত্ব কাজে তার প্রতিফলন দেখানোয় ততটা আগ্রহী ছিল না। নির্বাচন কমিশনকে দোষারোপ না করে জনতার রায় মাথা পেতে নিয়ে বরং ভুল থেকে শিক্ষা নিতে পারে কংগ্রেস নেতৃত্ব।

অমৃতধারা

পুণ্যকাজ হচ্ছে সেইটা যা আমাদের উন্নতি ঘটায়, আর পাপ হচ্ছে-যা আমাদের অবনতি ঘটায়। মানুষের মধ্যে তিনরকম সত্তা থাকে- পাশবিক, মানবিক এবং দৈবী। যা তোমার মধ্যে দৈবীভাব বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে তা-ই হচ্ছে পুণ্য। আর যা তোমার মধ্যে পশুভাব বাড়িয়ে তোলে- তা পাপ। তোমাকে ধ্বংস করতেই হবে পশুসত্তাকে, হয়ে উঠতে হবে প্রকৃত 'মানুষ' প্রেমময় এবং দয়াশীল। তারপর তা-ও অতিক্রম করে যেতে হবে। হয়ে উঠতে হবে শুদ্ধ আনন্দ- সচ্চিদানন্দ ; যেন এমন এক আগুন যা দহন করবে না কখনও, অপূর্ব ভালোবাসায় পূর্ণ - যে ভালোবাসায় মানুষের ভালোবাসার দুর্বলতা নেই, নেই কোনও দুঃখবোধ।

-স্বামী বিবেকানন্দ

উত্তরবঙ্গের সশস্ত্র জীবন্ত দুর্গারা

বেঁচে থাকতে তাঁদের হাতে শস্ত্র তুলে নিতে হয়। শঙ্খ, চক্র, গদা, ত্রিশূলধারিণী দেবী নাই বা হলেন, তাঁরা আমাদের নমস্য।

শ্যামলী সেনগুপ্ত

সপ্তমীর নবপত্রিকা স্নান শুরু হল। নয়টি গাছের ডাল সহ পাতা বেঁধে দেওয়া হচ্ছে কলা গাছের কাণ্ডে, শ্বেত অপরাজিতার লতা আর হলুদ সুতো দিয়ে। বলা হয়, একেকটি গাছ দেবীর একেক রূপের প্রতীক। ভিন্ন ভিন্ন এই রূপ এক নারীর মধ্যে প্রকাশিত হয় সময় ও পরিবেশ-পরিস্থিতির চলন ও বদলের পরিপ্রেক্ষিতে। তাই কি নারীকে সময় বিশেষে দশভুজার সঙ্গে তুলনা করা হয়?

এ কথা অনস্বীকার্য যে, দশভুজা বললেই আমাদের কল্পনার চোখে ভেসে ওঠে মহিষাসুর দলনী দেবী দুর্গার রূপ। অসুর নাকি অশুভ যা, তার প্রতীক! সুতরাং, সাদা চোখে অর্থাৎ কনীনিকার ওপর একটি সাদা পর্দা টেনে আমরা শুভাশুভ-র ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করতে পারি। তবে আরেকটু অন্যভাবে ভাবলে আর্য ও অনার্যদের সংঘর্ষ ভেসে ওঠে। জেগে ওঠে ভূমি দখলের প্রশ্ন। যে ভূমিতে আমার বিচরণ সেখানে যদি বাইরে থেকে অনুপ্রবেশকারী এসে দখলের লড়াই শুরু করে খনিজ ও শস্য সম্পদের জন্য, তবে সুর তো কাটবেই। সুর হয়ে উঠবে অসুর।

তীব্র অহং, ক্রোধ আর শক্তির বিরুদ্ধে তখন জয়পতাকাটি ঊর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য অপারগ দেবতারা এগিয়ে আসবে, নারী শক্তিকে সামনে রেখে, তাকে অস্ত্রশস্ত্রে সাজিয়েগুছিয়ে, তাকে শিখণ্ডী করে। তাকে ভয়ংকরী করে তুলতে মাধ্বীকের সাহায্য নেওয়া হবে, যাতে সে তার চিন্তন ও মননকে ভুলে যেতে পারে সাময়িকভাবে।

এমনটা তো ভাবা যেতেই পারে যে, অনার্যরা নারীর বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলত না, তার প্রতি তাচ্ছিল্যের কারণে নয়, তাকে সম্মান করে। আমার ভাবনা বরং আমাতেই ব্যাপৃত হোক। আমি বরং ঘুরে আসি বাস্তবের দুর্গাদের কাছ থেকে। আমার দুর্গারা প্রান্তিক, তারা এই অঞ্চলের আদি বাসিন্দা। আদিম নয় কিন্তু আদি।

এই ধরা যাক, আন্ধারি রাভার কথা। তিনি যান ধান গাড়ার কাজে, দেশি বাঙালিদের জমিতে। খুব ভোরে উঠে রান্না করে, খেয়ে, বেরিয়ে যান আরও অনেকের সঙ্গে। শুধু ধান গাড়া নয়, ফরেস্টে হাজিরা, জঙ্গল থেকে জ্বালানির জোগাড় সবই করতে হয় তাঁকে। এর পাশাপাশি তিনি রাভা লোকনৃত্য ও লোকগানের স্বীকৃত শিল্পী। সুতরাং যদি দুর্গার সঙ্গে তুলনা করতে যান ভদ্রমণ্ডলীগণ, তবে ইনি দুর্গার বরাবর।

বলছি, এই রাভা, মেচ, নেপালি জনজাতি হোক কিংবা জঙ্গলে কাজ করতে নিয়ে আসা ঝাড়খণ্ডী, ওরাওঁ, আদিবাসী সম্প্রদায়ের মহিলারাই হোক, যাঁরা বেশি করেন হাজিরার কাজ। নদী থেকে পাথর-বালি তোলার কাজ হোক অথবা খেতমজুরের কাজ কিংবা বনের হাজিরা। এইসব প্রান্তিক জনজাতির মহিলারা যেমন সামলান ঘর, তেমনই ঘর সামলানোর জন্য বেরিয়ে পড়েন বাইরের কাজে। ধান গাড়া, পাট কাটা, পাট জাগ দেওয়া, ধোয়া, মেলার কাজ মেয়ে-বৌরাই করেন।

আবার জাকোই নিয়ে বা ধকসা নিয়ে মেয়েরা বেরিয়ে পড়েন মাছ ধরতে। মাছ ধরা, মাছ বিক্রি করা সবটাই সামলে নেন নিজের হাতে। মাত্র দুটো হাত মানুষের। এই দুই হাতে কখনও জাকোই, কখনও গামলা, কখনও ইয়াব্বড় কাঁচি বা কাটারি। এই তাঁদের অস্ত্র। পূর্বজদের থেকে পাওয়া অস্ত্রশস্ত্র। কুরমাই বনবস্তির তারাতি ওরাওঁ মাঠের কাজ না থাকলে তোর্ষা নদীতে পাথর তুলতে যান। দোয়েল ডাকা ভোরে উঠে সংসারের কাজ, রান্নাবান্না সেরে, আরও অনেকের সঙ্গে পিকআপ ভ্যান ধরেন। পাঁচ-ছয়জন একেক দলে কড়াই বা গামলা হাতে। ট্র্যাক্টরের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া একেকটা ট্রলির সঙ্গে একেকটি দল নদীর বুকে ঘুরে ঘুরে পাথর তোলেন। পাথর ডাম্পিং গ্রাউন্ডে দিয়ে খালি করে ফিরে আসতে বড়জোর পনেরো মিনিট। এটুকুই হাঁফ ছাড়ার সময়।

আর কয়েক দিন পরে কালীপুজো। তার আগে পথের ধারে মাটির প্রদীপ নিয়ে বসে যাবেন যে মহিলারা, তাঁরা প্রদীপ গড়ার কাজেও সিদ্ধহস্ত। তারপর শীত নামবে। রাস্তায় দেখা যাবে নানা বয়সের মহিলা ভাপা পিঠে বিক্রি করেন। অসাধারণ দক্ষতায় সামান্য সময়ে পিঠে তৈরি করে খবরের কাগজে মুড়ে হাতে তুলে দেন। কী স্বাদ সেই হাতেগরম পিঠের! সারাদিন ঘর গেরস্থালি সামলে, পিঠের উপকরণ প্রস্তুত করে, সরঞ্জাম নিয়ে বেরিয়ে পড়েন সন্ধ্যা নামলে।

এই তো আর কয়েক দিন পরে কালীপুজো। তার আগে আমাদের শহর ও শহরতলির পথের ধারে মাটির প্রদীপ নিয়ে বসে যাবেন যে মহিলারা, তাঁরা কিন্তু প্রদীপ গড়ার কাজেও সিদ্ধহস্ত। কালীপুজোর পর শীত নামবে গ্রাম ও শহরের বুকে। শহরের রাস্তায় দেখা যাবে নানা বয়সের মহিলাকে। এঁরা ভাপা পিঠে বিক্রি করেন। অসাধারণ দক্ষতায় সামান্য সময়ের মধ্যে পিঠে তৈরি করে খবরের কাগজের টুকরোয় মুড়ে আমাদের হাতে তুলে দেন। কী স্বাদ! সেই হাতেগরম পিঠের। সারাদিন ঘর গেরস্থালি সামলে, পিঠের উপকরণ প্রস্তুত করে, সরঞ্জাম নিয়ে বেরিয়ে পড়েন সন্ধ্যা নামলে।

ফিরতে ফিরতে রাত অনেক। সংসার সামলে, ওই সংসারের বেশ খানিকটা সুরাহা করতে কেউ কেউ বেরিয়ে পড়েন মোমো-চাউমিন-ঘুগনি-ডিমসেদ্ধর চলমান দোকান নিয়ে। খদ্দের সামলানোর সঙ্গে সঙ্গে অনেক অসভ্যতার ঝাঁঝালো জবাব দিতে হয় তাঁদের। তোলার টাকাও গুনে দিতে হয়। এসব করে এঁদের অনেকেই সন্তানদের উচ্চশিক্ষিত করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। কারও হয়তো আর দরকার নেই সেই ঠ্যালাভ্যানের দোকান চালানোর। তবু, ওই যে অনেক দিনের অভ্যাস!

তাই কেমন যেন রক্তে বসে গেছে, জানালেন একাদশী সরকার। যে ছোট্ট মেয়েটি একদিন তার মায়ের সঙ্গে আসত বাসাবাড়ির কাজে সাহায্য করতে ইসকুল ছুটির পর, সেই একাদশীকে দেখে আর তার জবাব শুনে ইচ্ছে হয়েছিল বলি, 'নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ'। মাথায় হাত রেখেছিলাম শুধু।

যেদিন সে আমাদের বাড়ি প্রথম বারের জন্য আসে। তার কোলে কাঁখে ছোট এবং ছোট্ট ছেলেমেয়ে। বাংলাদেশ থেকে আসা তাকে, কল্পনা দাসকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'এত! এতগুলো বাচ্চাকাচ্চা কেন?' আমার স্বভাবসুলভ ভঙ্গির সেই প্রশ্নের উত্তরে

সে জানিয়েছিল যে, তার শ্বশুরের কথামতো। কারণ, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবশক্তি বৃদ্ধির ওই একটাই উপায়। সেই মহিলা, সেদিনকার সেই নরমসরম, কাঁচুমাচু মহিলা, যাকে বেগুনি করতে বলেছিলাম বলে পাতলা পাতলা করে কাটা বেগুনগুলো জাস্ট ভেজে রেখে দিয়েছিল, সে আজ এক তুখোড় রাঁধুনি! কখন যে সে তার হাতে তুলে নিয়েছিল অস্ত্রশস্ত্র, জানি না। আটটি সন্তানকে দাঁড় করিয়েছে। সকলেই রীতিমতো করে খাচ্ছে। শুধু তাই নয়, ওই প্রজন্মকে স্কুলের শিক্ষায় শিক্ষিত না করতে পারলেও আজ তার নাতি-নাতনিরা স্কুল-কলেজের জাঁকালো পড়ুয়া। আমি পারি না তাকে কারও সঙ্গে তুলনা করতে।

অধিকার রক্ষা করতে গেলে হাতে অস্ত্র তুলতে হয়। বেঁচে থাকতে এবং বাঁচিয়ে রাখতে গেলে হাতে শস্ত্র তুলে নিতে হয়। সে অস্ত্র খুন্তি থেকে খাঁড়া অথবা পেন্সিল থেকে ড্রাইভিং-হুইল হতে পারে। হতে পারে কাটারি থেকে ছুরি-কাঁচি-গজ-ব্যান্ডেজ-তুলো। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, ত্রিশূলধারিণী দেবী নাই বা হলেন, তাঁরা আমার, আমাদের নমস্য।

অধিকারের কথা যখন উঠলই, একটু বলতে চাইছি সেই অধিকারের কথা। সে হল অরণ্যের অধিকার, জলজমির অধিকার। এই অধিকারের জন্য লড়াই চলছে সেই ইংরেজ আমল থেকে আজও ঠিকাদার, মহাজন, ফড়েদের সঙ্গে। নয়টি গাছের সংযোগে নবপত্রিকা বন্দনা হচ্ছে প্রতিটি পুজোমণ্ডপে। আর, অরণ্যের অধিকারের প্রশ্নে, প্রকৃতি পরিবেশের প্রশ্নে কোনও সরকারের সঙ্গে কোনও সরকারের পার্থক্য নেই। বনকর্তা ও প্রশাসনের আচরণ মনে করিয়ে দেয় সাগরপারের সেই মহারানির কথা।

আমার মহীয়সীরা, আদিবাসী সেই সব নারী সবার আগে ঘর ছেড়েছিলেন পুরুষদের সঙ্গে। আমি কিন্তু মরদ বলিনি। সহকর্মী বলেছি। তাঁরা মাঠের কাজে বেরিয়ে থাকেন সাতসকালেই। আবার কালপ্রবাহে, বিশ্বায়নের থাবায় যখন তছনছ হচ্ছে তাঁদের আবাসভূমি, অস্তিত্ব যখন সংকটে, তাঁরাই তখন দাবি ও অধিকার আদায়ে উচ্চকিত।

আভূমি প্রণাম তাঁদের।

(লেখক সাহিত্যিক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

২০২২

আজকের দিনে প্রয়াত হন উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিং যাদব।

২০১১

বিশিষ্ট গজল গায়ক জগজিৎ সিংয়ের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

আলোচিত

মহারাষ্ট্রে মহা বিকাশ আঘাড়ির শরিকদের উচিত, মুখ্যমন্ত্রীর মুখ হিসেবে কারও নাম ঘোষণা করা। কংগ্রেস বা এনসিপি, যাঁর নাম ঘোষণা করবে আমরা তাঁকে নিঃস্বার্থে সমর্থন করব। কারণ, আমি মহারাষ্ট্রের স্বার্থ দেখি।

- উদ্ধব ঠাকরে

ভাইরাল/১

সারা দেশের সঙ্গে নবরাত্রি উৎসব পালিত হচ্ছে পাকিস্তানের করাচিতে। সমাজমাধ্যমে শেয়ার করা একটি ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে, একটি দুর্গা মন্দির, একটু উঁচু জায়গায় দুর্গার ছবি। সবাই আনন্দ করছে। সম্প্রীতির এই ছবিতে ভারতও অভিভূত।

ভাইরাল/২

এক নববধূ রাস্তায় স্পোর্টস বাইক চালাচ্ছেন, কখনও হাত ছেড়েও। পরনে লাল লেহেঙ্গা, হাতে-কানে, গলায় জমকালো অলংকার। পথচলতি মানুষ তাঁকে উৎসাহ দিচ্ছেন। বিয়ের দিনকে স্মরণীয় করার এই ভিডিও ভাইরাল।

জনমন জনমত

পুলিশকে অনুরোধ প্রবীণদের

শিলিগুড়িতে বেশিরভাগ প্রতিমাই মহানন্দায় বিসর্জন দেওয়া হয়। প্রায় প্রতিটি প্রতিমাই হাসমি চক হয়ে হিলকার্ট রোড দিয়ে মহানন্দায় নিয়ে যাওয়া হয়। হিলকার্ট রোডের মাঝে লোহার রেলিং দিয়ে ভাগ করে ওয়ান ওয়ে করা হয়েছে। সেজন্য সব প্রতিমাই রাস্তার বাঁদিক দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ডানদিক ফাঁকা থাকে।

এই সব প্রতিমা দেখার জন্য প্রায় দেড় থেকে দুই লক্ষ মানুষ রাস্তার বাঁদিকে দাঁড়িয়ে থাকেন। এরমধ্যে বাঁদিকেই শতশত দোকান ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্যান্ডেল হয়। কেন যে অনুমতি দেওয়া হয়! বড় কোনও প্রতিমার ট্রাক এলে সবার মধ্যে ধাক্কাধাক্কি লেগে যায়। ফলে অনেক প্রবীণ পড়ে যান, এমনকি কেউ কেউ আঘাতও পান।

এই অবস্থায় প্রবীণদের তরফে পুলিশ কমিশনারের কাছে অনুরোধ, রাস্তার বাঁদিকে কোনও প্যান্ডেল বা দোকান বসতে দেবেন

না। তাহলেই আমরা প্রবীণরা নিশ্চিন্তে দুর্গার বিসর্জন যাত্রা দেখতে পারব।

যতন পালচৌধুরী, শিলিগুড়ি।

ভুল খবর, সদুত্তর মেলেনি

আমি পাপিয়া রায় একজন শিক্ষিকা। ৮ অক্টোবর উত্তরবঙ্গ সংবাদের দশ নম্বর পাতায় আমার ছবি সহ একটি খবর ছাপা হয়েছে সাংবাদিক দীপেন রায়ের কলমে। আমার ছবি সহ উক্ত খবর করার বিষয়ে সাংবাদিক দীপেন রায় আমার সঙ্গে কোনওরকম যোগাযোগ করেননি, কথা বলেননি, এমনকি আমার কোনও অনুমতিও নেননি। খবরটি দেখামাত্র আমি দীপেন রায়ের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলে তিনি আমার প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিতে না পেরে ফোন কেটে দেন এবং পুনরায় ফোন করলে রিসিভ করেননি।

দীপেন রায়ের খবরে ব্যবহৃত আমার ছবি এবং উল্লেখিত বয়ান সম্পূর্ণ তাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত এবং আমার মতামতের সঙ্গে এর কোনও সংযোগ নেই। বিনা অনুমতিতে আমার ছবি ব্যবহার করা এবং প্রকাশিত খবরে উল্লেখিত বয়ান মিথ্যে, যা আমার সামাজিক সম্মানহানি করেছে।

পাপিয়া রায়, কোচবিহার।

বিদেশের পুজোয় হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ

পরদেশে পুজোটা আছে বলেই আমরা অনাবাসীরা দেশের মাটিকে ভুলতে পারি না। দেশান্তর বড় বেদনার ও ব্যবধানের।

শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়

নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো। পরবাসের পুজো এমনই। পরভূমে আপন বলতে তো কিছুই নেই। তবু এই বিদেশবিভুঁইয়ে পুজোটুকু তো অন্তত আছে, হোক না তা কেবলই পুতুলখেলা!

আমাদের পুজো পঞ্জিকার বাইরে। সে ছোটবেলার মতো আপনমনে 'মিছিমিছি' আসে যায়। হপ্তান্তের তিন দিনকা খেল। সেপ্টেম্বর অক্টোবরে এই মার্কিন মুলুকেও সুনীল আকাশে পুজোর উপহারের প্যাকেটের মতো কিছু সাদা মেঘ থাকে। বাতাসে শিরশিরানি, সকালে ঘন কুয়াশা, রাতে অমলিন শিশিরকণা। আমাদের তাই সই। 'শিউলি ফুটুক না ফুটুক, আজ শরৎ'!

আমাদের মৃন্ময়ী কুমোরপাড়া থেকে ভ্যানে চেপে আসেন না। আমাদের পরাশ্রিত জীবনে দুর্গাদেবী সম্বৎসরের বাক্সবন্দিনী। আমাদের প্যান্ডেল বলতে ঝুলনযাত্রার মতো সাজানো একটা উঁচু প্ল্যাটফর্ম! তবু তাকে ঘিরেই একটা মাঝারি ভিড়। ধুতি পাঞ্জাবির কোলাজ। পুজোয় চাই নতুন শাড়ির মন্তাজ। আর বাংলাভাষার কোরাস! এই ছিন্নমূল পরবাসে ওই পুজোটুকু না থাকলে, একটা জনমনিষ্যিহীন রাস্তাঘাটের দেশে কী নিয়ে বাঁচতাম আমরা!

দেশত্যাগের সুবাদে আমরা হারিয়ে ফেলেছি মহানন্দা ঘাটের ভাসান, বাঁধ রোডে লুকিয়ে দেখা মেয়েদের পুজো পরিক্রমা। স্বেচ্ছা উদ্বাস্তুর দল আমরা, সব হারিয়েও এই নিরুদ্দেশের দেশে ওই প্রবাসী পুজোই আমাদের সেরা প্রাপ্তি। পরদেশে সে একাই একশো। জানি নকল পুজো, এমনি এমনি। আসলটুকু নিরুদ্দেশ। তবু পুজো তো! আমাদের পরগাছা

জীবনের এই প্রিয় পুজোটি আসলে 'হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ'!

এই নির্বাসনের মতো পরবাসেও, আমরা পুজোয় যাই টিনের বায়োস্কোপের চোঙায় চোখ রেখে চিরপুরোনোকে নতুন করে পেতে। ওই যে, হাটখোলা সর্বজনীনে বাম্পার ভিড়। মাইকে তারস্বরে 'মনে পড়ে রুবি রায়'। সেই সুযোগে মেয়েটির হাত ধরে ছেলেটি যেন কী বলে! মেয়েটি জবাব দেয়, 'আমাকে একটু সময় দে'! ওই যে, সংঘশ্রীর পুজোমণ্ডপের পাশে বইয়ের স্টল। প্রায় মাঝরাত ইস্তক গলা ফাটিয়ে গুলতানি। অবশেষে সেই উৎসবের রাতে বাড়ি যেতে যেতে ছেলেটিকে মেয়েটি বলে, 'তুই কী বলবি আমি জানি'!

পুজোটুকু না থাকলে, এই নিরঞ্জনের পরবাসে ওই সব কথা কি আর ভেসে উঠত নদীজলে ভাসন্ত প্রতিমার মুখের মতো। এই 'পুজো পুজো খেলা' আছে বলেই তো ক'টা দিন আমরা খানিক 'কাগের ঠ্যাং, বগের ঠ্যাং' নাচি। বেসুরো গান গাই। পার্ট ভুলে নাটকের ভুলভাল ডায়ালগ বলি! পুজো না থাকলে, এই কসমেটিক্স পরবাসে আমরা কি কয়েকটা দিনের জন্য হলেও এমন ওলটপালট উথালপাথাল জীবন ফিরে পেতাম!

প্রবাসে এই 'নমো-নমো করা' পুজোতেই আমরা উদ্বেগের অভিবাসী জীবন ভুলে একান্নবর্তী পংক্তিভোজন করি। এক ছাদের তলায় একচালার প্রতিমার মতো মিলেমিশে 'হ্যাপি পুজো' করতে যাই। গাড়িতে যেতে যেতে পথে, সপ্তমীর সকালে আমার মেয়ে জানতে চায়, 'অষ্টমীতে কোন শাড়িটা পরব মা'? আমেরিকায় সদ্যাগত তরুণটির পাঞ্জাবি বুকে লেখা 'তাই বলে কি প্রেম দিবি না'! তাই না দেখে শর্মিলা মেয়েটি বলে, 'আহা, ঢং'! ওই 'নাম কা ওয়াস্তে' পুজোটা আছে বলেই তো এভাবে কলকাতা চলে আসে এই উচ্ছিষ্টের ভিনদেশে।

বারোয়ারি নয়, বাড়ির পুজোও নয়। তবু পরদেশে এই পুজোটা আছে বলেই আমরা দেশের মাটিকে ভুলতে পারি না। দেশান্তর বড় বেদনার ও ব্যবধানের। তাই চিরনাস্তিক হয়েও আমি যাব পরবাসী প্রতিমার পুজোয়। এ পরবাসেই 'আমার ব্যথার পূজা হবে সমাপন'!

(লেখক প্রবন্ধকার। আমেরিকার ন্যাশভিলের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৬০

পাশাপাশি : ১। জগজ্জননী দুর্গার এক নাম ৩। বাংলায় যেখানে প্রথম বারোয়ারি পুজো হয় ৪। কবচ বা মাদুলি ৫। রাস্তায় টাকাপয়সা ছিনতাই ৭। এক ধরনের ধাতু ১০। বহু পুরোনো ইনডোর গেম ১২। ঘরের বিভিন্ন জিনিসপত্র ১৪। যে কাচের মধ্যে দিয়ে সূর্যের আলো বিশ্লেষণ করা যায় ১৫। পিতৃপক্ষের শেষ, দেবীপক্ষ শুরুর দিন ১৬। তাজা বা আনকোরা।

উপর-নীচ : ১। হিমালয়ের কন্যা দুর্গা ২। যে অস্ত্র দিয়ে কাটা যায় ৩। গান্ধিজি যে রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন ৬। দৈনিক হিসেবের খাতা ৮। কলা গাছের ভেলা ৯। শিবের প্রিয় যে দেবী ১১। ঘরের হাওয়া চলাচলের পথ ১৩। আদালতের পরওয়ানা।

সমাধান ■ ৩৯৫৯

পাশাপাশি : ২। দেবমাতা ৫। হাওড় ৬। সুরসুন্দরী ৮। কন্দ ৯। পর্ণ ১১। পুরুষকার ১৩। বলয় ১৪। শিবপ্রিয়া।

উপর-নীচ : ১। মহাদেবী ২। দেড় ৩। মাজার ৪। কৌমারী ৬। সুন্দ ৭। সুবর্ণ ৮। কলুষ ৯। পর ১০। ত্রিনয়নী ১১। পুলোমা ১২। কাবাব ১৩। বয়া।

বিন্দুবিসর্গ

-অভি

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

১

২

৩

৫

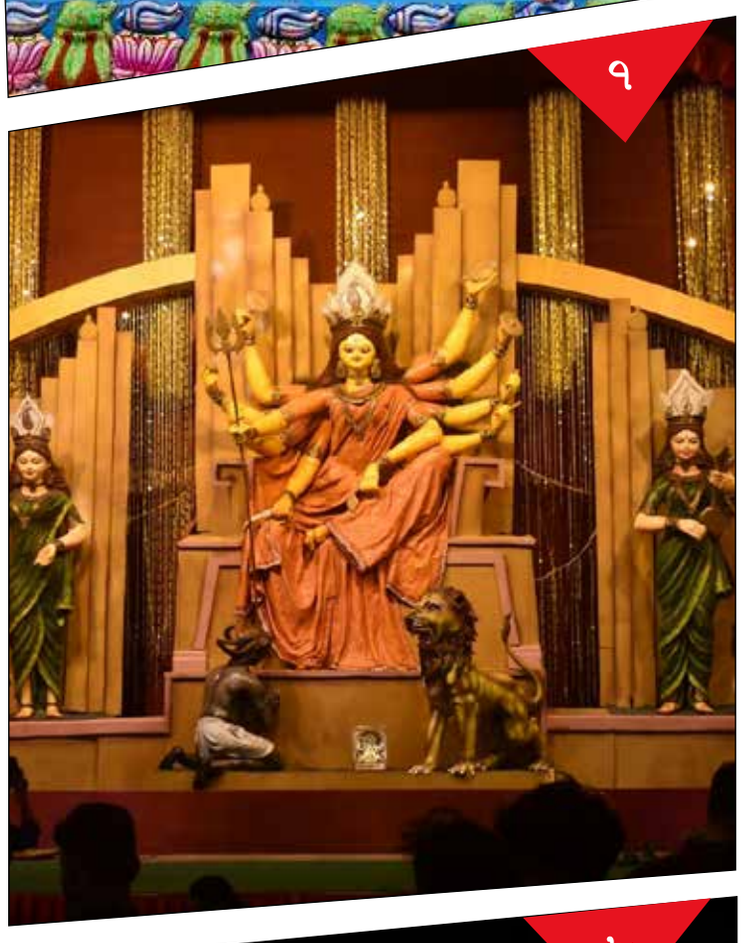
৭

৪

৬

৮

৯

১০

১২

১১

১) কোচবিহার শহরের বীণাপাণি ক্লাব ও পাঠাগারের মণ্ডপ। ২) কোচবিহার শহরের শান্তিকুটির ক্লাবের ভ্যাটিক্যান সিটির আদলে মণ্ডপ। ৩) মাথাভাঙ্গা দক্ষিণপাড়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির প্রতিমা। ৪) ফালাকাটার মাদারি রোড পুজো কমিটির মণ্ডপে আলোর রোশনাই। ৫) কোচবিহারের মহিষবাথান বিদ্যাসাগর ক্লাব ও পাঠাগারের মণ্ডপ। ৬) আলিপুরদুয়ারারের রামরূপ সিং রোডের মণ্ডপ। ৭) ময়নাগুড়ি ইয়ুথ ক্লাবের প্রতিমা। ৮) জলপাইগুড়ির দিশারী ক্লাবের মণ্ডপ। ৯) শিলিগুড়ির সুভাষপল্লি যুবক সংঘের প্রতিমা। ১০) শিলিগুড়ি ওয়াইএমএ ক্লাবের মণ্ডপ। ১১) বাতাসির পিএসএ ক্লাবের মণ্ডপ। ১২) ফুলবাড়ি বটতলা কমিটির প্রতিমা।

ছবিগুলি তুলেছেন ঃ অপর্ণা গুহ রায়, ভাস্কর সেহানবিশ, জয়দেব দাস, বিশ্বজিৎ সাহা, আয়ুষ্মান চক্রবর্তী, ভাস্কর শর্মা, অর্ঘ্য বিশ্বাস, শুভঙ্কর চক্রবর্তী, তপন দাস, সূত্রধর, শান্তনু ভট্টাচার্য ও কার্তিক দাস

চাকরি 'ছাড়লেন' ৭৫ ডাক্তার

উত্তরের দুই মেডিকেলে গণ ইস্তফা

শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি, ৯ অক্টোবর : কলকাতার 'বিপ্লবের ঢেউ' এবার এসে পৌঁছাল উত্তরেও। জুনিয়ার চিকিৎসকদের পাশে দাঁড়াতে উত্তরবঙ্গ এবং জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে গণ ইস্তফা দিলেন সিনিয়ার চিকিৎসকরা। উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ বিদ্যুৎ গোস্বামী থেকে শুরু করে অন্তত ৫০ জন চিকিৎসক এদিন গণ ইস্তফায় সই করেছেন। জলপাইগুড়িতে ইস্তফা দিয়েছেন ২৫ জন। তবে দুই জায়গাতেই সংখ্যাটা আরও বাড়তে পারে বলে সূত্রের খবর।

চাকরি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ইস্তফা দিলেও পরিষেবা স্বাভাবিক রেখেছেন সকলেই। রোগী দেখা এবং পড়ানোর মাঝে এসে অনশনকারীদের মঞ্চে বসেছেন চিকিৎসক ও অধ্যাপক চিকিৎসকরা। তাঁদের স্বাস্থ্যের খোঁজ রাখছেন নিয়মিত। সেইসঙ্গে রাজ্য সরকারের ভূমিকায় বিষোদ্গার শুরু করেছেন সকলেই। উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের অস্থি বিভাগের প্রধান ডাঃ পার্থসারথি সরকারের বক্তব্য, 'ছোট ছোট ছেলেমেয়ের জন্যে আমরা বড়রা এই পথে হাঁটতে বাধ্য হলাম। প্রায় তিনদিন পার হলেও সরকার কোনও পদক্ষেপ করল না।' জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস-এর তরফে চিকিৎসক উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, 'কয়েকদিন ধরে আমাদের বাচ্চারা অনশন করে যাচ্ছে। তাদের শারীরিক অবস্থার ধীরে ধীরে অবনতি হতে শুরু করেছে। সরকারের পদক্ষেপ করার এটাই সময়। কিন্তু তেমনটা না হওয়ায় আমাদের এই পদক্ষেপ।'

আরজি করের ঘটনার পর কলকাতায় জুনিয়ার চিকিৎসকরা একাধিক দাবি জানিয়ে সম্প্রতি অনশনে বসেছেন। তাঁদের দাবিকে সমর্থন জানিয়ে মঙ্গলবার থেকে রাজ্যের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে জুনিয়ার এবং সিনিয়ার চিকিৎসকরা প্রতীকী অনশনে বসছেন। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে চিকিৎসকরা কর্মসূচিতে অংশ না নিলেও এদিন সকাল থেকে রীতিমতো অনশন মঞ্চ তৈরি করে আন্দোলনে শামিল হন। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে অবশ্য অনশন শুরু হয়েছে সোমবার থেকে। জুনিয়ার চিকিৎসকদের হয়ে দুজন প্রতিনিধি সেখানে অনশনে বসেছেন। দিন-দিন তাঁদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হচ্ছে।

ষষ্ঠীর সকালে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালেও চিকিৎসকরা একে একে ইস্তফা দিতে শুরু করেন। প্রথম ইস্তফা দেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের নিউরো সাইকিয়াট্রি বিভাগের প্রধান ডাঃ নির্মল বেরা। এরপর অধ্যাপক চিকিৎসক দীপাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণাভ ঘোষের মতো অনেকেই ইস্তফাপত্রে স্বাক্ষর করেন। তবে, প্রত্যেকে এদিন নিজ নিজ ডিউটি করেছেন। চিকিৎসকদের দাবি, সরকার এই ইস্তফা গ্রহণ না করলে প্রয়োজনে প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবেও ইস্তফা দেবেন। মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের প্রধান ডাঃ অরুণাভ ঘোষ বলছেন, 'এতদিন ধরে বিক্ষোভ চলছে, কিন্তু তার কোনও সমাধান নেই। এটা কী হচ্ছে? কোথায় রাজ্যের পদস্থ আমলারা? তিনদিন হয়ে গেল অনশন চলছে। এরপর কিছু একটা হয়ে গেলে তার দায় কে নেবে?'

আরজি করের জুনিয়ার চিকিৎসকদের অনশন কর্মসূচির ১০ দফা দাবিকে সমর্থন জানিয়ে এদিন সকাল ৯টা থেকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের সুপারস্পেশালিটি বিভাগের সামনে প্রতীকী অনশনে বসেন তিন চিকিৎসক। অনশন মঞ্চে জলপাইগুড়ি নাগরিক সংসদের তরফে একজন চিকিৎসক সহ চারজন প্রতিনিধিও শামিল হয়েছেন। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টা তাঁদের এই প্রতীকী অনশন চলবে।

দুপুরের পর চিকিৎসকদের একাংশ সেখানে গণ ইস্তফা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এরপর গণ ইস্তফাপত্র লিখে তাতে একে একে চিকিৎসকরা স্বাক্ষর করেন। মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসক সুদীপন মিত্র বলছেন, 'ইস্তফা দিলেও আমরা আগামী এক মাস স্বাস্থ্য পরিষেবা চালিয়ে যাব। তারপরও যদি সরকার দাবি নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত না নেয় সেক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ভাবব।' একই কথা বলেছেন মানসিক বিভাগের চিকিৎসক স্বস্তিশোভন চৌধুরী।

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ প্রবীর দেব অবশ্য চিকিৎসকদের গণ ইস্তফা প্রসঙ্গে কিছুই জানেন না বলে দাবি করেছেন। তাঁর যুক্তি, 'কেউ আমাকে এই বিষয়ে কিছু জানাননি। তবে এদিন থেকে চিকিৎসকদের একাংশ অনশন কর্মসূচিতে বসেছেন। কিন্তু আমাদের হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা স্বাভাবিক রয়েছে।'

প্রতিবাদের ঢেউ

- উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে ইস্তফা দিয়েছেন প্রায় ৫০ জন ডাক্তার
- জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে সংখ্যাটা প্রায় ২৫
- আরও কয়েকজন ইস্তফা দিতে পারেন বলে খবর
- গণ ইস্তফা সরকার গ্রহণ না করলে ব্যক্তিগতভাবে ইস্তফা দেওয়ার হুঁশিয়ারি
- ইস্তফা দিলেও দুই জায়গাতেই রোগী পরিষেবা স্বাভাবিক রেখেছেন সকলে

কলকাতার কাশী বোস লেন দুর্গাপুজো সমিতির পুজো। বুধবার ছবিটি তুলেছেন আবির চৌধুরী।

আতঙ্ক তিস্তা-তোর্ষা এক্সপ্রেসে

রেললাইনে পড়ে তার, চাকায় ঘর্ষণে আগুন

শিলিগুড়ি ও কিশনগঞ্জ, ৯ অক্টোবর : রেললাইনে পড়ে একগুচ্ছ মোটা তার। ট্রেনের চাকা তারের সংস্পর্শে আসতেই ঠিকরে বের হল আগুনের শিখা। মহাষষ্ঠীর রাতে সবাই যখন উৎসবের আনন্দে মশগুল, ঠিক তখন এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল শিয়ালদাগামী তিস্তা-তোর্ষা এক্সপ্রেসে। বুধবার রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে কুরিয়াল স্টেশন এবং কুমেদপুর জংশনের মাঝে। ঠিক সময়ে লোকোপাইলট ট্রেন না দাঁড় করালে, বড় দুর্ঘটনা হতে পারত বলে মনে করছেন রেল আধিকারিকদের একাংশ। প্রশ্ন উঠছে, উৎসবের আবহে এটা কি তাহলে কোনও নাশকতার ছক? রেললাইন থেকে তার সরিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে আরপিএফ।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জনসংযোগ আধিকারিক নীলাঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'ট্র্যাকশনে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছিল বলে সংশ্লিষ্ট ডিভিশন থেকে জানানো হয়েছে। কিছু তার পাওয়া গিয়েছে। তবে তার জন্য ট্রেন চলাচলে বড় কোনও সমস্যা হয়নি।'

সাম্প্রতিক সময়ে একাধিকবার মালগাড়ি বা যাত্রীবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত করার চেষ্টা হয়েছে। কোথাও লাইনের ওপর ফেলে রাখা হচ্ছে কংক্রিটের টুকরো বা গ্যাস সিলিন্ডার, কোথাও আবার রাখা হচ্ছে লোহার পাত। এসবের জেরে উদ্বেগ বাড়ছে যাত্রীদের মধ্যে। বাড়ানো হয়েছে নজরদারি। কিন্তু তারপরও এই ধরনের ঘটনা এড়ানো যাচ্ছে না। এর মধ্যে নবতম সংযোজন রেললাইনের ওপর তার ফেলে রাখা। ঘটনাটি যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে রেল।

রেল সূত্রের খবর, এদিন লাইনে পড়ে থাকা তারের সঙ্গে চাকার ঘর্ষণের বিষয়টি টের পেতেই চালক ট্রেন দাঁড় করিয়ে দেন। তিনি এবং গার্ড ট্রেন থেকে নেমে ঘটনার কথা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানান। এরপর তার সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে আরপিএফ। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন রেলের আধিকারিকরা। সংলগ্ন এলাকায় তল্লাশিও চালায় আরপিএফ।

তবে তার ছাড়া অন্য কিছু না মেলায় সবুজ সংকেত দেওয়া হয়। প্রায় ২৫ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার পর ফের শিয়ালদার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় তিস্তা-তোর্ষা এক্সপ্রেস। এই ঘটনার পরে কাটিহার ডিভিশনে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বলে রেলের একটি সূত্র জানিয়েছে।

জাতীয় সড়ক অবরোধ শ্রমিকদের

বানারহাট, ৯ অক্টোবর : বকেয়া বেতনের দাবিতে বুধবার বানারহাটে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে রাত পর্যন্ত বিক্ষোভ দেখালেন তোতাপাড়া চা বাগানের শ্রমিকরা। সকাল ৯টা থেকে শুরু হয়ে অবরোধ চলে রাত পর্যন্ত। অবরোধের জেরে মহাষষ্ঠীর দিনে যাত্রীদের চরম দুর্ভোগে পড়তে হয়। দিনভর অবরোধকারীদের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা চালায় পুলিশ প্রশাসন। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই কর্ণপাত করেননি শ্রমিকরা। অবরোধের কারণে যাত্রীবোঝাই বাস থেকে শুরু করে সেনাবাহিনীর গাড়িও আটকে পড়ে। প্রায় ১০ ঘণ্টা ধরে অবরোধ চলার পর সন্ধ্যা নাগাদ মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলে সেসময় পুলিশ জোর করে অবরোধ তুলে দেয়। বাগানের শ্রমিক অরবিন্দ পাসোয়ান বলেন, 'দুটি পাক্ষিক বেতন বকেয়া, আগামী শনিবারে তিনটি হবে। সাব-স্টাফদের এক মাসের বেতন বকেয়া, বাবুস্টাফদের ৬ মাস ধরে কাজ করেও মিলছে না বেতন। মালিকপক্ষ আমাদের কোনও কথা শুনতে চাইছে না। বাধ্য হয়েই আমাদের পথে নামতে হয়েছে।'

এর আগে এদিন সকালে শ্রমিকরা প্রায় ৪ কিমি পথ হাঁটিয়ে বাগানের ম্যানেজারকে অবরোধস্থলে নিয়ে আসেন। সেখানেই তাঁকে ঘেরাও করে রাখা হয়। বিকেলে জাতীয় সড়কে টায়ার জ্বালিয়েও বিক্ষোভ দেখান ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সমীর আহমেদ, এসডিপিও গ্যালসেন লেপচা, বানারহাট থানার আইসি সমীর দেওসা সহ বিশাল পুলিশবাহিনী। শ্রমিকদের সঙ্গে তাঁরা সকাল থেকে কথা বলেন। অবরোধের জেরে পুজোর সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে বাড়ি ফেরার পথে প্রচুর মানুষ আটকে পড়েন। অবরোধে আটকে থাকা সতীশ মণ্ডল নামে এক যাত্রী বলেন, 'কোনওভাবেই অবরোধকারীরা ছাড়ল না। দিনভর চরম ভোগান্তি হল।'

কাজ বন্ধ বাগানে

প্রথম পাতার পর

'গত ২৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বোনাস দেওয়ার কথা হলেও আমাদের দেওয়া হয়েছে ৫ অক্টোবর। ৭ অক্টোবর মজুরির টাকা পাওয়ার তারিখ হলেও বুধবার পর্যন্ত দেওয়া হয়নি।'

ডিমডিমার শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যা ১৬১০। এঁদের মধ্যে প্রায় ৬০০ অস্থায়ী সহ কাজ করেন গড়পড়তা ১১০০ থেকে ১২০০ জন। ডানকানসের হাতে থাকাকালীন ২০১৫ সালের এপ্রিল মাসে অচল হয় ডিমডিমা। ২০১৮ সালে মাত্র মাস তিনেক খোলা ছিল বাগানটি। ২০১৯ সালের মার্চ মাসে বাগানটি যায় এসএস এনডিয়েভারস কোম্পানির হাতে। ২০২২ সালের ২২ জুন ডিমডিমা টি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির হাতে যায় বাগানটি। এরপর থেকেই নির্ধারিত তারিখে মজুরি মেলে না, অভিযোগ শ্রমিকদের। বর্তমানে শ্রমিকদের একপক্ষকালের মজুরি এবং শ-দেড়েক স্টাফ ও সাব-স্টাফের একমাসের বেতন বকেয়া।

বাম দলগুলি মুখ্য ভূমিকায়

পুজোয় নারী নির্যাতনের প্রতিবাদ

পল্লব ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৯ অক্টোবর : আরজি কর ও কুলতলির মতো ঘটনার প্রতিবাদে সরব আলিপুরদুয়ার। একাধিক অরাজনৈতিক সংগঠন, রাজনৈতিক দলগুলি নিজস্ব ব্যানারে প্রতিবাদে শামিল হয়েছে। বাম দলগুলি শহরে এমন প্রতিবাদ আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। আলিপুরদুয়ার লোকসভা বা বিধানসভায় সব আসনে জয়ী রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপিকে সেভাবে প্রতিবাদের দেখা যায়নি বলে শহরের রাজনৈতিক মহলের দাবি। উলটোদিকে জেলায় শক্তিশালী সংগঠন থাকা সত্ত্বেও বিজেপি এই আন্দোলনকে যে পর্যায়ে নেওয়ার দরকার ছিল তা করতে না পারায় অনেকেই হতাশ।

বামেরা কি হারানো জমি পুনরুদ্ধার করতে পারছে? বাম দলগুলির ছাত্র, যুব, মহিলা সংগঠনের ব্যানারে একদিকে যখন প্রতিবাদ আন্দোলন চালাচ্ছেন তেমনই তাদেরই বামকর্মীদের একাংশ নাগরিক সমাজের ব্যানারের আড়ালে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে। বিজেপি ডুয়ার্সকন্যা অভিযান বা বাংলা বনধ ডাকলেও সেভাবে দলীয় ব্যানারে আন্দোলন করতে ব্যর্থ বলে শহরের রাজনৈতিক মহলের মত। ফলে, এই মুহূর্তে শহরে নারী নির্যাতনের ঘটনায় প্রতিবাদ আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী হিসেবে বাম দলগুলিকে লক্ষ করা যাচ্ছে। পুজোর দিনগুলিতেও বামদলের বিভিন্ন শাখা সংগঠন আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক মিঠু দাস জানান, সরাসরি আন্দোলনের পরিবর্তে মানুষের আবেগের সুযোগ নিচ্ছে বামেরা। তিনি বলেন, 'দলীয় ব্যানারে আন্দোলনে নামলে বামেদের দৈন্যদশা প্রকট হবে। তবে বিজেপি আরজি কর সহ সমস্ত নারী নির্যাতনের ঘটনায় প্রতিবাদে ছিল, আছে এবং আগামীতেও থাকবে। বামেদের সঙ্গে বিজেপির তুলনা করে লাভ নেই।' সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির জেলা সম্পাদিকা অপর্ণা রায় জানান, তৃণমূল-বিজেপির মধ্যে সেটিং রয়েছে বলেই ওদের আন্দোলন সেভাবে দানা বাঁধছে না। তিনি বলেন, 'ওরা যতই দ্বন্দ্ব করুক সেটা সামনাসামনি। কেননা, তাদের মধ্যে বোঝাপড়া রয়েছে।' অন্যদিকে এদিন সন্ধ্যায় শহরের বেলতলা মোড় এলাকা ও জংশন লিচুতলায় সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির আলিপুরদুয়ার সদর কমিটির উদ্যোগে তিলোত্তমাদের বিচারের দাবিতে নীরব প্রতিবাদ কর্মসূচির সূচনা করা হয়। জানা গিয়েছে, ষষ্ঠী থেকে নবমী পর্যন্ত এই চারদিন বেলতলা মোড়ের কর্মচারী ভবনের সামনে নীরব প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে অভয়াদের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে নীরব প্রতিবাদ জানানো হবে। এছাড়া সেখানে সংগঠনের ব্যানারে আরজি করে শিক্ষানবিশ মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুন, দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরের কুলতলির ন'বছরের কিশোরীর পর কে? এমন কথা লেখা প্ল্যাকার্ড, পোস্টার, ব্যানার দেখা গিয়েছে।

রাজনীতির রং

- একাধিক অরাজনৈতিক, রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিবাদে শামিল হয়েছে
- আন্দোলনকে ঘিরে বামেরা রাজনীতিতে ফের প্রাসঙ্গিক হচ্ছে, জল্পনা
- পক্ষান্তরে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপিকে আসরে দেখা যাচ্ছে না
- জেলায় শক্তিশালী সংগঠন থেকেও বিজেপি এমন ব্যর্থতায় অনেকেই হতাশ

নারী নিরাপত্তায় জোর দশমীর মেলায়

ফালাকাটা, ৯ অক্টোবর : রাজ্যজুড়ে আরজি কর কাণ্ডের আঁচ এখনও জ্বলছে। আর চলছে নারী নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা। এরই মধ্যে এবার ফালাকাটার দশমীর মেলায় নারী নিরাপত্তা নিয়ে আলাদা করে কড়াকড়ি করছেন উদ্যোক্তারা। একাধিক বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ব্যবস্থা করা হয়েছে পর্যাপ্ত সিসিটিভি ক্যামেরা ও মহিলা পুলিশের। এমনিতে এই মেলায় ক্লাবগুলির প্রতিনিধিদের জন্য বসার ব্যবস্থা করা হয় লটারি করে। কিন্তু সেই নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই ফালাকাটার দশমীর মেলায় সব মহিলা পরিচালিত পুজো কমিটির সদস্যদের এক জায়গায় রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আর সেই জায়গায় নজরদারির জন্য থাকবে মহিলা পুলিশ ও সিসিটিভি ক্যামেরা।

ফালাকাটা দশমী ঘাট কমিটির সভাপতি হলেন পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি নিজেই। তিনি বললেন, 'দশমী মেলা হল ফালাকাটার ঐতিহ্যপূর্ণ অনুষ্ঠান। সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের জন্য এর আলাদা নামডাক আছে। এবার সেই ঐতিহ্য ধরে রাখতেই আমরা মহিলা পরিচালিত পুজোগুলিকে পাশাপাশি রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' সেখানে মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থাই থাকবে বলে আশ্বাস তাঁর।

দশমী ঘাট কমিটির অন্যতম কর্মকর্তা জয়ন্ত বাগচী বলেন, 'দশমীর ঘাটে প্রতি বছর প্রায় ৭০টি প্রতিমা আসে। ঘাটে কোন পুজো কমিটির সদস্যরা কোথায় বসবেন, তা লটারির মাধ্যমে ঠিক করা হয়। তবে এবার মহিলা পরিচালিত পুজো ও বাড়ির পুজোগুলির তরফে যাঁরা আসবেন, তাঁদের লটারি করে না বসিয়ে পাশাপাশি বসানো হবে। এতে বিশেষ করে মহিলা পরিচালিত পুজো কমিটিগুলি একসঙ্গে থাকবে।'

ফালাকাটায় ঘাট সংস্কার শুরু হয়েছে। প্রায় ৫০ বছর হতে চলল এই মেলা। কমিটি জানিয়েছে, প্রতি বছর দশমীতে এখানে প্রায় ১২ থেকে ১৬টি মহিলা পরিচালিত পুজো কমিটি অংশ নেয়।

স্বাস্থ্য ভবনে বৈঠক

প্রথম পাতার পর

অফিস ফেরত মানুষ ও পুজোর দর্শনার্থীদের প্রবল ভোগান্তি হয়। স্বাস্থ্য ভবনে বৈঠক চলাকালীন দক্ষিণ কলকাতার একটি মণ্ডপে বিচারের দাবিতে স্লোগান দেওয়ায় ৯ জনকে পুলিশ আটক করে। প্রতিবাদে অনশন মঞ্চ থেকে জুনিয়ার ডাক্তারদের মিছিল রওনা হয় লালবাজারের দিকে। পুলিশ মিছিল আটকে দেওয়ার পর ৪ জন প্রতিনিধিকে কথা বলার জন্য লালবাজারে ঢুকতে অনুমতি দেওয়া হয়।

তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ এইসব কর্মসূচিকে কটাক্ষ করে এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'মঞ্চে লোক আসছে না। ওদিকে পুজোয় ভিড়। তাই হঠাৎ ম্যাটাডোর নিয়ে পুজোর ভিড়ে গিয়ে প্রচারের নামে যানজট, গোলমালের অপচেষ্টা।' তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'সিবিআইয়ের চার্জশিটের পরেও পুজোর সময় অশান্তির চেষ্টা কেন?'

বুধবার ধর্না মঞ্চে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ও অভিনেত্রী অপর্ণা সেন। মুখ্যমন্ত্রীকে ধর্না মঞ্চে আসার আহ্বান জানান অপর্ণা। অনশনকারীদের সঙ্গে কথা বলেন রাজ্যপাল। অনশনস্থলের বাইরেও নানা কর্মসূচি ছিল আন্দোলনকারীদের। যেমন, আরজি কর হাসপাতালে নির্যাতিতার স্মরণে রক্তদান শিবিরের আয়োজন হয়েছিল। আবার সিবিআই তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলে চিকিৎসক ও নার্সদের তিনটি সংগঠন করুণাময়ী থেকে সিজিও কমপ্লেক্স পর্যন্ত মিছিল করে।

অনশনকারীদের শারীরিক অবস্থার অবনতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চের ৭৫ জন সদস্য। সংগঠনের সভাপতি নাট্যব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তীর পাশাপাশি মীরাতুন নাহার, সুজাত ভদ্র, পল্লব কীর্তনিয়া, পবিত্র সরকার প্রমুখ মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছেন। বৃহস্পতিবার তাঁরা ধর্মতলার অনশন মঞ্চে যাবেন। শুক্রবার যাবেন নির্যাতিতার বাড়িতে। মেয়ের খুনের বিচার চেয়ে সোদপুরে বাড়ির সামনে পঞ্চমী থেকে ধর্নায় বসেছেন নির্যাতিতার বাবা-মা।

রসদ খোঁজেন ওঁরা

প্রথম পাতার পর

ক্রিসমাসে গোটা ঘর আলো দিয়ে সাজান। 'খানাপিনা' চলে। তবে এবারে আড়ম্বর কিছুটা কমবে, জানালেন মায়া।

দুই-তিন দশক আগেও বোনাসের টাকা হাতে পেলে তরাই-ডুয়ার্সের চা শ্রমিকরা সাইকেল, রেডিও, টিভি ইত্যাদি কিনতেন। এখন সেই ট্রেন্ড বদলেছে। গতবছর বোনাসের টাকায় হোম থিয়েটার কিনেছিলেন মায়া। এবছর কম, তাই এখনও কিছু কেনার কথা ভাবেননি। তবে একটা আলমারি কেনার ইচ্ছে রয়েছে তাঁর।

বাংলায় দুর্গাপুজোর পরেই আসে লক্ষ্মীপুজো। পাহাড়ের চা বাগানে ওই সময়ে ভাইলনির আমেজ। ভাইলনি সম্পূর্ণ মহিলাদের দ্বারা পালিত উৎসব। মাথায় পাহাড়ি ফুল, নতুন জামাকাপড় পরে গান গাইতে গাইতে বাড়ি বাড়ি ঘোরেন তাঁরা। সেই গানের দু'কলি শোনালেন রুবিনা- 'ভাইলনি আইল আগা ন, বাড়ালি কুড়ালি রাখা ন..' অর্থাৎ ভাইলনি এসেছে, ঘরদোর সাফসুতরো রাখো।

তার পরেই আসে ধেউসি। সম্পূর্ণ পুরুষ পরিচালিত। একইভাবে নতুন জামা পরে বাড়ি বাড়ি ঘুরে চলে গান-বাজনা। ভাইলনি, ধেউসি নির্ভরশীল বোনাসের ওপরেই। পাহাড়ের সিংহভাগ শ্রমিক জামাকাপড় কেনেন বাড়ির কাছে মার্কেট থেকে। সুযোগ হলে তবেই শিলিগুড়ির বিধান মার্কেট কিংবা হংকং মার্কেটে আসেন, নচেৎ নয়। গাড়িভাড়ায় কুলোয় না যে।

পাহাড়ের মতোই ডুয়ার্সের চা শ্রমিকরা পুজো বা ক্রিসমাসের কেনাকাটা সারেন স্থানীয় মার্কেট থেকে। শিলিগুড়িতে অত বড় মার্কেট, সেখানে যান না? 'দিল্লি বহুত দূর হে'-র মতো করে তেজকলীর সটান জবাব, 'শিলিগুড়ি.. সে তো অনেক দূর!' শ্রমিকরা ভালো বোনাস পেলে স্থানীয় হাটবাজার জমে ওঠে। কম পেলে মার খায় ব্যবসা। এবছর যেমন কিছুটা মার খাবে বলে ইতিমধ্যেই আশঙ্কায় রয়েছেন স্থানীয় হাটের ব্যবসায়ীরা।

পাহাড়ের চা বাগিচায় মূলত নেপালি ভাষাভাষির শ্রমিকদের আধিক্য। তবে তরাই-ডুয়ার্সে মিশ্র। সংখ্যার বিচারে এগিয়ে আদিবাসী সম্প্রদায়। তারপর নেপালি। খুব কম সংখ্যক বাঙালি। প্রত্যেক চা বাগিচায় একটা অন্তত পুজো হবেই।

প্রত্যেকবারের মতো এবারও কাঁঠালধুরায় পুজো উপলক্ষ্যে পোহা বানাবেন শ্রমিকরা। চাল-ডাল-বেসন দিয়ে তৈরি বড়ার মতো দেখতে ওই পোহা। পুজোয় একদিন যাত্রা হবে বাগানে। একই রংয়ের শাড়ি পরে যাত্রায় নাচবেন মহিলা শ্রমিকরা। বোনাসের টাকা থেকে সকলে অল্প করে চাঁদা দিয়ে সমস্তটা আয়োজন করেছেন। স্থায়ী শ্রমিকদের বোনাস বেশি, তাই তাঁরা একটু বেশি চাঁদা দেন। অস্থায়ীরা একটু কম। কিন্তু বছরে এই একবার উৎসব পালনে কোনও খামতি থাকে না। পাহাড় কিংবা ডুয়ার্স, বোনাস শ্রমিকদের কাছে শুধুমাত্র ক'টা টাকা নয়, আবেগ। সারা বছর কাজের পর সকলেই নিজেদের মতো করে আনন্দে মেতে উঠতে চান। তাতে একমাত্র ভরসা বোনাস। এবারে তরাই-ডুয়ার্স একরকম মেনে নিলেও পাহাড়ে বোনাস জট অব্যাহত। তবে এসব আপাতত সরিয়ে রেখে কয়েকটা দিন উৎসবে মন দিতে চাইছেন চা শ্রমিকরা। বছরে একবারই কিনা...

প্রকল্পের জট কাটাতে বৈঠক ১৮ই

শিলিগুড়ি, ৯ অক্টোবর : কোথাও ডাবল লাইনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, কিন্তু মিলছে না প্রয়োজনীয় জমি। কোথাও আবার নিজস্ব জমিতেও প্রকল্প গড়ে তোলা যাচ্ছে না জবরদখলের জন্য। এর জেরেই থমকে যাচ্ছে নতুন ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা। এমন পরিস্থিতিতে জনপ্রতিনিধিদের সাহায্য চাইছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। ওই লক্ষ্যেই আগামী ১৮ অক্টোবর সাংসদ এবং বিধায়কদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসছেন রেলের শীর্ষকর্তারা। নিউ চামটার একটি টি রিসর্টে হতে চলা বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার চেতনকুমার শ্রীবাস্তব।

নিউ জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি জংশন হয়ে ঠাকুরগঞ্জ পর্যন্ত ডাবল লাইনের পরিকল্পনা দীর্ঘদিনের। এই রুটে ডাবল লাইন হলে বিহার এবং কলকাতা সহ একাধিক গন্তব্যে এনজেপি থেকে নতুন ট্রেন ছোটানো সম্ভব হবে। কিন্তু ফুলেশ্বরী, হকার্স কর্নার, শিবমন্দির সহ একাধিক এলাকায় উচ্ছেদ চালাতে হবে। সেই উচ্ছেদের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বাধা আসার সম্ভাবনা প্রবল। কিন্তু রেলের কাছে প্রকল্পটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাহাড়ের যানজট রোধে রাস্তা এবং টয়ট্রেনের লাইন সমান রাখার পরিকল্পনাও অনেকদিনের। কিন্তু এখানেও রয়েছে জবরদখলের সমস্যা। গোটা উত্তরবঙ্গে এমন সমস্যা কম নয়। ফলে রেলপথের পরিকাঠামো উন্নয়ন ঘটানো যাচ্ছে না। কিন্তু জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে বারবার উঠে আসছে নতুন ট্রেনের দাবি। তাঁদের দাবিকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে রেলকে। এমন কিছু বাস্তব সমস্যা তুলে ধরার পাশাপাশি জনপ্রতিনিধিদের সাহায্য চাইতে বৈঠকটি ডাকা হয়েছে বলে রেল সূত্রে খবর।

এক রেল আধিকারিকের বক্তব্য, 'জনপ্রতিনিধিরা তাঁদের এলাকার সাধারণ মানুষকে অনেক সহজে বোঝাতে পারেন। সেই সাহায্য পাওয়া গেলে অনেক প্রকল্প সহজে বাস্তবের মুখ দেখবে।'

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলছেন, '১৮ অক্টোবর শিলিগুড়িতে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডাকা হয়েছে। ওই বৈঠকে সাংসদ, বিধায়কদের উপস্থিত থাকার কথা।'

প্রতিবাদের অপরিচিত ধারার ভারে বিপন্ন শাসক

প্রথম পাতার পর

প্রতিদিনের লড়াইয়ের মধ্যে থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে লড়াইয়ের অভিমুখ নির্ধারিত হচ্ছে।

আন্দোলনটিতে বড় ভূমিকা নিয়েছে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম। যার ফলে অতি দ্রুত আন্দোলনের বার্তা ছড়িয়ে পড়ছে। যাতে ছোট, বড় নানা পরিসরে নাম না জানা, বিভিন্ন পেশা ও সমাজের নানা অংশের নাগরিকরা নিজেদের মতো করে সুবিচারের দাবিতে পথে নেমেছেন। প্রতিটি আহ্বানকে কেন্দ্র করে জমাট বাঁধছে মানুষের ভিড়। যে আন্দোলনের কোনও নির্দিষ্ট নেতৃত্ব নেই। তবে সময় এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

এই নাগরিক আন্দোলন এতদিন তেমনভাবে গোচরে না থাকা বিভিন্ন সমস্যার দিকে নজর ঘুরিয়েছে। জুনিয়ার ডাক্তাররা যখন গ্রামগঞ্জের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো ঠিক করার দাবি তুলছেন, তখন উঠে আসছে সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের পেছনে বুনিয়াদি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর অন্ধকার দিক। এই তো সেদিন রতুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে অপারেশন করতে গিয়ে সেলাই করার সুতো পাননি চিকিৎসক। রোগীর পরিজনকে বাইরে থেকে সুতো কিনে দিতে হল।

অনেক গ্রামীণ হাসপাতালে জেনারেটর নেই। মোমবাতির আলোয় করতে হয় অপারেশন। গ্রামীণ হাসপাতালগুলি ছেড়ে দিলাম, রাজ্যের বড় বড় মেডিকেল কলেজে নেই যথাযথ সুরক্ষা ব্যবস্থা। আরজি করের ঘটনার পর হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসক সংকটের বিষয়টিকেও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

এই আন্দোলন থেকে জানতে পারা যাচ্ছে, যে পড়াশোনা এতদিন মেধাবী ডাক্তার তৈরি করত, সেখানে ভিতরে ভিতরে দুর্নীতি আর অযোগ্যতা বাসা বেঁধেছে। উঠে এসেছে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার অভাব, বিশেষ করে মেয়েদের। এখন গ্রামগঞ্জের প্রচুর ছেলেমেয়ে বাইরে পড়তে যান, তাঁদের অনেকে ডাক্তারি-নার্সিং পড়েন। এই ঘটনায় তাঁদের অভিভাবকরা ভয়, অনিশ্চয়তায় ভুগছেন।

এঁরা অনেকে চিকিৎসার জন্য সরকারি হাসপাতালে যান। সেখানকার চরম দুরবস্থা জানতে পারেন নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে। শ্রমিক হিসাবে, নারী হিসাবে, নাগরিক হিসাবে সুচিকিৎসার সুযোগ থেকে এই বঞ্চনার সঙ্গে এখন জুড়ে যাচ্ছে চিকিৎসকদের নিরাপত্তাহীনতাজনিত ক্ষোভ, যন্ত্রণা। তিলোত্তমার জন্য প্রতিবাদের সঙ্গে সব জুড়ে গিয়েছে।

গত কয়েক বছরে একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগ সামনে এসেছে। চিটফান্ড কেলেঙ্কারি থেকে শিক্ষক ও অন্যান্য নিয়োগে দুর্নীতি, কাটমানি সংস্কৃতি, বালি-কয়লা ইত্যাদি পাচারে অনিয়ম, পঞ্চায়েত বা পুরসভায়, নানা আর্থিক কেলেঙ্কারি, ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের বরাদ্দ নয়ছয়- তালিকাটা দীর্ঘ। এইসব ঘটনায় ক্ষোভের বারুদ জমেছিল অনেকদিন। এর সঙ্গে সরকারের অসহিষ্ণু মনোভাব, নির্বাচনের নামে প্রহসন, দুর্নীতি-নৈরাজ্যের সিন্ডিকেট, শাসনের স্বৈরতান্ত্রিক ঝোঁক, বেকারত্ব ইত্যাদি এই আন্দোলনে স্ফুলিঙ্গের কাজ করেছে।

আরেকটি দিক থেকে নাগরিকদের এই আন্দোলন আলাদা হয়ে উঠেছে। তা হল রাজনৈতিক দলগুলির প্রথাগত আন্দোলনের ছক ভেঙে দেওয়া। পশ্চিমবঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরে বিভিন্ন ঘটনায় গণবিক্ষোভ ফেটে পড়ার বহু উপাদান ছিল। যেমন কামদুনি, বগটুই ইত্যাদি। যেসবের প্রতিবাদ শুরু হলেও তা কখনও বিরোধী দলগুলির বিক্ষোভ বা নাগরিক সমাজের এক অতি ক্ষুদ্র অংশের নিয়মমাফিক প্রতিবাদে আটকে থাকায় শাসকের তেমন বিপদ হয়নি।

ফলে ক্রমাগত প্রতিটি নির্বাচনে তৃণমূল জয়লাভ করেছে, আসন বাড়িয়েছে। বিরোধীরা, বিশেষ করে বামপন্থীরা, পঞ্চায়েত ও অন্যান্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় ক্ষমতাহীন এবং যোগাযোগহীন হওয়ার ফলে আন্দোলনের তীব্রতাকে বা মিছিল, জনসভার ভিড়কে নির্বাচনি ফলাফলে পরিণত করতে পারেনি। তৃণমূল বিরোধীদের প্রতিটি আন্দোলনকে সহজে দমিয়ে দিতে পেরেছে।

কিন্তু আরজি করের ঘটনা পরবর্তী রাজনৈতিক পরিচয়হীন এই রাজ্য সরকারের সামনে যে পরিস্থিতি তা তৈরি করেছে, তা নতুন এবং চিরাচরিত সিলেবাসের বাইরের। ফলে পরিচিত পথে সেই আন্দোলনকে দমন করতে পারছে না। কখনও উৎসবের নামে, কখনও রাজনৈতিক পরিচিতির নামে, কখনও ডাক্তার বনাম রোগীর বিভাজনে আন্দোলনটিকে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বটে, তবুও আন্দোলন চলছে।

তরুণী চিকিৎসকের হত্যাকাণ্ডের পর প্রায় দুই মাস পার হলেও প্রতিবাদ বন্ধ হয়নি। স্বাভাবিক নিয়মে রাস্তায়, মিছিলে-জমায়েতে ভিড় কমলেও লাগাম পড়েনি বিক্ষোভের তীব্রতায়। বরং উৎসবেও প্রতিবাদ জারির বার্তা স্পষ্ট হচ্ছে। সেই আন্দোলন সফল হবে কি না, তার উত্তর না হয় ভবিষ্যতের উপরেই আপাতত ছেড়ে রাখা যাক।

প্রতিমা তৈরি

শালকুমারহাট, ৯ অক্টোবর : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমারহাটের শতাব্দীপ্রাচীন কালীবাড়ির কালী প্রতিমার কাজ শুরু হল। বুধবার সকাল থেকে খড় দিয়ে প্রতিমা গড়ার কাজ শুরু করেন স্থানীয় মৃৎশিল্পী লোকনাথ রায়। প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে কালীবাড়ির মন্দিরের সামনেই এই প্রতিমা তৈরির কাজ চলবে। কালীবাড়ির মুন্সিপাড়া শ্রীশ্রী ঈশ্বরী কালীমাতা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক শ্যামাপ্রসাদ কার্জি বলেন, 'নিয়মনিষ্ঠা সহকারে এখানে মায়ের প্রতিমা তৈরি হয়। প্রতিবারের নিয়ম অনুযায়ী এবারও দুর্গাপুজোর মধ্যেই প্রতিমার কাজ শুরু হল।'

টহলদারি

পলাশবাড়ি, ৯ অক্টোবর : পুজোর মরশুমে জলদাপাড়া বন দপ্তরের টহলদারি জারি রয়েছে। বুধবার পূর্ব কাঁঠালবাড়ি পঞ্চায়েতের যোগেন্দ্রনগরের রাস্তায় জলদাপাড়ার ব্যাংডাকি বিট অফিসার অন্বেষণ চক্রবর্তী ও কুঞ্জনগরের বিট অফিসার সনৎ শূরের নেতৃত্বে টহলদারি চলে। বনকর্মীদের সঙ্গে হ্যান্ড মাইকও ছিল। মাইকে এলাকাবাসীর উদ্দেশে ঘোষণা করা হয়, এই রাস্তা দিয়ে রাতে কেউ একা একা প্রতিমা দর্শনে যাবেন না। দলগতভাবে যাতায়াত করবেন। সঙ্গে টর্চলাইট রাখবেন। ব্যাংডাকির বিট অফিসার অন্বেষণ চক্রবর্তী বলেন, 'পুজো সবার নির্বিঘ্নে কাটুক আমরা চাই। সেজন্যই নজরদারি চলছে।'

বস্ত্রদান

মাদারিহাট ও সোনাপুর, ৯ অক্টোবর : মাদারিহাট অশ্বিনীনগর ১ নম্বর ওয়ার্ডের পঞ্চায়েত সদস্যা টুসি সাহা তাঁর ছয় মাসের সাম্মানিক দিয়ে দুঃস্থদের বস্ত্র দিলেন। টুসি জানালেন, তিনি প্রতি বছর এই সেবা করেন। অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শিলবাড়িহাটের ব্যবসায়ী কৃষ্ণ দে নিজের বাড়িতে প্রথমবার দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে এদিন প্রায় ২০০ জন দুঃস্থকে বস্ত্র দিলেন।

বসে আঁকো

পলাশবাড়ি, ৯ অক্টোবর : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের মেজবিলের মহিলা পরিচালিত দুর্গাপুজো কমিটির উদ্যোগে বুধবার বসে আঁকো প্রতিযোগিতা হল। এদিন সকালে মণ্ডপের সামনেই ১১৬ জন শিশু এই প্রতিযোগিতায় শামিল হয় বলে পুজো কমিটির সভাপতি গীতারানি সেন জানিয়েছেন।

ষষ্ঠীতে দেশবন্ধুপাড়ায় উপচে পড়া ভিড়। বুধবার ফালাকাটায় ভাস্কর শর্মার তোলা ছবি।

হাতির ভয়ে দিনেই প্রতিমা দর্শন

রাজু সাহা

শামুকতলা, ৯ অক্টোবর : সন্ধ্যার পর প্রায়ই হাতি হানা দেয় গ্রামে। সেকারণে রাতে পুজো দেখা হয় না আলিপুরদুয়ারে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের বনাঞ্চল লাগোয়া এলাকার বাসিন্দাদের। দিনের আলো থাকতে থাকতেই পুজো দেখে ঘরে ফিরে যাবেন সকলে। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের ছিপড়া জঙ্গল লাগোয়া ছোট চৌকিরবস গ্রামের সুজন দেবনাথ বললেন, 'পুজোর সময় আমরা প্যান্ডেলে থাকলেও মাথায় হাতিকে নিয়েই চিন্তা ঘোরে। কয়েকদিন আগেও বুনো হাতির দল হানা দিয়ে আমার ধান এবং কপিখেত নষ্ট করেছে। তাই পুজোর সময় হাতির হানা নিয়ে আমরা খুবই চিন্তায় রয়েছি।'

ধান সবে পাকতে শুরু করেছে। বিভিন্ন সবজি, যেমন, বাঁধাকপি, ফুলকপিও চাষ হচ্ছে। এইসবের লোভে প্রায় রোজ রাতে গ্রামে হাতি এসে তাণ্ডব চালায়। সন্ধ্যার পর রাস্তায় তাই বুনো হাতির সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। সেকারণে পুজোর আনন্দে মেতে উঠলেও চিন্তা বুনো হাতিকে নিয়েই। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের সাউথ রায়ডাক রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার দেবাশিস মণ্ডল বলেন, 'পুজোর অনেক আগে হাতির হানা রোধে টহল বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পুজোর আনন্দে যাতে কোনও ব্যাঘাত না ঘটে সেজন্য নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। বনরক্ষীদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে।'

পুজোর আনন্দ

- সন্ধ্যার পর হাতির মুখে না পড়তে চেয়ে দিনেরবেলাতেই পুজো দেখেন জঙ্গল লাগোয়া এলাকার বাসিন্দারা
- ফসল বাঁচাতে সন্ধ্যার পর পুজোর প্যান্ডেল নয়, জমি পাহারা দেন বাসিন্দারা
- আগে থেকে পটকা, মশাল জ্বালানোর সামগ্রী বাড়িতে মজুত করে রাখা হয়েছে

খাবারের সন্ধানে বুনোর দল জঙ্গল লাগোয়া গ্রামগুলিতে হানা দেয়। ফসল বাঁচাতে সন্ধ্যার পর পুজোর প্যান্ডেল নয়, তাদের জমি পাহারা দিতে ছুটতে হয় চাষের খেতে। এইসময় বন দপ্তরের কর্মীরা যেমন সজাগ থাকেন তেমনি জঙ্গল লাগোয়া এলাকার বাসিন্দারাও সন্ধ্যার পর পরিবারের লোকজনদের বাড়িতে রেখে খেতের ফসল বাঁচাতে টং ঘরে চলে যান। জঙ্গল লাগোয়া এলাকার বাসিন্দারা শহরের পুজো দেখে ফেরার পথে অনেকেরই হাতির সামনে পড়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে। উত্তর শিবকাটার প্রবীণ বাসিন্দা বিমল সরকার বললেন, 'একবার পুজো দেখতে আলিপুরদুয়ার শহরে গিয়েছিলাম। রাতে ফেরার পথে হাতির মুখোমুখি হয়েছিলাম। পালিয়ে কোনওমতে প্রাণে বেঁচেছিলাম। সেই কথা মনে পড়লে আজও গা শিউরে ওঠে।'

বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের বনাঞ্চল লাগোয়া কুমারগ্রাম ব্লকের মারাখাতা, খোয়ারডাঙ্গা, বিত্তিবাড়ি, আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের স্কুলডাঙ্গা, লোকনাপুরের মতো গ্রামগুলিতে হাতির হানা নিত্যদিনের ঘটনা। পুজোর সময় হাতি গ্রামে হানা দিতে পারে, তাই পুজোর আগে বাসিন্দারা পটকা কিনে বাড়িতে মজুত করে রেখেছেন। অন্যদিকে, মশাল জ্বালানোরও সরঞ্জাম প্রস্তুত করে রাখছেন তাঁরা।

পুলিশের উদ্যোগে টোটোয় প্রবীণদের বেড়ানোর সুযোগ

নিরাপত্তার চাদরে শহর

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৯ অক্টোবর : পুজোর দিনগুলিতে কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে থাকবে শহর। রিজার্ভ পুলিশ ছাড়াও প্রায় দুশোর বেশি অতিরিক্ত পুলিশকর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া অতিরিক্ত সিভিক কর্মী থাকবেন। সাদা পোশাকের পুলিশ শহর সহ গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতে নজরদারি চালাবে।

এছাড়া একাধিক তদন্তকারী সংস্থা পুলিশের সঙ্গে সংযোগ রেখে নিরাপত্তার দায়িত্ব সামলাবে। ট্রাফিক সহ একাংশ পুলিশকর্তার বডি ক্যামেরা থাকলেও চলতি বছরে অতিরিক্ত ৪০টি বডি ক্যামেরা দেওয়া হবে। উইনার্স টিম সহ মহিলা পুলিশকর্মীদের বড় অংশের কাছে বডি ক্যামেরা থাকবে। আইন লঙ্ঘন করলে তা রেকর্ড হবে ক্যামেরায়। এতে পুলিশের আইনি পদক্ষেপ করতে সুবিধা হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এ ব্যাপারে আলিপুরদুয়ার পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, 'পুলিশের তরফে নিরাপত্তাজনিত সবরকম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। তবে নারী নিরাপত্তার উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।'

বুধবার থেকেই শহরের বিভিন্ন পুজো প্যান্ডেল সহ রেলস্টেশন, বাসস্ট্যান্ড, চৌপথি ও গুরুত্বপূর্ণ মোড় সহ বাজার এলাকায় পুলিশ কুকুর ও হ্যান্ড মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে তল্লাশি চলে। এদিন আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন, নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন, মনোজিৎ নাগ বাস টার্মিনাস, বড় বাজার এলাকা, আলিপুরদুয়ার চৌপথি, কলেজ হল্ট মোড় সহ একাধিক জায়গাতে পুলিশ কুকুর নিয়ে তল্লাশি করতে দেখা যায়। পুজোর দিনগুলিতে প্রতিদিন একইরকমভাবে নজরদারি চলবে। এমনকি হোটেল, রেস্তোরাঁয় নজর রাখছে পুলিশ।

শহরের বিভিন্ন রুটে নো এন্ট্রির ব্যবস্থা করে যানজট আটকাবে পুলিশ। এতে হেঁটে প্রতিমা দর্শন করা সহজ হবে। নো এন্ট্রি থাকলেও অ্যাম্বুল্যান্স বা দমকলের ক্ষেত্রে ছাড় রয়েছে। প্রবীণদের টোটোয় করে পুজো দর্শনের উদ্যোগ নিয়েছে পুলিশ। তবে কবে এবং কতজন প্রবীণকে টোটোতে প্রতিমা দর্শন করানো হবে তা জানা যায়নি।

আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর জানান, প্রতিটি ঘাটে বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে। বিসর্জনঘাটে নামার অনুমতি নেই। পুরসভার কর্মীরা নিযুক্ত থাকবেন। নৌকা ও স্পিডবোট থাকবে।

এছাড়া পুরসভার তরফে বিসর্জনের ঘাট পরিদর্শন করে আলো ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে। পুলিশের তরফে নবমীর দিন বিসর্জনের ঘাটের নিরাপত্তা খতিয়ে দেখা হবে। নদীতে জল বেশি থাকায় ঘাটে বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে। বিসর্জন ঘাটের

নির্দিষ্ট জায়গার পর পুজো কমিটির সদস্যদের যাওয়ার অনুমতি মিলবে না। পুরসভার কর্মীরাই প্রতিমা বিসর্জন করাবেন। সেখানে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীরা থাকবেন। এমনকি ক্যাম্প করে পুলিশের নজরদারি চলবে।

আলিপুরদুয়ার শহর ও জংশন মিলে প্রায় ১২টি বিসর্জন ঘাট রয়েছে। প্রতিটি ঘাটে নৌকা থাকবে। তবে কালজানি নদীর ঘাটে নৌকা ছাড়াও স্পিডবোট থাকবে। পুলিশ ও পুরসভার হেল্পলাইন নম্বরে যোগাযোগ করতে পারবেন সাধারণ মানুষ।

সুরক্ষার স্বার্থে

- রিজার্ভ পুলিশ ছাড়া প্রায় দুশোর বেশি অতিরিক্ত পুলিশকর্মী নিয়োগ
- এছাড়া অতিরিক্ত সিভিক কর্মী
- উইনার্স টিম সহ মহিলা পুলিশকর্মীদের বড় অংশের কাছে বডি ক্যামেরা থাকবে
- বিভিন্ন বাস টার্মিনাস, স্টেশন, হোটেল, রেস্তোরাঁয় নজর রাখছে পুলিশ
- এছাড়া বিসর্জন ঘাটেও বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে

আলিপুরদুয়ারের একটি মণ্ডপে পুলিশ কুকুর নিয়ে তল্লাশি। বুধবার।

১২ ক্লাবকে বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান

আলিপুরদুয়ার, ৯ অক্টোবর : মহাষষ্ঠীর সন্ধ্যায় বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান-২০২৪'এর ফল ঘোষিত হল। এই ফলাফল নিয়ে কিছু ক্লাব ও পুজো উদ্যোক্তাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তাঁরা সরাসরি সংবাদমাধ্যমের সামনে ক্ষোভ প্রকাশও করছেন।

চলতি বছর বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মানের চারটি বিভাগে তিনটি ক্লাব করে মোট ১২টি ক্লাবকে মনোনীত করা হয়েছে। এদিন জেলার সেরা পুজো কমিটি হিসাবে ঘোষিত হয়েছে মিলন সংঘ ক্লাব, ফালাকাটার কলেজপাড়া সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি ও মাদারি রোড সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির নাম। সেরা প্রতিমা বিভাগে স্বামীজি ক্লাব বেলতলা, মুক্তিপাড়া সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি, মশল্লাপট্টি সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি। সেরা মণ্ডপ বিভাগে স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব দত্তপাড়া, দেশবন্ধুপাড়া সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি ও আলিপুরদুয়ার জংশন যুব সংঘ কালীবাড়ি কলোনি। সেরা সমাজসচেতনতা বিভাগে পুরস্কৃত হয়েছে নিউটাউন দুর্গাবাড়ি মন্দির সমিতি, ইয়াং বয়েজ ক্লাব দুর্গাপুজো কমিটি ও আলিপুরদুয়ার চৌপথি দুর্গাপুজো কমিটি।

স্টেশনপাড়া ক্লাব সম্পাদক তরুণ সরকার পুরস্কার বাছাইয়ের প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মায়া টকিজ হল্ট দুর্গাপুজো কমিটির সম্পাদক সুজন রায়ও।

সাহায্য

শামুকতলা, ৯ অক্টোবর : সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সংবাদে গাড়ির ধাক্কায় মৃত গোবিন রাভার পরিবারের অসহায় অবস্থার কথা প্রকাশিত হয়েছিল। এরপরেই আলিপুরদুয়ার পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশীর নির্দেশে সম্বলপুর গ্রামে গিয়ে গোবিনের পরিবারকে জামাকাপড়, চাল, ডাল সহ বিভিন্ন সামগ্রী দেন ওসি জগদীশ রায় এবং ট্রাফিক ইনস্পেকটর অভিষেক ভট্টাচার্য। এছাড়া আলিপুরদুয়ার-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঝুমা দাস দেবনাথ বিভিন্ন সামগ্রী পাঠান।

শেষবেলায়।। *বালুরঘাট রেলস্টেশনে দেবজ্যোতি রায়ের তোলা ছবি।*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

দেহ উদ্ধার

জয়গাঁ, ৯ অক্টোবর : জয়গাঁ পাশাখাগামী এশিয়ান হাইওয়ের পাশ থেকে বুধবার সকালে এক তরুণের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। খবর পেয়ে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে হাসিমারা ফাঁড়িতে নিয়ে যায়।

পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার জয়গাঁ ইলিয়াসনগরের বাসিন্দা শাহনুর আলমের নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করে তাঁর পরিবার। ওই মৃতদেহ উদ্ধারের পর পুলিশের সন্দেহ হওয়ায় ডেকে পাঠানো হয় শাহনুরের পরিবারকে। তারা এসে শনাক্ত করে শাহনুরের দেহ। তাঁর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে। যদিও মৃতের পরিবারের অভিযোগ, খুন করা হয়েছে তাঁকে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।

উদ্যোগী সৌরভ

মাদারিহাট, ৯ অক্টোবর : টোটোদের জমির সমস্যা নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশের পর আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী বুধবার দুপুরে টোটো কল্যাণ সমিতির সদস্যদের সঙ্গে মাদারিহাটে আলোচনায় বসলেন। সৌরভ বললেন, 'ওদের নথিপত্র দিতে বলেছি। মুখ্যমন্ত্রীকে সেইসব নথিপত্র দেব।' পুজোর পরেই নথিপত্র দেবেন বলে টোটো কল্যাণ সমিতির সভাপতি অশোক টোটো জানিয়েছেন।

৩১তম বর্ষে বোড়ো সম্প্রদায়ের দুর্গাপুজো

দেবীপক্ষ

রাজু সাহা

শামুকতলা, ৯ অক্টোবর : শামুকতলার মহাকালগুড়ি হিন্দুপাড়ার বাথৌ ধর্মে বিশ্বাসী বোড়ো সম্প্রদায়ের বাসিন্দারা এবছরও দেবী দুর্গার আরাধনায় মেতে উঠছেন। শামুকতলা থানার মহাকালগুড়ি ইয়ং ট্রাইবাল ক্লাবের উদ্যোগে এই পুজো হয়। সাধারণত বোড়ো সম্প্রদায় মূর্তিপুজোয় বিশ্বাসী নয়। 'বাথৌ' তাঁদের আরাধ্য দেবতা। 'বাথৌ' নিরাকার। পঞ্চতত্ত্ব অর্থাৎ জল, আলো, বাতাস, আগুন, মাটি-যা ছাড়া এই পৃথিবীর অস্তিত্ব নেই। সেই পঞ্চতত্ত্বের উদ্ভাবক, ধারক ও বাহক হচ্ছেন বাথৌ। পুজো কমিটির সভাপতি রোহেন্দ্র নার্জিনারি বলেন, 'হিন্দুপাড়া গ্রামে প্রায় ৭৫টি বোড়ো সম্প্রদায়ের পরিবারের বাস। মূলত ওই বাসিন্দাদের দেওয়া টাকাতেই পুজোর আয়োজন করা হত। কিন্তু পুজোর খরচ অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ায় আশপাশের মানুষদের থেকেও চাঁদা নিতে হচ্ছে। পুজোয় সমস্ত ধর্ম ও বর্ণের মানুষ শামিল হন। এই পুজো এলাকার অন্যতম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নজির।'

দীর্ঘদিন অন্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে সহাবস্থান করছেন বোড়ো সম্প্রদায়ের মানুষজন। ধীরে ধীরে অন্য ধর্মের অনুকরণে বোড়ো সম্প্রদায়ের মানুষরাও মূর্তিপুজো শুরু করে দিয়েছেন। দুর্গার আরাধনায় মেতে উঠেছেন তাঁরাও। পুজোর চারদিন বোড়ো জনজাতির সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে তুলে ধরাই পুজোর অন্যতম ঐতিহ্য। চারদিন ধরে চলে বোড়ো নাচ, গান। আয়োজনে সেরকম চমক না থাকলেও নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার ছাপ থাকে গোটা আয়োজনে। পুজো কমিটির সম্পাদক আমন নার্জিনারি বলেন, 'আমাদের পুজোর আয়োজন ঘিরে গোটা এলাকার মানুষ আনন্দে মেতে ওঠেন।'

হিন্দুপাড়া গ্রামের বাসিন্দা রকি নার্জিনারি, সুরজিৎ নার্জিনারি, পঙ্কজ নার্জিনারি, তমাল নার্জিনারি, দিবাকর মোচারিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল এই পুজোর ইতিহাসের কথা। একসময় গ্রামে কোনও পুজো হত না। গ্রামের লোকজন শামুকতলা, আলিপুরদুয়ার সহ বিভিন্ন জায়গায় পুজো দেখতে যেতেন। ১৯৯৩ সালের বন্যায় শামুকতলার সঙ্গে হিন্দুপাড়া গ্রামের যোগাযোগের মাধ্যম, একমাত্র কাঠের সাঁকোটিও ভেঙে যায়। এরফলে গ্রামের বাসিন্দাদের পুজো দেখার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। ছোট ছেলেমেয়ে ও মা-বোনদের কথা ভেবে গ্রামবাসীরা মিলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, ছোট করে পুজার আয়োজন করা হবে। সকলের ঐকান্তিক চেষ্টায় ওই বছরই গ্রামে পুজো শুরু হয়। সেই পুজো এবছর ৩১তম বছরে পদার্পণ করেছে বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

বাজেয়াপ্ত ভুটানি মদ

হাসিমারা, ৯ অক্টোবর : ফি বছর পুজোয় চা বাগান এলাকায় সস্তার ভুটানি মদের চাহিদা বাড়ে। পুজো শুরুর আগেই ভুটানি মদের অবৈধ কারবার রুখতে কড়া পদক্ষেপ শুরু করেছে আবগারি দপ্তর। মঙ্গলবার গভীর রাতে কালচিনি ব্লকের হাসিমারার সুভাষিণী চা বাগান সংলগ্ন এক ডেরায় একযোগে অভিযান চালায় আবগারি দপ্তরের আলিপুরদুয়ার, কালচিনি, জয়গাঁ, কুমারগ্রাম সার্কেল। নেতৃত্বে ছিলেন দপ্তরের আলিপুরদুয়ার বিভাগের সুপারিন্টেন্ডেন্ট উগেন শেওয়াং ও আলিপুরদুয়ারের ডেপুটি এক্সাইস কালেক্টর। ঘটনায় ভুটানি মদ ও বিয়ার বাজেয়াপ্তের পাশাপাশি তিন পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আবগারি দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, ভুটানি মদের পাচারকারী চক্রের অন্যতম সুভাষিণী চা বাগান এলাকার বাসিন্দা বাপি কর। অভিযানে তার নাগাল না পেলেও অভিযুক্তর দুই ছেলে বিবেক কর ও বিশাল কর ও আরেক আত্মীয় অজয় কুজুরকেও ঘটনাস্থল থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গুদামে মজুত ১২০ বোতল ভুটানি বিয়ার ও মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এর বাজারমূল্য প্রায় ৪০ হাজার টাকা বলে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দাবি। প্রসঙ্গত, দিনতিনেক আগে মাকড়াপাড়ায় প্রচুর এমন মদ উদ্ধার করা হয়েছিল।

নতুন লাইনের সংযোগ

শালকুমারহাট, ৯ অক্টোবর : জলদাপাড়া, শালকুমারহাট ও পলাশবাড়ির লো-ভোল্টেজ সমস্যা সমাধানের পথে। এবার এজন্য দ্বিতীয় প্রকল্পের কাজ শেষ হল। বুধবার সন্ধ্যায় সোনাপুর থেকে আসা নতুন ১১ হাজার কেভির সঙ্গে এই তিন এলাকার লাইনের সংযোগ দেওয়া হয়। এতে পুজোয় বিস্তীর্ণ এলাকায় আর লো-ভোল্টেজ থাকবে না বলেই বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার দাবি। ফলত পুজোর আগে এটা ওই এলাকার মানুষের জন্য প্রশাসনের এটি পুজো উপহার হিসাবে মনে করা হচ্ছে।

এদিন সন্ধ্যায় শালকুমার মোড়ে এসেছিলেন বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার আলিপুরদুয়ারের রিজিওনাল ম্যানেজার পার্থপ্রতিম মণ্ডল, ডিভিশনাল ম্যানেজার অংশুমান সরকার, মেজবিল অফিসের আধিকারিক জীবানন্দ রায় প্রমুখ। কর্মীরা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করেন। ডিভিশনাল ম্যানেজার বলেন, 'পুজোর আগেই লাইনের চার্জ দেওয়া হবে বলে আগাম ঘোষণা করা হয়েছিল। এদিন সেটাই বাস্তবায়িত হল। এখন লো-ভোল্টেজ থাকবে না।' শালকুমার-১ পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীবাস রায়ের কথায়, 'বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা প্রতিশ্রুতিমতো কাজ করেছে। পুজোয় বিদ্যুতের সমস্যা হবে না বলেই মনে হচ্ছে।' ফালাকাটা সাবস্টেশন থেকে অনেকটাই দূরে হওয়ায় জলদাপাড়া, শালকুমারহাট এলাকায় বিদ্যুতের লো-ভোল্টেজের সমস্যা বহু পুরোনো। এজন্য তিনটি প্রকল্পের উদ্যোগ নিয়েছিল বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা। মাসখানেক আগে খোকসাডাঙ্গা থেকে ফালাকাটা পর্যন্ত ৩৩ হাজার কেভির একটি লাইনের সংযোগ দেওয়া হয়। এটি ছিল প্রথম প্রকল্প। দ্বিতীয় প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হল বুধবার। এরপর হলং থেকে মাটির নীচ দিয়ে জলদাপাড়া পর্যন্ত আরেকটি ১১ হাজার কেভির লাইনের কাজ পুজোর পর হবে।

নালায় নির্মাণসামগ্রী, রাস্তায় জমছে জল

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ৯ অক্টোবর : মঙ্গলবার রাত এবং বুধবার ভোরবেলায় বৃষ্টির পর বীরপাড়ার দেবীগড়ের রাস্তায় জল জমে যায়। ষষ্ঠীর সকালে এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্থানীয়রা। স্থানীয় জয়ন্ত সিনহার কথায়, 'নির্মাণসামগ্রী ফেলে রাখায় জল বেরোতে সমস্যা হচ্ছে। রাস্তা সংকীর্ণ হচ্ছে। সমস্যায় ভুগছি আমরা।'

খবর পেয়ে বীরপাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সদস্য সংগীতা আগরওয়াল এলাকা পরিদর্শন করেন। তিনি জানান, একাধিক জায়গায় নালায় নির্মাণসামগ্রী জমিয়ে রাখায় জল বেরিয়ে যেতে পারছে না। ফলে একটু বৃষ্টি হলেই রাস্তায় জল জমে যায়। এদিকে চায়ের দোকান থেকে রাস্তায় ফেলা আবর্জনা এবং একটি শপিং মলের সামনে যানবাহনের ভিড় নিয়েও আপত্তি জানিয়েছেন।

একপশলা বৃষ্টি হলেই বীরপাড়ার দেবীগড়ে ঢোকার মুখে পুরোনো বাসস্ট্যান্ড চত্বরে জল থইথই করে। কারণ মহাত্মা গান্ধি রোডের পশ্চিমদিকের নালাটি মজে গিয়েছে। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশের পর নালার মুখটি পরিষ্কার করে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। বুধবার

আবর্জনা তুলে ফেলার গাড়ি নিয়ে এলাকায় যান সংগীতা। তাঁর পালটা দাবি, 'ব্যবসায়ীরা নালায় আবর্জনাও ফেলছেন। আবার নালা সাফাই করা হচ্ছে না বলে উলটে পঞ্চায়েতকেই দোষারোপ করা হচ্ছে।'

শ্রমিকদের মন ভালো করে পুজোর মেলা

সমীর দাস

কালচিনি, ৯ অক্টোবর : সংসার চালাতে বছরভরের হাড়ভাঙা খাটুনি তাঁদের বারোমাস্যা। ফি-বছর বোনাস নিয়ে পুজোর এক-দেড় মাস আগে চলে টানাহ্যাঁচড়া। অবশেষে হাতে আসে বোনাস। সেই টাকায় কেনা হয় নতুন জামাকাপড় সহ সংসারের খুঁটিনাটি। ওই বোনাসের অপেক্ষায় বছরভর সংগ্রাম চালান চা শ্রমিকরা। দুর্গাপুজোর দিনগুলি তাঁদের জীবন বদলে যায়। পুজোর চারদিন বাগান বন্ধ। তাই, সকালে সাইরেনের শব্দে বিছানা ছেড়ে ওঠা থেকে রেহাই মেলে। ওই দিনগুলি সন্ধ্যায় তাঁরা পুজোর মেলায় ভিড় জমান। তাই, দুর্গাপুজোর মেলা বছরের পর বছর শ্রমিকদের মিলনমেলায় পরিণত হয়।

কালচিনি ব্লকের তিনটি চা বাগানে পুজোতে মূলত বড় মেলা বসে। তবে এবছর দুটি চা বাগানে বড় মেলা বসেছে। গত কয়েক বছর ধরে পুজোকে কেন্দ্র করে ব্লকের মালঙ্গি চা বাগানের হাটখোলার বড় মেলা হচ্ছিল। তবে, গত বছর এই মেলা ফেরত এক তরুণ খুন হন। সেজন্য এবছর ওই বাগানের মেলা বন্ধ। মেলা কমিটির তরফে রাজু বরা জানান, আগামী বছর ফের মেলা বসানোর চেষ্টা হবে।

হাসিমারার সুভাষিণী চা বাগানের মেলার এবছর ৬৮তম বর্ষ। মেলায় বসেছে প্রচুর দোকানপাট, নাগোরদোলা সহ নানা রাইড। মেলা কমিটির পক্ষ থেকে শিব চিকবড়াইক জানান, বাগানে দুটি পুজো হয়। ফুটবল মাঠের মণ্ডপের সামনে বড় মেলা বসে। পুজোয় দৈনিক গড়ে ১০ হাজার মানুষ মেলায় আসেন। বাগান শ্রমিক ছাড়াও সাধারণ মানুষ ও পর্যটকরা মেলায় ভিড় জমান। মূল আকর্ষণ আদিবাসী নৃত্য। মেলার দর্শনার্থীরা ধামসা মাদলের তালে নাচে যোগ দেন। মহাষ্টমী ও নবমীর রাতে বিভিন্ন চা বাগানের আদিবাসী নৃত্যশিল্পীরা নাচ ও যাত্রা পরিবেশন করেন।

সুভাষিণী চা বাগানের দুর্গাপুজোর মেলার প্রস্তুতি।

পুজোয় কালচিনিতে সবচেয়ে বড় মেলা বসে চুয়াপাড়া চা বাগানে। বাগানে তিনটি পুজো হলেও শিব মন্দিরের পুজোয় মেলা বসে। আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে সাবির লোহরা জানান, এবছর ৫৬তম বর্ষ। প্রায় শতাধিক দোকান বসছে। এছাড়াও শ্রমিক মনোরঞ্জনে সাতালি, ভানোবাড়ি, গারোপাড়া সহ নানা চা বাগানে দুর্গাপুজো ঘিরে বহু বছর থেকে মেলা হচ্ছে। সেখানে জাতিধর্মনির্বিশেষে সবাই অংশ নেয়। আক্ষরিক অর্থে এই মেলা মিলনমেলার রূপ নেয়। দশমীর পরদিন থেকে ফের শুরু হয় সেই চর্বিত-চর্বণ জীবন সংগ্রাম। তাই দুর্গাপুজোর কয়েকটা দিন দুঃখ-বঞ্চনা ভুলে তাঁরা মেলার আনন্দে মশগুল হন।

চরতোর্ষায় আলো দাবি

ফালাকাটা, ৯ অক্টোবর : পুজো শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সন্ধ্যা বা রাতের দিকে ফালাকাটা-সলসলাবাড়ি নির্মীয়মাণ মহাসড়কের চরতোর্ষা ডাইভারশন নিয়ে পথচলতি মানুষের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। কারণ সন্ধ্যা হলে ডাইভারশন চত্বর অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে।

কালীপুরের বাসিন্দা কৃষ্ণ দাসের কথায়, 'পরিবার নিয়ে রাতে ফালাকাটায় প্রতিমা দেখতে যাব। ডাইভারশনের ওখানে পুজোর দিনগুলিতে আলোর ব্যবস্থা হলে ভালো হয়। একই দাবি শিশাগোড়ের মিঠুন সরকার, বাদল সরকারের। মহাসড়ক গণসংগ্রাম কমিটির যুগ্ম সম্পাদক তপন বর্মনও আলোর ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছেন। তবে ফালাকাটার বিডিও অনীক রায় বলেন, 'পুজোর দিনগুলিতে যাতায়াতে যাতে কারও অসুবিধা না হয় সেজন্য পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ডাইভারশনের ওখানে আলোর ব্যবস্থা করা হবে।'

খেলায় আজ

২০০৮ : টি২০-তে শ্রীলঙ্কার হয়ে অভিষেক হল রহস্য স্পিনার অজন্তা মেন্ডিসের। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচেই ৪ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি।

সেরা অফবিট খবর

কোটি টাকার স্টেডিয়ামে বিপত্তি

১০,৮০০ কোটি টাকা দিয়ে সান্তিয়াগো বের্নাবিউ স্টেডিয়াম নতুন ভাবে বানিয়ে প্রশংসিত হওয়ার বদলে নিন্দা কুড়োচ্ছে স্পেনীয় ক্লাব। রিয়ালের এই সিদ্ধান্তে ক্ষিপ্ত প্রতিবেশীরাই। স্টেডিয়ামে নতুন ছাদ লাগানোর পাশাপাশি নতুন ঘাস, আলো, দোকান, ভিআইপি এলাকা তৈরি করা হয়েছে। মাঠটি এমনভাবে বানানো হয়েছে যাতে খেলা হওয়ার পর সেটি তুলে নিয়ে স্টেডিয়ামেরই আলাদা জায়গায় রেখে রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়। রিয়ালের আসল উদ্দেশ্য, খেলা না হওয়ার সময় স্টেডিয়ামটি বিভিন্ন নাচগানের অনুষ্ঠান, বিয়েবাড়ি বা অন্য কোনও কাজে ভাড়া দিয়ে অর্থ রোজগার। সেটা করতে গিয়েই তৈরি হয়েছে বিপত্তি। প্রায় রোজই বার্নাব্যুতে কোনও না কোনও অনুষ্ঠান থাকছে। আওয়াজের জেরে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে প্রতিবেশীদের।

ভাইরাল

অবাক পেনাল্টি

বিশ্বফুটবলের ইতিমধ্যে সব থেকে অবাক করা দৃশ্যগুলোর মধ্যেই একটা দেখা গেল জার্মানির দ্বিতীয় ডিভিশনের লিগে। বুন্দেশলিগা টুয়ে জার্মানির ম্যাগদেবার্গ ও গ্রিউথার ফার্থের মধ্যে ম্যাচ ছিল। ম্যাচের মধ্যে শুরুতেই ফার্থ গোলরক্ষক নাহুয়েল নোল বল বাড়িয়ে দেন দলের ডিফেন্ডার গিডিয়ন জাংকে উদ্দেশ্য করে। তিনি হঠাৎই সেই বলকে গোল কিক ভেবে হাত দিয়ে ধরে বসাতে গেলেন শট নেওয়ার জন্য। রেফারি তখনই পেনাল্টি উপহার দেন প্রতিপক্ষ দলকে।

উত্তরের মুখ

ইস্ট জোন জুনিয়ার অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো জিতল উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার মহম্মদ মহসিন আওয়াল। সে ৮০০ মিটারে নেমেছিল।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. এক বছরে ৫ বা তার বেশি টেস্ট সেঞ্চুরি একাধিকবার করার নজির রয়েছে তিন ক্রিকেটারের। একজন জো রুট। বাকি দুই জন কারা?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. জেমিমা রডরিগেজ,
২. বিষাণ সিং বেদি।

সঠিক উত্তরদাতারা

নিবেদিতা হালদার, নীলরতন হালদার, সুজন মোহন্ত, নির্মল সরকার, নীরাদীপ চক্রবর্তী, সুখেন স্বর্ণকার, অমৃত হালদার, নীলেশ হালদার, সমরেশ বিশ্বাস, দেবব্রত সাহা রায়।

বিশ্বের সেরা চারে থাকা লক্ষ্য : সৌরভ

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : 'বিশ্বের প্রথম চারটি দলের মধ্যে থাকাই ভারতের লক্ষ্য।' বক্তা ভারতীয় টেবিল টেনিস দলের কোচ সৌরভ চক্রবর্তী। এশিয়ান টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথমবার পদক জিতে ইতিহাস গড়েছে ভারতীয় মহিলা দল। কোয়ার্টার ফাইনালে তারা দক্ষিণ কোরিয়াকে ৩-২ ব্যবধানে হারিয়ে সেমিফাইনালে ওঠার পাশাপাশি পদক নিশ্চিত করেছিল তারা। বুধবার সেমিফাইনালে অবশ্য জাপানের কাছে ১-৩ ব্যবধানে হেরে গিয়েছেন ঐহিকা মুখোপাধ্যায়, মণিকা বাত্রারা। বুধবার ওপেনিং সিঙ্গলসে ঐহিকা ২-৩ গেমে জাপানের মিয়া হারিমোটোর কাছে পরাজিত হন। পরের সিঙ্গলসে সাতসুকি ওডোকে ৩-০ গেমে হারিয়ে সমতা ফেরান অভিজ্ঞ টিটি তারকা মণিকা। পরের দুইটি ম্যাচে সুতীর্থা মুখোপাধ্যায় ও মণিকা পরাজিত হন।

তবে ভারত হারলেও মেয়েদের খেলায় খুশি কোচ সৌরভ। সুদূর কাজাখাস্তান থেকে ফোনে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেছেন, 'মেয়েদের খেলায় খুশি। ওরা সেমিফাইনালে জাপানের কাছে হারলেও দুর্দান্ত লড়াই করেছে। কোয়ার্টার ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দলকে হারানোটা মুখের কথা নয়। কোরিয়া অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছিল।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমাদের লক্ষ্য বিশ্বের প্রথম চারটি দলের মধ্যে থাকা। এই দলটার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। ওরা আগামীদিনে আরও ভালো পারফরমেন্স করবে।'

টানা তিনবার পদক পাচ্ছে পুরুষদল

কোয়ার্টার ফাইনালে ভারতের দুরন্ত জয়ের কারিগর ঐহিকা। তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ সৌরভ। তিনি বলেন, 'ঐহিকা দারুণ ছন্দে রয়েছে। এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের আগে ও কঠোর অনুশীলন করেছিল। তারই ফল পাচ্ছে।'

এদিকে, ভারতের পুরুষদলও সেমিফাইনালে উঠে পদক নিশ্চিত করেছে। এই নিয়ে টানা তিনবার পদক পেতে চলেছে ভারতের ছেলেরা। বুধবার কোয়ার্টার ফাইনালে কাজাখাস্তানকে ৩-১ ফলে হারিয়েছে তারা। প্রথম সিঙ্গলসে মানব ঠক্কর কাজাখাস্তানের কিরিল গেরাসিমেনাকোকে হারিয়ে ভারতকে প্রথম লিড এনে দেন। পরের সিঙ্গলসে হারমিত দেশাইকে হারিয়ে কাজাখাস্তানকে সমতায় ফেরান অ্যালান কুরমানগিলেইভ। তবে পরের দুইটি সিঙ্গলসে জিতে ভারতকে শেষ চারে নিয়ে যান বর্ষীয়ান অচিন্ত্য শরথ কমল ও হরমিত। সেমিফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ চাইনিজ তাইপেইয়ের বিরুদ্ধে। এই নিয়ে কোচ সৌরভ বলেছেন, 'ছেলেরা এই নিয়ে টানা তিনবার পদক নিশ্চিত করেছে। সেমিফাইনালে চাইনিজ তাইপেইয়ের বিরুদ্ধে খেলব আমরা। ওরা খুব শক্ত প্রতিপক্ষ। তবে আমরা শেষ পর্যন্ত লড়াই করব।'

ব্রোঞ্জ জিততেই উল্লাস ঐহিকা মুখোপাধ্যায়, মণিকা বাত্রাদের।

পদক নিশ্চিত হওয়ার পর ভারতীয় পুরুষ টেবিল টেনিস দলের সঙ্গে কোচ সৌরভ চক্রবর্তী।

স্ট্রাইকিং লাইনই সমস্যা

ভিয়েতনামের বিপক্ষে ভারতের সঙ্গে মানোলোরও পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ অক্টোবর : পুজো শেষ হওয়ার আগেই নির্ধারিত হয়ে যাবে ভারতীয় ফুটবল দলের ভাগ্য।

গত নভেম্বরের পর থেকে জয় নেই ভারতের। গত জুন মাসে আগামী ফিফা বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের প্রায় শেষ ম্যাচ পর্যন্ত তৃতীয় রাউন্ডে যাওয়ার সম্ভাবনা

> সদ্য প্রাক মরশুম প্রস্তুতি শুরু হওয়ায় তৈরি নয় দল। সময় লাগবে।
>
> **মানোলো মার্কুয়েজ**

জিইয়ে রাখতে পারলেও সেটা সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যে অবসর নিয়ে ফেলেন সুনীল ছেত্রী। অপসারিত হন ইগর স্টিমাক। টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যেই নতুন কোচ হিসাবে অগাস্টের শেষে নাম ঘোষণা করা হয় এফসি-র গোয়ার দায়িত্বে থাকা মানোলো মার্কুয়েজের। তিনি আপাতত দুই জায়গাতেই কাজ চালাচ্ছেন। মানোলোর প্রথম কাজ ছিল ঘরের মাটিতে ট্রাই নেশনস কাপ। সেখানে একটাও ম্যাচ জিততে না পারাই শুধু নয়, বিশ্রি পারফরমেন্স করে ভারতীয় দল। যার পর মানোলো বলেছেন, 'সদ্য প্রাক মরশুম প্রস্তুতি শুরু হওয়ায় তৈরি নয় দল। সময় লাগবে।' এবারই তাঁর সেই পরীক্ষা। ভিয়েতনামেও নেই খুব ভালো জায়গায়। তারাও গত এগারো ম্যাচের মধ্যে দশটাই জিততে পারেনি। এই অবস্থায় নিজেদের ফিফা ক্রমতালিকায় এগোনোর খানিকটা সুযোগ রয়েছে ভারতের সামনে। কিন্তু সমস্যা হল, এই মুহূর্তে ভারতীয় দলে গোল করার লোক নেই। সুনীলের পর স্ট্রাইকার খুঁজতে এখন ফেডারেশন সভাপতিকে রাজস্থানে ট্রায়াল করাতে হচ্ছে।

নতুন করে ফারুখ চৌধুরীর মতো স্ট্রাইকারকে সাড়ে তিন বছর পর ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তবে বাদ গেছেন রহিম আলি। এখন দেখার ১২ তারিখ ভিয়েতনামের বিপক্ষে জিতে দল নিয়ে ফিরতে পারেন কিনা মানোলো। যদি পারেন তাহলে হয়তো হারানো আত্মবিশ্বাস আবার ফেরাতে পারেন কিনা তিনি।

ভিয়েতনাম ম্যাচের প্রস্তুতিতে শুভাশিস বসু।

অষ্টমীতে শুরু রনজি অভিযান, নেই আকাশ

হয়তো তিন পেসারের ভাবনায় অভিমন্যুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা,৯ অক্টোবর : বোধন হয়ে গিয়েছে। উৎসবে মাতোয়ারা বাংলা। পথেঘাটে জনজোয়ার।

কলকাতা থেকে হাজার কিলোমিটার দূরে লখনউয়ে বসে বাংলা ক্রিকেট দলও রনজি ট্রফির বোধনের অপেক্ষায়। লখনউতে বেশ কয়েকটি দুর্গাপুজো হয়। গতরাতে সেখানে পৌঁছানোর পর থেকে লখনউয়ে কোথায় পুজো হয়, তার খোঁজ নিয়ে ফেলেছেন বাংলা দলের ক্রিকেটাররা। আর তার মধ্যেই চলছে অষ্টমী থেকে উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে শুরু হতে চলা রনজি অভিযানের প্রস্তুতি।

শেষ মরশুমটা একেবারেই ভালো যায়নি বাংলা দলের। ব্যর্থতায় ভরা সেই মরশুম ভুলে নতুনভাবে সামনে তাকাতে চাইছেন অনুষ্টুপ মজুমদাররা। আজ বেলার দিকে লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামে ঘণ্টা তিনেক অনুশীলন করেছেন ঋদ্ধিমান সাহারা। শুক্রবার থেকে উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে রনজি অভিযান শুরু করতে চলেছে বাংলা। তার আগে দলের নতুন অধিনায়ক অনুষ্টুপ লখনউ থেকে মোবাইলে বলছিলেন, 'অতীত নিয়ে না ভেবে সামনে তাকাতে চাইছি আমরা। নতুন মরশুমের শুরুটা ভালো হওয়া প্রয়োজন। সেকথা মাথায় রেখেই আমরা উত্তরপ্রদেশ ম্যাচের পরিকল্পনা করছি।' জানা গিয়েছে, বাংলা তিন পেসারে প্রথম একাদশ গড়তে চলেছে। ১৬ অক্টোবর থেকে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট সিরিজ শুরু। ভারতীয় স্কোয়াডে থাকবেন আকাশ দীপ। তাই তাঁকে ছাড়াই রনজি অভিযান শুরু করছে বাংলা দল। মুকেশ

> বিপক্ষ শিবিরে কে বা কারা রয়েছে, কোনওদিন সেটা নিয়ে বেশি ভাবিনি। ক্রিকেটের বেসিক হল, মাঠে নেমে নিজের কাজটা সঠিকভাবে করা। সেটা করতে পারলেই বাকি কাজও সহজ হয়ে যাবে।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

কুমার, মহম্মদ কাইফ ও সুরজ সিন্ধু জয়সওয়ালকে নিয়ে তৈরি হচ্ছে বাংলার পেস আক্রমণ। স্পিনার হিসেবে শাহবাজ আহমেদ ও ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়ের খেলার কথা।

ওপেনিংয়ে থাকছে চমক। দলীপ ও ইরানি ট্রফিতে স্বপ্নের ফর্মে থাকা অভিমন্যু ঈশ্বরণের সঙ্গে উত্তরপ্রদেশ ম্যাচে ওপেন করতে চলেছেন সুদীপ চট্টোপাধ্যায়। অভিজ্ঞ সুদীপ-অভিমন্যুর ডান ও বাঁহাতি কম্বিনেশন বাংলা দলের জন্য বড় সুবিধার হতে পারে, মনে করছেন কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লাও। সন্ধ্যার দিকে লখনউ থেকে তিনি উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলছিলেন, 'নতুন মরশুমে নতুন ওপেনিং জুটির কথা ভেবেছি আমরা। অভিমন্যুর সঙ্গে সুদীপকে দিয়ে ওপেন করাচ্ছি আমরা। আর তিন পেসারে দল নামানোর পরিকল্পনা রয়েছে। দুই স্পিনারও থাকবে প্রথম একাদশে।' প্রতিপক্ষ উত্তরপ্রদেশও বেশ ভালো দল। স্কোয়াডে যশ দয়াল, সৌরভ কুমার, নীতীশ রানা, প্রিয়ম গর্গদের মতো সর্বভারতীয় ক্রিকেটে পরিচিত একাধিক ক্রিকেটার রয়েছেন। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন অবশ্য প্রতিপক্ষকে নিয়ে তেমন ভাবতে রাজি নন। তাঁর কথায়, 'বিপক্ষ শিবিরে কে বা কারা রয়েছে, কোনওদিন সেটা নিয়ে বেশি ভাবিনি। ক্রিকেটের বেসিক হল, মাঠে নেমে নিজের কাজটা সঠিকভাবে করা। সেটা করতে পারলেই বাকি কাজও সহজ হয়ে যাবে।'

লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামের পিচ নিয়ে বাংলা শিবিরে রয়েছে ধোঁয়াশা। আজ পিচ দেখা সম্ভব হয়নি। কিন্তু বাংলা শিবির মনে করছে, স্পোর্টিং পিচ হবে। যেখানে পরের দিকে স্পিনাররা সাহায্য পাবেন। সেভাবেই তৈরি হচ্ছে নতুন শুরুর পরিকল্পনা।

ভারতীয় টেনিসের উন্নতি প্রয়োজন : লিয়েন্ডার

হকি ইন্ডিয়া লিগের রাঢ় বেঙ্গল টাইগার্স দলের আত্মপ্রকাশের অনুষ্ঠানে ফ্র্যাঞ্চাইজির কর্ণধার রাহুল টোডির সঙ্গে লিয়েন্ডার পেজ। -ডি মণ্ডল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ অক্টোবর : ভারতীয় টেনিসের যথেষ্ট উন্নতির অবকাশ রয়েছে বলে মনে করেন টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেজ। তাঁর মতে, তৃণমূল স্তরে উন্নতি করতে না পারলে খেলোয়াড় উঠে আসবে না। লিয়েন্ডার বলেছেন, 'আমার মনে হয়, এখনও ভারতীয় টেনিসকে অনেক উন্নতি করতে হবে। এর জন্য তৃণমূল স্তর থেকে নজর দেওয়া উচিত। আমার মতে, ক্রিকেটের পর টেনিস এখন দেশের অন্যতম জনপ্রিয় খেলা।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমি, মহেশ ও সানিয়া মির্জা প্রায় ৪০টির কাছাকাছি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছি। এর সঙ্গে রোহন বোপান্নাকে যোগ করুন। এছাড়া অলিম্পিক, এশিয়ান গেমসেও পদক এসেছে টেনিস থেকে। এটাই প্রমাণ করে, চাইলে আমরাও বিশ্বের একনম্বর হতে পারি।'

বাবা ভেস পেজ ১৯৭২ সালে অলিম্পিকে পদকজয়ী হকি দলের সদস্য। বাবাকে দেখেই অনুপ্রেরণা পেয়েছেন লিয়েন্ডার। এই নিয়ে তিনি বলেছেন, 'বাবা ১৯৭২ অলিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ী ভারতীয় হকি দলের সদস্য। বাবাকে দেখেই অলিম্পিক পদক জয়ের অনুপ্রেরণা পেয়েছি।' ১৯৯৬ সালে আটলান্টা অলিম্পিকে লিয়েন্ডার ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন।

চলতি বছরে হকি ইন্ডিয়া লিগে বাংলা অংশগ্রহণ করতে চলেছে রাঢ় বেঙ্গল টাইগার্স নামে। বুধবার বেঙ্গল টাইগার্সের এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন লিয়েন্ডার। তিনি রাঢ় বেঙ্গল টাইগার্সের সাফল্যের বিষয়ে ভীষণ আশাবাদী। প্রথমবার অংশগ্রহণ করে চমক দিতে চাইছে বাংলার এই ফ্র্যাঞ্চাইজি দলটি। এই ফ্র্যাঞ্চাইজির পুরুষ দলের কোচের দায়িত্ব সামলাবেন অস্ট্রেলিয়ার বর্তমান কোচ কোলিন বাক। মহিলা দলের দায়িত্ব সামলাবেন গ্লেন টার্নার। দলটি সল্টলেকে সাইয়ের মাঠে অনুশীলন করবে বলেই দলের কর্তারা জানিয়েছেন।

প্রথম দশে অর্শদীপও

সেরা তিনে ফিরলেন হার্দিক

দুবাই, ৯ অক্টোবর : আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে অলরাউন্ডারদের তালিকায় প্রথম তিনে প্রত্যাবর্তন হার্দিক পান্ডিয়ার। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে গোয়ালিয়রে অনুষ্ঠিত প্রথম টি২০ ম্যাচে ব্যাটে-বলে সাফল্য পেয়েছেন। সাফল্যের প্রতিফলন আইসিসি ক্রমতালিকায়। ইংল্যান্ডের লিয়াম লিভিংস্টোন ও নেপালের দীপেন্দ্র সিং আইরের ঠিক পিছনেই রয়েছেন হার্দিক।

ব্যাটিং বিভাগেও লাভবান হয়েছেন হার্দিক। সাত ধাপ এগিয়ে ৬০তম স্থানে রয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার ট্রাভিস হেড শীর্ষস্থান

দখলে রেখেছেন। দ্বিতীয় স্থানে থাকা সূর্যকুমার যাদবের (৮০৭) ৭৪ পয়েন্টে এগিয়ে হেড। সূর্য ছাড়া যশস্বী জয়সওয়াল (৫) ও রুতুরাজ গায়কোয়াড় (৯) প্রথম দশে রয়েছেন। বোলিং বিভাগে সেরা দশে ঢুকে পড়েছেন অর্শদীপ সিং। সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে বেশ কিছুদিন ধরেই সাফল্যের মধ্যে রয়েছেন বাঁহাতি পেসার। প্রথম ম্যাচে তিন উইকেট নেওয়ার সুফল আট ধাপ এগিয়ে অষ্টম স্থানে পৌঁছে গিয়েছেন। প্রথম দশে অর্শদীপই একমাত্র ভারতীয় বোলারও। জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজের অবর্তমানে অর্শদীপের কাঁধে পেস ব্রিগেডের দায়িত্ব। গোয়ালিয়রে যে দায়িত্ব সাফল্যের পুরস্কার কেরিয়ারের সর্বোচ্চ ৬৪২ রেটিং পয়েন্টে অর্শদীপ। বোলিং বিভাগে কিছুটা এগিয়েছেন ওয়াশিংটন সুন্দরও। চার ধাপ উন্নতি করে আছেন ৩৫তম স্থানে। বোলিং বিভাগের শীর্ষে ইংল্যান্ডের স্পিন-তারকা আদিল রশিদ।

নিউজিল্যান্ড সিরিজের প্রস্তুতি শুরু করলেন রোহিত শর্মা। বুধবার।

ঝাড়খণ্ডের নেতৃত্বে ঈশান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ অক্টোবর : ঘরোয়া ক্রিকেট তিনি অনেকদিনই খেলতে চান না। ঘরোয়া ক্রিকেট না খেলার কারণেই ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বার্ষিক চুক্তি থেকেও বাদ পড়তে হয়েছিল তাঁকে।

'অবাধ্য' ঈশান কিষানকে নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরমহলের ছবিটা ক্রমশ বদলাচ্ছে। আসন্ন রনজি মরশুমে তিনি ঝাড়খণ্ড দলে ফিরেছেন। শুধু নিজের রাজ্য দলে ফেরা বা রনজি খেলার সিদ্ধান্ত নেওয়াই নয়, ঝাড়খণ্ডের অধিনায়ক হিসেবে ঈশান ফিরতে চলেছেন ঘরোয়া ক্রিকেটের মূল স্রোতে।

২০১৮-'১৯ সালে শেষবার ঝাড়খণ্ড রাজ্য দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ঈশান। শেষ মরশুমে দলের অধিনায়ক ছিলেন বিরাট সিং। এবার তিনি ঈশানের ডেপুটির দায়িত্বে। দলে ফিরে নিজের রাজ্যের নেতৃত্বের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেও ঈশান উইকেটকিপিংয়ের দায়িত্ব পালন করবেন কিনা, স্পষ্ট নয়। কুমার কুশাগ্রও রয়েছেন স্কোয়াডে। মনে করা হচ্ছে, হয়তো তিনিই উইকেটকিপিংয়ের দায়িত্ব সামলাবেন। আজ ঝাড়খণ্ডের দল ঘোষণার পাশে ঈশানকে অধিনায়ক করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর রাঁচিতে

সাংবাদিকদের সামনে হাজির হয়েছিলেন সেখানকার নির্বাচক প্রধান সুব্রত দাস। তিনি বলেছেন, 'ঈশান অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। ওর আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা আমাদের রনজি অভিযানে কাজে লাগবে। অধিনায়ক হিসেবেও যথেষ্ট দক্ষ ঈশান।'

ইংল্যান্ডই পাখির চোখ চাহালের

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : চৌষট্টি খোপের খেলা ছেড়ে ব্যাট-বলের চৌহদ্দি। সেখানেও জাঁকিয়ে বসা। ওডিআই এবং টি২০ মিলিয়ে ১৫২টি ম্যাচ খেলেছেন ভারতের হয়ে। উইকেট সংখ্যা ২১৭।

যদিও গত কয়েক বছরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিয়মিত নন। ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়েছেন। টিম ইন্ডিয়ায় প্রত্যাবর্তনের লড়াইয়ে ২০২৫-এর ইংল্যান্ড সফরকেই পাখির চোখ করছেন যুযবেন্দ্র চাহাল।

অফসিজনে প্রস্তুতি সারতে কাউন্টিতে খেলার সিদ্ধান্ত নেন এবার। প্রথম কাউন্টি সফরেই নটিংহ্যামের হয়ে সফল ভারতীয় লেগস্পিনার। চারদিনের ও ওয়ান ডে- দুই ফরম্যাটেই নটিংহ্যাম বোলিংয়ের অন্যতম অস্ত্র হয়ে ওঠেন। সংক্ষিপ্ত কাউন্টি সফরে মাত্র ১৭ গড়ে ২৪ উইকেট নেন। ইংল্যান্ডের মাটিতে পাওয়া যে সাফল্য নতুন আশা দেখাচ্ছে চাহালকে। জানান, আগামী বছর ভারত যখন ইংল্যান্ড সফরে যাবে, তিনি তাঁর ক্ষমতা দেখিয়ে দেবেন। চাহালের দাবি, 'কাউন্টি ক্রিকেট বেশ কঠিন মঞ্চ। কাউন্টিতে অংশ নেওয়া আমাকে সুযোগ করে দিয়েছে ভালো মানের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নিজের স্কিল দেখানোর। ভারতীয় দলের সঙ্গে আগামী বছর ইংল্যান্ড সফরে থাকলে বুঝিয়ে দেব আমি কতটা দক্ষ।'

নটিংহ্যামের হয়ে বাইশ গজে ম্যাচ জেতানো পারফরমেন্সই শুধু নয়, উঠতি ক্রিকেটারদের দিকেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। চাহাল বলেন, 'আমি কৃতজ্ঞ ব্রাইডন স্যারের কাছে। উনি কাউন্টি খেলার সুযোগ করে দিয়েছেন আমাকে। কাউন্টির সূত্রেই আলাপ হয় অসম্ভব প্রতিভাবান ১৮ বছরের তরুণ ক্রিকেটার কৃশ প্যাটেলের সঙ্গে। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে ওর জন্য।'

নিরাপত্তা প্রশ্নে জোরালো হাতিয়ার মোহনবাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ অক্টোবর : এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু থেকে বাতিল করা হয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে।

কিন্তু এরইমধ্যে এসতেকলাল বনাম আল নাসের ও ট্র্যাক্টর এফসি-র বিরুদ্ধে এফসি রাভসানের ম্যাচ সম্ভবত সরে যাচ্ছে দুবাইতে। যে খবর এএফসি সূত্রে ইতিমধ্যেই পেয়েছে মোহনবাগান। আর এটাকেই এখন হাতিয়ার করতে চাইছে সবুজ-মেরুন কর্তৃপক্ষ। ইরান যে ম্যাচ খেলার উপযুক্ত ছিল না,

> ইরানের সব ম্যাচ সম্ভবত দুবাইয়ে সরছে

এটা জানিয়ে আবেদন করার কথা আগেই জানায় মোহনবাগান। এবার সেই আবেদন আরও জোরালো হবে এএফসি এই সিদ্ধান্ত সরকারিভাবে জানালে। তারা প্রমাণ করতে পারবে, এই ম্যাচ খেলতে যাওয়ার মতো উপযুক্ত আবহ সেই সময়েও ছিল না কারণ ইরান তাদের সব বিমানবন্দর ম্যাচের দিন সকালেই বন্ধ করে দেওয়ায়। খেলতে গেলেও আটকে থাকতে হত গোটা দলকে।

এদিকে, দল নিয়ে প্রতিদিনই অবশ্য অনুশীলন চালাচ্ছেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। এদিন সকালে অনুশীলনের পর অবশ্য পুজোর ছুটি দিয়ে দেন তিনি। আবার ১৩ অক্টোবর থেকে শুরু হবে ডার্বির প্রস্তুতি। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ম্যাচ থেকে দল খানিক ছন্দে ফেরায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেও মোলিনা অবশ্য গা-ছাড়া মনোভাব আনতে দিতে রাজি নন। কারণ তাঁরও জানা, ডার্বি না জিততে পারলে সমর্থকদের আস্থা এবার পাকাপাকিভাবে হারাবেন তিনি।

নীতীশ-ঝড়ের সঙ্গে রিঙ্কু শো কোটলায়

আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের প্রথম অর্ধশতরানের পর নীতীশ কুমার রেড্ডি।

ভারত-২২১/৯
বাংলাদেশ-১৩৫/৯

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : ফিরোজ শা কোটলা মানে হাইস্কোরিং ম্যাচ।

ছোট বাউন্ডারি, ব্যাটিং সহায়ক পিচ-দুশো প্লাস স্কোরও সবসময় নিরাপদ নয়। অথচ, সহজ ব্যাটিং পরিস্থিতিতেও শুরুতে ভারতীয় ইনিংসে থরহরিকম্প। উধাও টসের সময় সূর্যকুমার যাদবের মুখে লেগে থাকা চওড়া হাসি। অজানা আশঙ্কায় চিন্তার ছাপ গৌতম গম্ভীর, অভিষেক নায়ারদের চোখেমুখে।

তাসকিন আহমেদ, মুস্তাফিজুর রহমানদের স্লোয়ার স্ট্র্যাটেজিতে সূর্যের হিসেব ঘেঁটে ঘ। তানজিম সাকিবের অস্ত্র সেখানে গতি। টাইগার ব্রিগেডের পেসার ত্রয়ীর মিলিত প্রয়াসের ফল-পাওয়ার প্লে-তে একে একে ডাগআউটে সঞ্জু স্যামসন (১০), অভিষেক শর্মা (১৫), সূর্যকুমার (৮)।

৪১/৩ ভারত। গোয়ালিয়রের হার ভুলে টগবগিয়ে ফুটছে বাংলাদেশ। রবি শাস্ত্রী, সুনীল গভাসকারদের মুখে ১৭৫ রানের ভাবনা। কিন্তু অঙ্ক বদলে দেয় নীতীশ-ঝড়, রিঙ্কু-শো। নীতীশকুমার রেড্ডি (৩৪ বলে ৭৪), রিঙ্কু সিংয়ের (২৯ বলে ৫৩) ৫১ বলে ১০৮ রানের বিস্ফোরক জুটির স্পর্শে দুশো পার ভারত (২২১/৯)। যার সামনে ১২৮/৯ স্কোরে আটকে যায় বাংলাদেশ। বরুণ চক্রবর্তী (১৯/২), নীতীশরা (২৩/২) বাংলাদেশি ব্যাটারদের দাঁত ফোটানোর সুযোগ দেননি। ফলে ২-০ ব্যবধানে জিতে সিরিজ জয় সম্পন্ন করে হায়দরাবাদে পা রাখবে সূর্যের নয়া টিম ইন্ডিয়া।

প্রথম দিকে নীতীশ কিছুটা নড়বড়ে। ৫ রানের মাথায় তানজিমের বলে ক্যাচও দিয়ে বেঁচে যান লিটন দাসের সৌজন্যে। সুযোগের সদ্ব্যবহার। ইনিংসের টার্নিং পয়েন্ট অবশ্য মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ নো বল,

আশঙ্কা সরিয়ে ঝলমলে টিম সূর্য

বোলারদের দাপটে সিরিজ জয় ভারতের

ফ্রি হিট। ছক্কা নীতীশের। আর ছক্কাই বদলে দেয় নীতীশের ব্যাটিং অ্যাপ্রোচ। ছক্কার আগে ১৩ বলে ১৩ রান। পরের ২১ বলে ৬১! ২৭ বলে কেরিয়ারের প্রথম হাফ সেঞ্চুরি। মাটিতে বল রাখার বদলে বেশিরভাগ উড়ে যাচ্ছিল গ্যালারিতে। কোটলার বাউন্ডারি ছোট। কিন্তু নীতীশের বিগহিটগুলি যে কোনও মাঠেই বাউন্ডারি পেরোবে, প্রশংসা করতে গিয়ে বলছিলেন সুনীল গাভাসকার। তাসকিনকে মারা ফোরহ্যান্ড হোক বা মিডউইকেটের ওপর দিয়ে পুল-বছর একুশের অন্ধ্রপ্রদেশ ব্যাটারের যে ব্যাটিং-শোয়ে কোটলায় তখন উৎসবের মেজাজ। আশঙ্কার মেঘ উধাও।

অনভিজ্ঞ নীতীশের হাতে বেধড়ক ঠ্যাঙানিতে রীতিমতো অসহায় অবস্থা মিরাজ, তানজিম, রিশাদদের। মুস্তাফিজুরের (৩৬/২) অভিজ্ঞতার কাছে শেষপর্যন্ত থামে নীতীশ-ঝড়। ফেরার আগে নিজের দায়িত্ব সারেন ৩৪ বলে ৭৪ রানের বিস্ফোরক ইনিংসে। সাতটি ছক্কা, চারটি চার। স্ট্রাইক রেট ২১৭.৬৪!

নীতীশের পাওয়ার-হিটিংয়ের পাশে রিঙ্কুর বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাটিং। ক্রিজে নেমেই চাপ কাটানোর কাজে হাত লাগান। ফিল্ডিংয়ের ফাঁকফোকর যেমন খুঁজে নিলেন, তেমনই অসাধারণ শটের ফুলঝুরি। আইপিএল, জাতীয় দল-চলতি বছরে ব্যর্থতায় তৈরি হওয়া চাপ ঝেড়ে রিঙ্কু ফিরলেন ২৯ বলে ৫৩ রানের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে।

সেঞ্চুরি জুটিতে ৪১/৩-এ নড়বড়ে দলকে শক্ত ভিতে দাঁড় করিয়ে দেন নীতীশ-রিঙ্কু। স্লগ ওভারে হার্দিক পান্ডিয়ার (১৯ বলে ৩২) ক্যামিও ইনিংস। রিয়ান পরাগ জোড়া ছক্কায় ৬ বলে ১৫ করেন। নিট ফল প্রত্যাশা ছাপিয়ে ২২১/৬-এ পৌঁছে যাওয়া। বাংলাদেশের পক্ষে সেরা বোলার তাসকিনের (২/১৬)।

সিরিজ বাঁচানোর ম্যাচে ২২২ জয়লক্ষ্যে প্রথম থেকেই খোঁড়াতে থাকে বাংলাদেশ। পারভেজ হোসেন ইমনকে (১৬) ফিরিয়ে প্রথম ধাক্কা দেন অর্শদীপ। লিটন দাস (১৪), নাজমুল হোসেন শান্ত (১১), তৌহিদ হৃদয়রা (১) ভারতীয় স্পিনার ত্রয়ী ওয়াশিংটন সুন্দর, বরুণ চক্রবর্তী, অভিষেক শর্মার শিকার হয়ে।

এর আগে টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন নাজমুল হোসেন শান্ত। ঘুরপাক খাচ্ছিল গোয়ালিয়রে প্রথমে ব্যাটিং করে ১২৭ রানে গুটিয়ে যাওয়া। নাজমুলের যুক্তি, বোলাররা ভারতকে নাগালের মধ্যে আটকে দিতে পারলে সিরিজে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ থাকবে। মিরাজের প্রথম ওভারে ১৫ রান আসার পরই হঠাৎ থরহরিকম্প ভারতীয় ইনিংসে। জোড়া দৃষ্টিনন্দন অফড্রাইভে ইনিংস শুরু করলেও ফের স্যামসনকে ঘিরে প্রত্যাশার অপমৃত্যু। তাসকিনের স্লোয়ারে মিডঅফে ক্যাচ প্র্যাকটিসে আরও একটা সুযোগ হাতছাড়া। এরপর বাদ পড়লে দায়ী থাকবেন সঞ্জু নিজেই।

মেন্টর যুবরাজ সিং প্রথম ম্যাচের পর মস্তিষ্ক কাজে লাগাতে বলেছিলেন অভিষেককে (১৫)। কিন্তু সব বল আড়া চালাতে যাওয়ার বদভ্যাসে উইকেট খোয়ালেন। তানজিমের ১৪৭ কিলোমিটার গতির বল ব্যাটের কানা ছুঁয়ে উইকেট ভেঙে দেয়। সূর্য (৮) এদিন আগাগোড়া মেঘের আড়ালে। তাসকিন-মুস্তাফিজুরের স্লোয়ারের গোলকধাঁধায় আটকে যান। স্যামসনের আউটের কার্বন কপি। মিডঅফে সহজ ক্যাচ। পাওয়ার প্লে-তে টপ থ্রি-কে হারিয়ে নড়বড়ে হাল। আশঙ্কার যে মেঘ কাটে রিঙ্কু-নীতীশের সাহসী, বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাটিংয়ে।

২৯ বলে মারমুখী ৫৩ রান করার পথে রিঙ্কু সিং। বুধবার নয়াদিল্লিতে।

স্মৃতির অর্ধশতরান, শেফালির রেকর্ড

ICC WOMEN'S T20 WORLD CUP 2024

দুবাই, ৯ অক্টোবর : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে জঘন্য হার দিয়ে শুরু। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয় এলেও ভারতীয় ব্যাটারদের মন্থর ব্যাটিং সমালোচকদের হাত শক্ত করেছিল। সঙ্গে ছিল অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউরের ঘাড়ের চোট ও দুর্বল নেট রানরেটের ভ্রূকুটি। বুধবার মহিলাদের চলতি টি২০ বিশ্বকাপে সবকিছুকেই ঝেড়ে ফেললেন স্মৃতি মান্ধানা, হরমনপ্রীতরা। নিটফল, শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ১৭২/৩ স্কোরের পাহাড়ে চড়ে বসল উইমেন ইন ব্লু।

ঘাড়ের চোট সারিয়ে হরমনপ্রীতের টস করতে নামা ম্যাচ শুরুর আগেই ভারতীয় শিবিরকে বাড়তি আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছিল। কয়েন যুদ্ধেও ভাগ্য ভারতের সঙ্গ দেয়। ফলে টসে জিতে ব্যাটিং নিতে দু'বার ভাবেননি হরমন। চলতি বছরের মহিলাদের এশিয়া কাপের ফাইনালে এই শ্রীলঙ্কার কাছেই অপ্রত্যাশিত হার হজম করতে হয়েছিল ভারতকে।

বুধবার প্রথম বল থেকেই বদলা নেওয়ার মেজাজে ছিলেন শেফালি ভার্মা (৪৩), মান্ধানা (৩৮ বলে ৫০)। পাকিস্তান ম্যাচে শেফালি-মান্ধানার ওপেনিং জুটি ক্লিক করেনি। এদিন সেই হতাশা এই দুই তারকা সুদে-আসলে মেটালেন। ওপেনিং জুটিতে এল ৯৮ রান। যার শুরুটা করেছিলেন শেফালি। মহিলাদের ক্রিকেটে অন্যতম বিধ্বংসী ব্যাটার হিসেবে সুনাম রয়েছে তাঁর। এদিন শেফালি আরও একবার নামের প্রতি সুবিচার করলেন। অর্ধশতরান না পেলেও রেকর্ড গড়লেন শেফালি। মহিলাদের টি২০ আন্তর্জাতিকে সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে ২ হাজার রান হয়ে গেল ২০ বছরের এই ব্যাটারের।

মান্ধানা বরাবরই টাচ প্লেয়ার। তাঁর ব্যাটিং সবসময়ই চোখের পক্ষে আরামদায়ক। এদিনও মান্ধানার ব্যাট থেকে মন ভালো করে দেওয়া কিছু শট বেরোল। টাইমিং নির্ভর ব্যাটিংয়ে মাঠের ফাঁকফোকরগুলি দিব্যি খুঁজে বার করছিলেন মান্ধানা।

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে অর্ধশতরানের পথে স্মৃতি মান্ধানা। বুধবার দুবাইয়ে মহিলাদের টি২০ বিশ্বকাপে।

ঝোড়া অর্ধশতরান করে সাজঘরে ফিরছেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউর।

অর্ধশতরানের মাঝেই ভারতের তৃতীয় ব্যাটার হিসেবে টি২০ বিশ্বকাপে ৫০০ রানের গণ্ডি টপকে যান তিনি। ওপেনিং জুটি ভাঙে মান্ধানার দুর্ভাগ্যজনক রানআউটে। পরের বলে ফিরে যান শেফালিও।

এখান থেকেই স্মৃতিদের সাজানো মঞ্চকে দুর্দান্ত ব্যবহার করলেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দল জিতলেও ম্যাচ ফিনিশ করে আসতে পারেননি। এদিন অবশ্য ভারতীয় ক্রিকেটের 'হ্যারি'-কে নড়ানো যায়নি। শুরুটা দেখেশুনে করার পর কার্যত ঝড় তুললেন হরমন। ২৭ বলে অপরাজিত ৫২ রানের ইনিংস সেটারই প্রমাণ।

বল হাতে প্রথম ওভার থেকেই কাজ শুরু করে দিলেন টিম ইন্ডিয়ার পেসার রেণুকা সিং (১১/২)। তাঁর জোড়া শিকারে ৬/৩ হয়ে গিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। এই ধাক্কা তারা আর কাটিয়ে উঠতে পারেনি। রেণুকাকে বল হাতে যোগ্য সংগত করেন অরুন্ধতী রেড্ডি ও আশা শোভানা (১৯/৩)। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত শ্রীলঙ্কার স্কোর ১৭ ওভারে ৭৮/৮।

প্রথম টেস্টে অনিশ্চিত উইলিয়ামসন

ভারত সফরের দল ঘোষণা

ওয়েলিংটন, ৯ অক্টোবর : ভারত সফরের দল ঘোষণা করল নিউজিল্যান্ড।

১৬ অক্টোবর তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শুরু হচ্ছে বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে। দ্বৈরথের ঢাকে কাঠি দিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই সদলবলে ভারতে পা রাখতে চলেছেন ব্ল্যাক ক্যাপসরা। টিম ইন্ডিয়ার টক্করে কারা নামবেন, এদিন সেই ১৭ জনের দলই বেছে নিলেন কিউয়ি নির্বাচকরা।

শ্রীলঙ্কা সফরের ব্যর্থতার জেরে নেতৃত্ব থেকে পদত্যাগ করেন টিম সাউদি। পরিবর্তে টিম ল্যাথাম আসন্ন ভারত সফরে অধিনায়কের ভার সামলাবেন। টিম সাউদি খেলবেন সাধারণ সদস্য হিসেবে। দলে আছেন প্রাক্তন আরেক অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসনও। তবে কুঁচকির চোটের কারণে তারকা ব্যাটারকে নিয়ে অনিশ্চয়তাও তৈরি হয়েছে।

শ্রীলঙ্কা সফরে গলে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় টেস্টের সময় চোট পান উইলিয়ামসন। সেই চোট থেকে এখনও মুক্ত নন। টিম সূত্রের খবর, প্রথম টেস্টে উইলিয়ামসনের খেলার সম্ভাবনা ক্ষীণ। নির্বাচক কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, অযথা তাড়াহুড়োয় ঝুঁকি বাড়াতে রাজি নন তাঁরা। তবে পরিকল্পনা অনুযায়ী রিহ্যাব প্রক্রিয়া চললে সিরিজের শেষদিকে উইলিয়ামসনকে পাওয়া যাবে।

ব্যাকআপ হিসেবে ভাবনায় এখনও পর্যন্ত টেস্ট না খেলা মার্ক চ্যাপম্যান। তবে অভিজ্ঞ উইলিয়ামসনের যথার্থ বিকল্প রাতারাতি পাওয়া সম্ভব নয়। কঠিন ভারত সফরে তারকা ব্যাটারকে শুরুতে না পাওয়া বড় ধাক্কা ব্ল্যাক ক্যাপসদের জন্য। নির্বাচক কমিটির এক সদস্য তা মেনে নিয়ে বলেছেন, 'গুরুত্বপূর্ণ সফর। শুরুতে কেনকে না পাওয়া দলের জন্য দুর্ভাগ্য।'

চ্যাপম্যান এখনও পর্যন্ত ৪৪টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলে ৪২.৮১ গড়ে ২,৯৫৪ রান করেছেন। অনিয়মিত স্পিন বোলিং করলেও লাল বলের ক্রিকেটে ছাপ রাখতে পারেননি। কিউয়ি নির্বাচকরা যদিও আশাবাদী, উপমহাদেশীয় পিচে চ্যাপম্যান কার্যকর হবে।

স্পিন-অলরাউন্ডার মাইকেল ব্রেসওয়েল প্রথম টেস্ট খেলার পর দেশে ফিরবেন পারিবারিক কারণে। সন্তানের মুখ দেখার জন্য ওই সময় স্ত্রী-পরিবারের পাশে থাকবেন। ব্রেসওয়েলের পরিবর্তে শেষ দুই টেস্টের জন্য দলে নেওয়া হচ্ছে ভারতীয় বংশোদ্ভূত স্পিনার ইশ সোধিকে।

ঘোষিত দল

টম ল্যাথাম (অধিনায়ক), টম ব্লান্ডেল, মাইকেল ব্রেসওয়েল (প্রথম টেস্ট), মার্ক চ্যাপম্যান, ডেভন কনওয়ে, ম্যাট হেনরি, ড্যারেল মিচেল, উইল ও'রৌরকি, আজাজ প্যাটেল, গ্লেন ফিলিপস, রাচিন রবীন্দ্র, মিচেল স্যান্টনার, বেন সিয়ার্স, ইশ সোধি (দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেস্ট), টিম সাউদি, কেন উইলিয়ামসন, উইল ইয়ং।

উইলিয়ামসনের অবর্তমানে প্রথম টেস্টে ব্যাটিংয়ে বাড়তি দায়িত্ব থাকবে ডেভন কনওয়ে, ড্যারেল মিচেলদের ওপর। গ্লেন ফিলিপস, রাচিন রবীন্দ্রও কার্যকর হয়ে উঠতে পারে। টিম সাউদিদের সঙ্গে মিচেল স্যান্টনার-সোধির স্পিন যুগলবন্দি ভারতীয় ব্যাটারদের কতটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়, উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

'খবরের কোনও সত্যতা নেই'

ফাইনাল সরানোর দাবি ওড়াল পিসিবি

লাহোর, ৯ অক্টোবর : হাইব্রিড মডেল।

ভারতের কথা মাথায় রেখে লাহোর থেকে নিরপেক্ষ কেন্দ্র দুবাইয়ে সরানো হতে পারে ফাইনালও। গতকাল যে খবরে ফের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে তর্জার উত্তাপ ফের ঊর্ধ্বমুখী। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের তরফে পত্রপাঠ এহেন দাবি খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। পালটা দাবি, সর্বৈব মিথ্যা খবর।

নির্ধারিত সূচি মেনেই ২০২৫ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির (১৯ ফেব্রুয়ারি-৯ মার্চ) আসর বসবে পাকিস্তানের তিন কেন্দ্র - করাচি, লাহোর ও রাওয়ালপিন্ডিতে। ভারতের পাকিস্তানে গিয়ে না খেলার সিদ্ধান্তে শুরু থেকেই যে টুর্নামেন্ট ঘিরে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

গতকাল ইংল্যান্ডের একটি প্রথম সারির দৈনিক দাবি করে ভারত ফাইনালে উঠলে লাহোর থেকে দুবাইয়ে খেতাবি যুদ্ধ সরানো হবে। যে প্রসঙ্গে পিসিবি-র দাবি, 'এই খবরের কোনও সত্যতা নেই। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল পাকিস্তানের বাইরে সরানো হতে পারে বলে যা বলা হচ্ছে, তা ভিত্তিহীন। টুর্নামেন্ট আয়োজনের কাজ সঠিক পথেই এগোচ্ছে। আমরা আত্মবিশ্বাসী আসন্ন টুর্নামেন্টকে আমরা আকর্ষণীয় ও স্মরণীয় করে রাখতে।'

পিসিবি-র যুক্তি, ভারত-পাকিস্তানের রাজনৈতিক টানাপোড়েন রয়েছে। সেই কারণেই অনেকে এই ধরনের খবর রটাচ্ছে। কিন্তু তাঁদের বিশ্বাস, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসরে এর প্রভাব পড়বে না। নির্বিঘ্নে পাকিস্তানের মাটিতেই পুরো টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। পিসিবি-র এক কর্তা দাবি করেন, 'দুই দেশের মধ্যে চলতি রাজনৈতিক অস্থির পরিস্থিতি রয়েছে। কিন্তু সমস্যা থাকলেও পিসিবি সফলভাবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমরা নিশ্চিত, কোনও রকম বিঘ্ন ছাড়াই টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে পাকিস্তানের মাটিতে।'

আইসিসি অবশ্য কোনওরকম প্রতিক্রিয়া দেয়নি। লাহোর থেকে দুবাইয়ে ফাইনাল সরানো বা হাইব্রিড মডেল নিয়ে সরকারিভাবে কোনও নির্দেশিকাও জারি করা হয়নি বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার তরফে। তবে সূত্রের খবর, ভারতের চাপে শেষপর্যন্ত ২০২৩ সালের এশিয়া কাপের মতোই হাইব্রিড মডেলই সমাধান সূত্র হতে চলেছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে।

রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা পাকিস্তানের বদলে নিরপেক্ষ কেন্দ্রে ম্যাচ খেলবেন। এমনকি ভারত যদি সেমিফাইনাল, ফাইনালে ওঠে, তাহলে সেই ম্যাচগুলিও পাকিস্তানের বদলে নিরপেক্ষ দেশে হবে। সম্ভাব্য কেন্দ্রের দৌড়ে এগিয়ে রয়েছে দুবাই। প্রসঙ্গত, ২০২৩ এশিয়া কাপে ভারতের ম্যাচগুলি এবং ফাইনাল শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত হয়। বাকি ম্যাচ পাকিস্তানে। আইসিসি প্রকাশ্যে কিছু না বললেও একই পথেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। ভারত ২০০৮ সালে শেষবার পাকিস্তানের মাটিতে এশিয়া কাপে খেলেছিল।

ICC CHAMPIONS TROPHY PAKISTAN 2025

> দুই দেশের মধ্যে চলতি রাজনৈতিক অস্থির পরিস্থিতি রয়েছে। কিন্তু সমস্যা থাকলেও পিসিবি সফলভাবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমরা নিশ্চিত, কোনও রকম বিঘ্ন ছাড়াই টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে পাকিস্তানের মাটিতে।
>
> **পিসিবি কর্তা**

টেস্টে ৩৫তম শতরানের পর জো রুট। বুধবার মুলতানে।

কুককে টপকে শীর্ষে রুট

মুলতান, ৯ অক্টোবর : লাল বলের ক্রিকেটে শচীন তেন্ডুলকারের সর্বাধিক রানের রেকর্ড কি ভেঙে ফেলবেন ইংল্যান্ডের জো রুট? পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিনের পর আরও একবার ক্রিকেট মহলে ঘুরপাক খাচ্ছে এই প্রশ্ন।

ব্যাট করতে নামলেই সেঞ্চুরি করা এবং একের পর এক রেকর্ড ভাঙা যেন অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছেন রুট। এদিনও তার অন্যথা হল না। বুধবার মুলতানে রুট অপরাজিত ১৭৬ রানের ইনিংস খেললেন। টেস্ট কেরিয়ারে যা তাঁর ৩৫তম শতরান। সেঞ্চুরি সংখ্যার নিরিখে তিনি পিছনে ফেললেন সুনীল গাভাসকার, ব্রায়ান লারা, মাহেলা জয়বর্ধনে এবং ইউনুস খানের মতো কিংবদন্তিদের। এঁদের প্রত্যেকেরই টেস্টে ৩৪টি সেঞ্চুরি ছিল। সেঞ্চুরি সংখ্যার দিক থেকে রুট আগেই স্বদেশীয় অ্যালিস্টার কুককে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। এদিন টেস্ট রানের নিরিখেও কুককে (১২,৪৭২) পিছনে ফেললেন রুট (১২,৫৭৮)। ফলে টেস্টে ইংল্যান্ডের সর্বাধিক রানের নজির এখন রুটেরই দখলে। রুটের রেকর্ডের তালিকা এখানেই শেষ নয়। চলতি বছরে রুট এই নিয়ে ৫ নম্বর সেঞ্চুরি করে ফেললেন। এর আগে ২০২১ ও ২০২২ সালেও তিনি পাঁচটি সেঞ্চুরি করেছিলেন।

অন্যদিকে, কুক মনে করছেন এরকম ফর্মে থাকলে রুট শচীনের রেকর্ড ভেঙে ফেলতে পারেন। তাঁর মন্তব্য, 'বেন স্টোকস অধিনায়ক হওয়ায় রুটের সুবিধা হয়েছে। ওর চাপ কমেছে। যখন আমি অবসর নিই জানতাম রুট আমার রেকর্ড ভাঙবে, যদি না অধিনায়কত্বের চাপ ওর রানের খিদে কমিয়ে দেয়। তাই আমার মনে হয় ও শচীনের রেকর্ড ভেঙে ফেলবে।'

> বেন স্টোকস অধিনায়ক হওয়ায় রুটের সুবিধা হয়েছে। ওর চাপ কমেছে। যখন আমি অবসর নিই জানতাম রুট আমার রেকর্ড ভাঙবে, যদি না অধিনায়কত্বের চাপ ওর রানের খিদে কমিয়ে দেয়। তাই আমার মনে হয় ও শচীনের রেকর্ড ভেঙে ফেলবে।
>
> **অ্যালিস্টার কুক**

রুটকে যোগ্য সংগত দিয়ে শতরান করেন হ্যারি ব্রুকও (১৪১)। অপরাজিত রুট-ব্রুক জুটি পঞ্চম উইকেটে ২৪৩ রান জোড়েন। তার আগে বেন ডাকেট ৭৫ বলে ৮৪ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন। তৃতীয় দিনের শেষে ইংল্যান্ডের স্কোর ৪৯২/৩। পাকিস্তানের চেয়ে তারা ৬৪ রান পিছিয়ে।

ইংল্যান্ডের বর্ষসেরা পামার

লন্ডন, ৯ অক্টোবর : ইংল্যান্ডের জাতীয় দলে তাঁর অভিষেক ২০২৩-এর নভেম্বরে। এরইমধ্যে দেশের বর্ষসেরা ফুটবলার নির্বাচিত হলেন কোলে পামার।

জুডে বেলিংহাম, ফিল ফোডেন, বুকায়া সাকাদের পিছনে ফেলে বর্ষসেরার পুরস্কার জিতে নিলেন ইংল্যান্ডের জার্সিতে ৯টি ম্যাচ খেলা পামার। তার মধ্যে প্রথম একাদশে ছিলেন মাত্র দুটি ম্যাচে। ইংল্যান্ডের জার্সিতে এখনও পর্যন্ত তাঁর গোলসংখ্যা দুই। জাতীয় দলে কম সুযোগ পেলেও ক্লাব ফুটবলে দুর্দান্ত মরশুম কাটিয়েছেন তরুণ এই ব্রিটিশ ফুটবলার। গত মরশুমে চেলসির জার্সিতে ২২টি গোল করেন তিনি। চলতি প্রিমিয়ার লিগেও ৭ ম্যাচে ৬টি গোল করে ফেলেছেন পামার। সেই সুবাদেই জিতে নিলেন ইংল্যান্ডের বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার।

সমর্থকদের ভোটেই সেরা নির্বাচিত হয়েছেন কোলে পামার। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন জুডে বেলিংহাম ও তৃতীয় স্থানে বুকায়ো সাকা। ২০১০ সালে অ্যাশলে কোলের পর চেলসির প্রথম ফুটবলার হিসাবে এই পুরস্কার জিতলেন কোলে পামার।

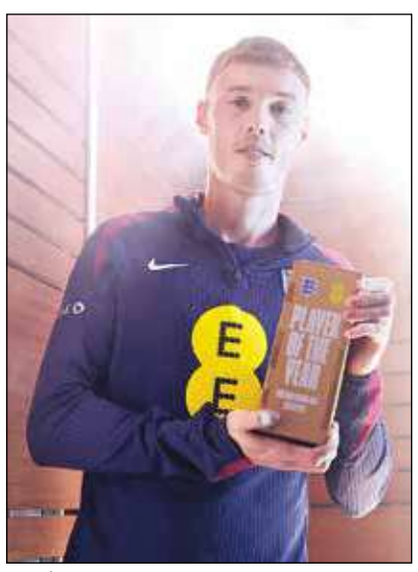

বর্ষসেরার পুরস্কার হাতে কোল পামার। বুধবার।

দেড় মাস মাঠের বাইরে অ্যালিসন

লন্ডন, ৯ অক্টোবর : হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে নাজেহাল লিভারপুল গোলকিপার অ্যালিসন বেকার। জানা যাচ্ছে, তিনি প্রায় দেড় মাস মাঠের বাইরে থাকবেন। ফলে লিগে চেলসি ও আর্সেনালের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে বেকারকে ছাড়াই মাঠে নামবে লিভারপুল। অল রেডস-এর কোচ আর্নে স্লট বলেছেন, 'বেকারের হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট রয়েছে। ফলে ওকে ছাড়াই মাঠে নামতে হবে। ও এই মুহূর্তে দলের তথা সমগ্র বিশ্বের সেরা গোলরক্ষক। ফলে বেকারকে ছাড়া মাঠে নামা কঠিন হবে।'

ছিটকে গেলেন নিকো

মাদ্রিদ, ৯ অক্টোবর : নেশনস লিগের ম্যাচের আগে স্পেন শিবিরে দুঃসংবাদ বয়ে আনলেন নিকো উইলিয়ামস। ১২ অক্টোবর ডেনমার্কের বিরুদ্ধে এবং ১৫ অক্টোবর সার্বিয়ার বিরুদ্ধে উয়েফা নেশনস লিগের ম্যাচ রয়েছে ইউরো চ্যাম্পিয়ন স্পেনের। তবে চোটের কারণে এই দুইটি ম্যাচে খেলতে পারবেন না লুইস ডে লা ফুয়েন্তের দলের অন্যতম সেরা ফুটবলার নিকো উইলিয়ামস। অ্যাটলেটিকো বিলবাওয়ের হয়ে ইউরোপা লিগের ম্যাচে খেলতে নেমে চোট পেয়েছিলেন বছর বাইশের এই স্প্যানিশ ফুটবলার। এরপর লা লিগায় জিরোনার বিরুদ্ধে ম্যাচেও মাঠে নামতে পারেননি নিকো। এবার ছিটকে গেলেন জাতীয় দল থেকেও।

স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের তরফে একটি বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, 'চোটের কারণে শিবির ছাড়তে হয়েছে নিকোকে। উয়েফা নেশনস লিগের তৃতীয় ও চতুর্থ রাউন্ডের ম্যাচে তাঁকে পাওয়া যাবে না। তাঁর ক্লাব অ্যাটলেটিকো বিলবাও ও জাতীয় দলের চিকিৎসকদের পরামর্শেই এই সিদ্ধান্ত।' পাশাপাশি নিকোর পরিবর্ত হিসাবে রিয়াল সোসিয়েদাদের ফুটবলার সের্জিও গোমেজ স্পেনের জাতীয় শিবিরে ডাক পেয়েছেন। প্যারিস অলিম্পিকে স্পেনের সোনাজয়ী ফুটবল দলের সদস্য সের্জিও।

স্পেনের কোচ লুইস ডে লা ফুয়েন্তের চিন্তা বাড়ালেন নিকো উইলিয়ামস।

ম্যাচ না খেলেই কার্যত চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল

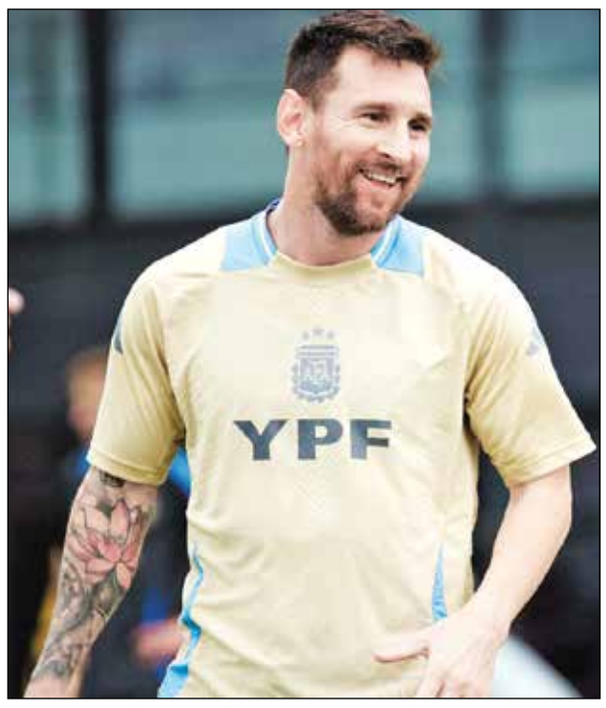

আর্জেন্টিনার অনুশীলনে খোশমেজাজে লিওনেল মেসি।

ফিরছেন লিওনেল মেসি

চোট চিন্তা স্কালোনির

মাতুরিন (ভেনিজুয়েলা), ৯ অক্টোবর : জাতীয় দলের জার্সিতে ফিরছেন লিওনেল মেসি। চোটের জন্য গত মাসে বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের দুইটি ম্যাচে মাঠে নামতে পারেননি এলএম টেন। তারপর চোট সারিয়ে ফিরেছেন ইন্টার মায়ামির জার্সিতে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ভারতীয় সময় আজ গভীর রাতে ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার জার্সিতে প্রত্যাবর্তন করতে চলেছেন লিও। ১৬ অক্টোবর ভোরে বলিভিয়ার বিরুদ্ধেও মাঠে নামবেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। দলের সঙ্গে চুটিয়ে অনুশীলনও করছেন তিনি।

লিওনেল স্কালোনি

কোপা আমেরিকা ফাইনালের পর এই প্রথমবার জাতীয় দলে ফিরছেন লিও মেসি। তবে এই স্বস্তির মাঝেও আর্জেন্টিনার জন্য দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে একের পর এক ফুটবলারের চোট। নিকো গঞ্জালেজ, পাওলো দিবালা, মাকোর্স আকুনার পর স্কোয়াড থেকে ছিটকে গিয়েছেন আলেহান্দ্রো গারনাচোও। এছাড়া দলের গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজকেও পাবেন না লিওনেল স্কালোনি। ফিফার নিষেধাজ্ঞার কারণে খেলতে পারবেন না তিনি।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ অক্টোবর : আইএফএ-র বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ। কলকাতা লিগ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিল ডায়মন্ড হারবার এফসি। কলকাতা লিগে কার্যত খেতাব নিশ্চিত হয়ে গেল ইমামি ইস্টবেঙ্গলের।

মঙ্গলবার আইএফএ-র শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির বৈঠকের পর ইস্টবেঙ্গল ম্যাচে ভূমিপুত্র খেলানোর নিয়ম ভঙ্গের অভিযোগে ওই ম্যাচ থেকে মহমেডান স্পোর্টিং

আইএফএর ওপর ক্ষুব্ধ ডায়মন্ড হারবার

ক্লাবের অর্জিত ১ পয়েন্ট কেটে নেওয়া হয়। উপরি তিন পয়েন্ট দেওয়া হয় ইস্টবেঙ্গলকে। ফলে খেতাবি দৌড়ে থাকা ডায়মন্ড হারবার এফসির সঙ্গে লাল-হলুদের পয়েন্টের ব্যবধান দাঁড়ায় ৪। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়ে ডায়মন্ড হারবার এফসি ম্যানেজমেন্ট। ক্লাবের সহ সভাপতি আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'আইএফএ যে নোংরামি শুরু করেছে, এভাবে খেলা যায় না। এবারের লিগ থেকে আমরা নাম প্রত্যাহার করে নিচ্ছি।' একইসঙ্গে ভবিষ্যতে কলকাতা লিগ সহ আইএফএ আয়োজিত কোনও টুর্নামেন্টে তারা খেলবে কি না তা ভেবে দেখা হবে বলেও জানানো হয়। একইসঙ্গে ইস্টবেঙ্গলকে আইএফএ-র 'দত্তক পুত্র' বলে ক্ষোভ উগড়ে দেন ডায়মন্ড হারবার ক্লাবের সহ সভাপতি।

এদিকে, এই মুহূর্তে কলকাতা লিগের পয়েন্ট টেবিলের যা অবস্থা তাতে, একমাত্র ডায়মন্ড হারবারের পক্ষেই ইস্টবেঙ্গলকে টপকে যাওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু কিবু ভিকুনার দল নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ার ফলে ম্যাচ না খেলেই খেতাব একপ্রকার নিশ্চিত করে ফেলল বিনো জর্জের ইস্টবেঙ্গল।

এদিকে, হেড কোচ হিসাবে অস্কার ব্রুজোঁকে নেওয়ার পর নতুন ফিটনেস কোচও চূড়ান্ত করে ফেলল লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্ট। অনেক আগে প্রাক-মরশুম শিবির শুরু করলেও ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের ফিটনেস নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। তার জেরেই ফিটনেস কোচ বদল হল। ব্রুজোঁর সঙ্গে বসুন্ধরা কিংসে কাজ করা জাভিয়ের স্যাঞ্চেজকে নতুন ফিটনেস কোচ হিসাবে নিযুক্ত করল ইস্টবেঙ্গল।

কলকাতার রাজডাঙ্গা নব উদয় সংঘের দুর্গাপুজোয় ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাবের দিমিত্রিস দিয়ামান্তাকোস ও মহম্মদ রাকিব।

কলকাতায় মহাষষ্ঠীতে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ, ফুটবলার মিরজালোল কাশিমভ, অ্যালেক্সিস গোমেজরা।